Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

4/73 3/218

শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

সটীক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

১ম খণ্ড

অধ্যাপক শ্রীহারানচন্দ্র দেবশর্ম্মা চাকলাদার, এম্, এ।

LIBRARY No. 3/218 Anandamayee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
3/2/8 Bhadaini, Varanasi-I
No.......
Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

11·12·76				
10-12·76				
1·1·77				
22.7.77				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

3/218
९/६९९
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/218
No. ९/६९९
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

সটীক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

3/218
৭/৬৭৪

১ম খণ্ড

জপজী, রহিরাস ও সোহিলা

অধ্যাপক শ্রীহারানচন্দ্র দেবশর্ম্মা চাকলাদার, এম্, এ।
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব লেকচারার)

প্রথম সংস্করণ

LIBRARY
No. ....৩১৫....
Shri Sh... ...mayee Ashram
BANARAS

ভেডিক রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট,
বহরমপুর, উড়িষ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, চাকলাদার।
বহরমপুর, গঞ্জাম।

মূল্য—তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—
১। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার
ভেডিক ঔষধালয় এণ্ড ভেডিক রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট।
বহরমপুর, গঞ্জাম (উড়িষ্যা)।
২। শ্রীগোপালদাস দেবশর্ম্মা (চাকলাদার)
এম্‌-এস্‌-সি।
২৮।৪।২বি, শ্রীমোহন লেন,
পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।
৩। সদ্‌গ্রন্থ-প্রকাশনী—
৮।১ এম্‌, হাজরা লেন,
কলিকাতা—২৯।

ভি-পি ডাকে লইলে প্রকাশককে লিখিবেন।

প্রকাশক কর্ত্তৃক
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1/898
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
3/2/8

প্রকাশকের নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, পরমভাগবত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য, পরমপূজ্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে তদীয় শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিবের বঙ্গভাষায় অনূদিত জপজী, রহিরাস ও সোহিলা এই তিন খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ পরিতৃপ্ত বোধ করিলে ও আগ্রহ প্রদর্শন করিলে গ্রন্থ সাহেবের অপর ভক্তিমূলক শ্রেষ্ঠ "শ্রীরাগ" খণ্ড, যাহা এযাবৎ রামচন্দ্রপুর (মানভূম), বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম হইতে শ্রীমৎ অসীমানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক সম্পাদিত "মন্দির" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও অচিরেই পুস্তকাকারে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর অপর দুই প্রবীন শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কিরণচাঁদ দরবেশজী কর্ত্তৃক পদ্যে এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক গদ্যে জপজী ও সুখমণী প্রকাশিত হইলেও তাহারা কেহ জপজীর অব্যবহিত পরবর্ত্তী অংশ রহিরাস, সোহিলা বা শ্রীরাগ খণ্ড প্রকাশ করেন নাই। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদ তাঁহাদের কৃত অনুবাদ হইতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে, বিশেষতঃ মূল পৌড়ী (শ্লোক) গুলিতে। তাহার কারণ মনে হয়, নবীন পাঠক পাঠিকা-গণের সহজ বোধ ও সুখাবৃত্তির জন্যই তাহারা উভয়েই তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকে জপজী সাহেবের মূল বাণীসমূহ (পৌড়ী) বাংলা হরপে পরিবর্ত্তিত করার সময় লিখিত ভাষা ব্যবহার না করিয়া উচ্চারিত বা আবৃত্তির ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তাহা করা হয় নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিবের সর্ব্বাধিক প্রামাণ্য বিরাটকায় ফরিদকোট সংস্করণ হইতে মূল পৌড়ীসমূহ গ্রন্থের লিখিত ভাষা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াই যথাসম্ভব বিশুদ্ধভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই পুস্তকে অতি সরল বঙ্গানুবাদ ব্যতীত টীকা ও ব্যাখ্যা দ্বারা শ্লোক বা গীতিবাণী সমূহের তাৎপর্য্যার্থ বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনুবাদক মহাশয় যে সব অকাট্যযুক্তি ও প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া গুরু শ্রীনানকজী তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে অর্থাৎ তাঁহার রচিত বাণীসমূহে যে বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি সনাতন হিন্দুশাস্ত্র বহির্ভূত একটি শব্দও ব্যবহার করেন নাই সেই সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ঘাটনও এই অনুবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র তাহাই নহে, প্রত্যেকটি পৌড়ীর ভাষা, ভাব, শব্দার্থ ও টীকা এবং ব্যাখ্যাদ্বারা শবদ অর্থাৎ বাণীসমূহের রচয়িতা গুরু ও মহাজনগণের অভিপ্রায় যথাযথভাবে ব্যক্ত করিতে শ্রীযুক্ত চাকলাদার মহাশয় দীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবৎ প্রাচীন ও আধুনিক গুরুমুখী ভাষার সহিত সুপরিচিত থাকিয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত (বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর) তাহার অনুশীলন ও শ্রীরাগ পর্য্যন্ত অনুবাদ সম্পাদনে যেরূপ যত্ন ও কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত এমন আর কাহাকেও করিতে দেখা যায় নাই। ইহার কারণও তিনি নিজ মুখেই একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে মহাপুরুষগণের ভাষা, বাণী ও তাহাদের অভিপ্রায় যথাযথভাবে ব্যক্ত না হইয়া অনুমান ও কল্পনাদ্বারা বিকৃত বা ভুল ত্রুটি ও ন্যূনাতিরিক্ত দোষদুষ্ট হইয়া পড়িলে তাহা অপাঠ্যই হয়। এই পুস্তকের মুদ্রণেও যাহাতে কোন ভুল ত্রুটি না হইয়া পড়ে তজ্জন্য তিনি প্রকাশককে বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই গ্রন্থ মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই একে বার্দ্ধক্য অবস্থা তদুপরি ক্রমাগত অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বশতঃ প্রায় ২ বৎসর হইল তিনি বহুমূত্র ও রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। যে জন্য তিনি শরীরপাত করিতে কখনও বিমুখ হন নাই তাহা সমাপ্ত করিতেও তিনি উক্ত দুরারোগ্য ব্যাধিকে গ্রাহ্য করিতেন না; যদি তাঁহাকে তাঁহার শেষ সম্বল চক্ষু দুইটির দৃষ্টি শক্তিও হারাইতে না হইত। অতএব এই গ্রন্থ প্রকাশে যেরূপ বিশুদ্ধিতার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন তিনি নিজে প্রুফ সংশোধন করিতে না পারার জন্য যদি কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে তবে তাহা প্রকাশকের অজ্ঞতা ও অনবধানতাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতির ন্যায় শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিবের সহিত নানক জীবনের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ। অতএব গ্রন্থারম্ভে নানকের জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ অবশ্য প্রয়োজন বোধ করিলেও ঐ একই কারণে তিনি নিজে অসমর্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে পূজনীয় শ্রীমৎ দরবেশজী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় প্রণীত "নানকের জীবনী" অবলম্বনে প্রকাশক কর্ত্তৃক "নানক জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত" এই পুস্তকে সংযোজিত হইল।

এইরূপ একখানা অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশক নিজকে ধন্য মনে করিলেও অনুবাদকের ন্যায় একজন নিষ্ঠাবান জ্ঞানী পুরুষের অসমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যভার গ্রহণে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই ইহা করা হইল। দূরে থাকিয়া অল্প দিন মধ্যে বারম্বার প্রুফ্ সংশোধনের অবকাশ না পাওয়ায় মুদ্রণে কিছু ভুল ত্রুটি রহিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়; পাঠক পাঠিকা ও গুরুমুখী ভাষায় অভিজ্ঞজনের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার ভুল ত্রুটিগুলি দর্শাইয়া দিলে তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

এই গ্রন্থের সম্পাদনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত চাকলাদার মহাশয়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমান্বয় আশঙ্কাজনক হইয়া পড়ায় তিনি যাহাতে এই ১ম খণ্ডের মুদ্রণও দেখিয়া যাইতে পারেন তজ্জন্য মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক মহাশয় তদীয় বাণী প্রেসে যেরূপ শ্রম ও যত্নসহকারে অল্পদিন মধ্যে ইহা মুদ্রণ করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভেডিক রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
বহরমপুর (উড়িষ্যা)
বঙ্গাব্দ ১৩৬৪।

বিনয়াবনত—
প্রকাশক।

LIBRARY
No. 3/218
... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপুরুষ

শ্রীশ্রীনানক জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত

নানকের জন্ম—

পাঞ্জাব প্রদেশ, লাহোর জেলার সন্নিকট তালবন্দী নামক ক্ষুদ্রগ্রামে সামান্য অবস্থাপন্ন এক ক্ষত্রিয় কৃষকের গৃহে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে রাসপূর্ণিমার দিন কেহ কেহ বলেন বৈশাখ মাসে গুরু শ্রীনানকজী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আবির্ভাবকালে যেরূপ সমস্ত দেবতা, মুনিঋষি, সিদ্ধগণ অন্তরিক্ষে থাকিয়া স্তবস্তুতি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ আছে ; এই মহাপুরুষের জন্ম সময়েও সেইরূপ ৩৩ কোটী দেবতা, ৬৪ যোগিনী, ৫২ বীর, ৬ ঋষি, ৮৪ সিদ্ধপুরুষ, ৯ নাথ তাঁহার স্তুতিগান করেন। আজন্ম সিদ্ধ এই মহাপুরুষ জগতের বিশেষ প্রয়োজনে বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনকই নানকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শিখসন্তগণ বলেন।

নানক পরিকর—

নানকের পিতার নাম কালু, মাতার নাম ত্রিপতা বা তৃপ্তা। জ্যেষ্ঠা ভগিনী নানকী, ভগিনীপতি জয়রাম। নানকী কনিষ্ঠ সহোদর নানককে অতীব স্নেহ করিতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী তদীয় কুল পুরোহিত পণ্ডিত হরিদয়াল ও গ্রামের জমিদার বায়বুলার নানকের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। পণ্ডিত হরিদয়াল পূর্ব্বেই এই ক্ষণজন্মা শিশুর জন্ম লগ্নাদি বিচার করিয়া নানকজন্মের তাৎপর্য্য অবগত ছিলেন। পুত্রের প্রতি পিতা কালু অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন একারণ গ্রামের জমিদার বায়বুলার পরবর্ত্তী সময়ে নানকীকে জয়রামের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া সুকৌশলে নানককে সুলতানপুর জয়রামের গৃহে পাঠাইয়া দেন। তথায় কিছুকাল শান্তিতে কালযাপন করিবার পর নানক জয়রামের সাহায্যে তথাকার নবাব দৌলৎ খাঁ লোদির রাজসরকারে কার্য্যগ্রহণ করেন। নবাবও নানককে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সুলতানপুর অবস্থানকালেই জয়রামের চেষ্টায় মূলা নামক ক্ষত্রিয়ের কন্যার সহিত নানকের বিবাহ হয়। নানকের স্ত্রীর নাম সোনী, দুই পুত্র, শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ। নানকের দুই প্রধান পার্শ্বচর—বালা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্দ্দানা। আবাল্য সহচর বালা, দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা নানকের সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিতেন, পরবর্ত্তী কালে ইহারই মুখে নানকের আনুপূর্ব্বিক জীবন চরিত শ্রবণ করিয়া "জন্ম সাক্ষী" নামক পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয় সহচর বা পার্শ্বদ মর্দ্দানা—ইনিই নানকের ধর্ম্ম প্রচার ও নাম কীর্ত্তনে প্রধান সহায়ক ছিলেন। এই বিখ্যাত রবারযন্ত্র বাদক সর্ব্বদা নানকের ভগবৎ যশঃ কীর্ত্তন গানে সুমধুর তান দিতেন। নানকের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য অঙ্গদ। গুরুর প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠার উজ্জ্বল প্রতীক শ্রীশ্রীগুরু অঙ্গদজী। নানক ইহাকেই পরবর্ত্তী গুরুর পদ গ্রহণে নির্দ্দেশ দান করেন। এতদ্ব্যতীত নানকের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অগণিত ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন।

বাল্যজীবন—বাল্যকাল হইতেই নানককে অপরাপর বালক হইতে পৃথক স্বভাবের প্রতীয়মান হইত। সমবয়স্ক বালকগণের সহিতও ক্রীড়াকৌতুকে তাঁহার রুচি হইত না। সর্ব্বক্ষণ নিঃসংগ অবস্থায় গভীর ভাবে নিমগ্ন থাকিতেই তিনি পছন্দ করিতেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই নানকের মুখে নানা শাস্ত্র-বাক্য প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। বাল্যে নানক অলসভাবে বসিয়া দিন কাটাইতে ভালবাসিতেন। তাহা দেখিয়া পিতা কালু তাহাকে কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইলে—তদুত্তরে বালক নানক পিতাকে এই তত্ত্ববাণী শুনায়েন—

"এহুতনু ধরতি বীজু কর্ম্মাকরো, সলিল আপউ সারিংপাণী।
মন কিরষানু হরিহৃদে জমাইলে, উপাব সিফদ নিরবাণী।"

অর্থাৎ এই শরীর ধরিত্রী অর্থাৎ ক্ষেত্র; সৎকর্ম্মসকল বীজ, ধনুর্দ্ধারী রাম তাহাতে জল সেচন করিতেছেন। হে মনরূপ কৃষাণ, হৃদয়ে হরিরূপ বৃক্ষ রোপণ কর, তাহাই নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তির উপায়।

নানক সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে পিতা বিদ্যাশিক্ষার জন্য পুত্রকে গোপাল নামক এক শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করেন। গুরুমহাশয় একখানি কাষ্ঠফলকে ৩৫টি বর্ণমালা লিখিয়া তাহা পাঠাভ্যাস করিতে নানককে দেন। নানক তাহা দর্শনমাত্র প্রথমই উচ্চারণ করেন—"ওঁসতি গুর প্রসাদি।" এবম্বিধ তত্ত্বজ্ঞান ও শাস্ত্রে বালকের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গুরুমহাশয় অচিরেই তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট "নানকের শিক্ষার কিছুই অবশিষ্ট নাই" এই বলিয়া প্রত্যর্পণ করেন। বাল্যে নানক পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাচীন গুরুমুখী ভাষা অধ্যয়নের পর বৈদ্যনাথ নামক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন এবং কুতবুদ্দিন নামক এক মুসলমান মোল্লার নিকট পারসীয় ভাষা শিক্ষা করেন। অতি অল্প বয়সেই নানক হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

সাংসারিক কর্ম্মে মোটেই নানকের মন ছিল না। একারণ পিতা তাহাকে নানা ভর্ৎসনা ও পীড়ন করিতেন। নানক পিতার অত্যাচার অবিচল ভাবে সহ্য করিতেন। একদিবস পিতা তাঁহাকে পশু চরাইতে পাঠাইয়া দেন। নানক পশুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া একান্তে ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। ইত্যবসরে পশুগুলি ভট্টিনামক এক গৃহস্থের ক্ষেতের সমুদয় শস্য নষ্ট করিয়া দেয়; ইহাতে ভট্টি ক্রোধান্বিত হইয়া জমিদারের নিকটে নালিশ করে। তাহা শুনিয়া জমিদার বায়বুলার ভট্টিসহ তাহার ক্ষেতে যাইয়া দেখেন—ক্ষেতের শস্য যেমন তেমনই আছে, ক্ষতির কোন চিহ্নই নাই; ইহাতে ভট্টির অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া জমিদার তাহাকে নানা তিরস্কার করিয়া চলিয়া আসেন।

উক্ত ঘটনার পর একদিবস জমিদার বায়বুলার কার্য্যব্যপদেশে প্রাতঃকালে কোনও এক স্থানে গমন সময়ে নানককে পথপার্শ্বে এক বৃক্ষমূলে তাহার ছায়ায় নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া যায়েন। কার্য্যান্তে অপরাহ্ণে প্রত্যাবর্ত্তন সময়েও নানককে তদবস্থায় নিদ্রিতই দেখেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রাতঃকালে বৃক্ষের ছায়া নানককে যেভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল অপরাহ্ণে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে গমন করিলেও ঐ বৃক্ষের ছায়া নানককে তদবস্থায়ই আবৃত করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে ভট্টির ঘটনার পর ইহা দর্শনে বায়বুলার সবিশেষ চমৎকৃত হয়েন এবং নানককে একজন অসামান্য পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করেন।

সাধুসেবা ও আত্মপ্রকাশ—

নানক সপ্তদশবর্ষে উপনীত হইলে পিতা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য একদিবস ভৃত্য বালাকে নানক সমক্ষে ডাকিয়া ২০৲টাকা বালার হস্তে দিয়া বলেন, "নানক যে ব্যবসায় লাভজনক বলিয়া পছন্দ করিবে তুমি তজ্জন্য এই টাকা তাহাকে দিবে।" পিতার প্রস্তাবে রাজী হইয়া নানকও ব্যবসায় উদ্দেশ্যে বালাসহ বহির্গত হইলেন। বাটী হইতে ১২ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া একস্থানে সাধু পরিবেষ্টিত জনৈক মোহান্তকে দেখিতে পাইলেন। মোহান্তের দেহে কৌপীন বহির্বাস ব্যতীত অন্য অঙ্গাবরণ না থাকায় নানক তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে মোহান্ত বলিলেন, তাঁহারা নির্ব্বাণী, তাঁহাদের বস্ত্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন হয় না। পুনঃ নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের কি আহারেরও প্রয়োজন হয় না? তদুত্তরে মোহান্ত বলিলেন—তাঁহারা আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভগবান্ যেদিন যাহা দেন সেদিন তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না। মোহান্ত নানককে তাঁহার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে—নানক বলিলেন "আমার নাম নানক নিরংকারী (দাগ বা কলঙ্ক রহিত), পরিচয়—সাধু ভক্তজনের পদরজঃ।" নানকের মুখে এই কথা শুনিয়া মোহান্ত সবিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ক্ষত্রিয়পুত্র অথচ বলিতেছ নিরংকারী, ইহার অর্থ কি?" তখন নানক বলেন, "দ্বাপর যুগে আমি নিরঙ্কার পরমেশ্বরের তপস্যা করিয়াছিলাম, তপস্যা পূর্ণও হইয়াছিল কিন্তু বাসনা দূর না হওয়ায় প্রথমে নীচকুলে জন্ম লইতে হয়, তৎপর কলুর গৃহে, পরিশেষে ক্ষত্রিয়ের গৃহে জন্ম লইতে হইয়াছে। আমি অতীতেও নিরংকার ছিলাম, বর্ত্তমানেও নিরংকার আছি।" এইরূপে মোহান্তকে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া নানক সাধুগণের সেবার জন্য বালার নিকট ২০৲ টাকা চাহিলে বালা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার পিতা লাভজনক ব্যবসায়ের জন্য এই টাকা দিয়াছেন, ইহা সাধু সেবার জন্য নহে।" ইহা শুনিয়া নানক সহাস্যে বলিলেন "বালা, ইহা অপেক্ষা অপূর্ব্ব সওদা আর কি হইতে পারে? ইহাই সেই প্রচুর লাভজনক ব্যবসায় সমুপস্থিত।" বালা নানকের মুখে ব্যবসায়ের এইরূপ নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া অবাক রহিলেন। নানক তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে ২০৲ টাকা মূল্যের প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী আনাইয়া সাধুগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বালাসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নানকের পিতা কালু একে অশিক্ষিত তদুপরি উগ্রস্বভাবাপন্ন। বালার মুখে নানকের এইভাবে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ের সংবাদ শুনিয়াই পিতা কালু নানককে অত্যন্ত প্রহার করেন। দুঃখে নানকের বক্ষস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া দয়াশীলা ভগিনী নানকী পিতার পা ধরিয়া ভ্রাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এদিকে জমিদার রায়বুলারও এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হয়েন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি কালুকে নানকসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে ডাকিয়া পাঠায়েন। রায়বুলার নানককে তাহার নিকট দেখিবামাত্রই আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করেন এবং কালুকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিয়া নানক যে ২০৲ টাকা সাধুসেবায় ব্যয় করিয়াছেন কালুকে তাঁহার নিকট হইতে সেই অর্থ লইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধ্য করেন। পরন্তু বায়বুলার কালুকে ইহাও বুঝাইয় দেন, তাঁহার যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য তাহা নানকেরই কৃপায় ; এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইতেই তাহার গৃহে লক্ষ্মী বিরাজমানা। এই ঘটনার পর নানক যাহাতে পিতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে জমিদার বুলার সুলতানপুর রাজ-সরকারের আমিন জয়রামের সহিত নানকীর বিবাহ দেওয়াইলেন। বাল্যকাল হইতেই নানক সাধুসন্তগণের আগমন সংবাদ শুনিলে তাঁহাদের নিকট ছুটিয়া যাইতেন এবং যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা করিতেন। পিতার শাসনও তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নানকীর বিবাহের ২ বৎসর পরে, একদিবস নানক এক সাধুর আগমন সংবাদ শুনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে সাধু নানককে পরীক্ষা করার জন্য তাঁহার হস্তস্থিত স্বর্ণাঙ্গুরী ও ঘটী চাহেন। নানক তৎক্ষণাৎ তাহা সাধুকে প্রদান করেন। কালু এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া নানককে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে বলেন। সুযোগ বুঝিয়া জমিদার বুলার ভৃত্য-বালাসহ নানককে সুলতানপুর নানকীজীর নিকট পাঠাইয়া দেন। এসময় নানকের বয়স ২০ বৎসর।

নানকের কর্ম্ম ও বিবাহিত জীবন—

নানকী ছোট ভাই নানককে যেমন স্নেহ করিতেন আবার তাহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে তেমন ভক্তিও করিতেন। একারণে নানক ভগিনীগৃহে উপনীত হইলে নানকী কনিষ্ঠ সহোদর নানকের দেহে ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া প্রণাম করেন। জয়রামও নানক নিরঙ্কারীকে তাহার গৃহে পাইয়া অত্যন্ত সমাদর করেন।

নির্লিপ্তভাবে সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াও যে ধর্ম্ম ও পরমাত্মার দর্শন লাভ হইতে পারে গুরু নানক তাহারই এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যদিও তিনি আজন্ম মুক্ত স্বতন্ত্র পুরুষ তথাপি কর্ম্মক্ষয়ের জন্য তাঁহাকে স্বেচ্ছায় লৌকিক কর্ম্মগ্রহণ করিতে হয়। নানক কর্ম্মগ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলে জয়রাম তাহাকে নবাব সরকারে কমিসেরিয়টের (পাটোয়ারীয়) কার্য্য সংগ্রহ করিয়া দেন। নানক সরকারী কার্য্য অতিশয় নিপুণ ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। একারণ নবাবও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। নানকের উপার্জ্জিত অর্থে জয়রামের কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকায় নানক নিজ ব্যয়ের জন্য যৎসামান্য রাখিয়া বাকী সমস্ত অর্থই সাধু সেবায় ব্যয় করিয়া দিতেন। ক্রমে নানকের এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ্যাতি কেহ কেহ বিকৃত করিয়া নবাবের কর্ণে পৌছাইলে, নবাব একাধিকবার উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা হিসাব অনুসন্ধান করাইয়া নানকের সাধুতারই প্রমাণ পায়েন এবং তজ্জন্য নানককে ২ বার পুরস্কৃত করেন।

সুলতানপুর অবস্থানকালেই ভগিনীপতি জয়রামের চেষ্টায় ২৫ বৎসর বয়সে, মূলা নামক ক্ষত্রিয়ের কন্যা সোনীর সহিত নানকের বিবাহ হয়। ৩২ বৎসর বয়সে নানকের প্রথম পুত্র শ্রীচাঁদের জন্ম হয়, ইহার ৪ বৎসর পরে লক্ষ্মীচাঁদ জন্মে। এইরূপে সংসারকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও নানকের সাধুসেবা ও দানাদি সৎকর্ম্ম পূর্ব্ববৎই চলিতেছিল।

ভগবানের সাক্ষাৎলাভ, প্রত্যাদেশ ও সংসার ত্যাগ—

অতিরিক্ত সরকারী কাজের চাপে ক্রমান্বয় নানকের স্বাস্থ্য ভগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। একদা সাধুবেশী ভগবানের ভৃত্য আসিয়া নানকের মলিন মুখ দেখিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ প্রত্যুষে নদীস্নান করিয়া ঘৃত, গুড় ও আটা সংমিশ্রণ করিয়া খাওয়ার পর কাজে নিযুক্ত হইতে উপদেশ দিয়া চলিয়া যায়েন। সাধুর কথামত প্রত্যহ তিনি তাহাই করিতে থাকেন। এক দিবস ভৃত্য সঙ্গে নদীস্নানে যাইয়া ডুব দিয়া আর উঠিলেন না। ভৃত্য আসিয়া এই সংবাদ দিলে বহু অনুসন্ধান করিয়াও নানককে পাওয়া গেল না। প্রবাদ এই—নদীতে ডুব দেওয়ার পর স্বর্গীয় দূত আসিয়া নানককে ভগবানের নিকটে লইয়া যায়। ভগবান্ তাঁহাকে অমৃতভাণ্ড দান করেন এবং পান করায়েন। ভগবান্ গোবিন্দ নানককে বলেন "আমি সর্ব্বদা তোমাতেই আছি, তোমা হইতে জগতের জীব উদ্ধার হইবে, সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদা আমাকে মনে রাখিবে এবং পূজা করিবে। আমি তোমাকে আমার নাম বলিয়া দিতেছি তাহা জপ করিবে এবং দান করিবে; শরীর পবিত্র রাখিবে।" এইরূপে তিন দিবস ভগবানের সহবাস-সুধারসে মগ্ন থাকিয়া নানক পুনরায় নদী হইতে উঠিয়া একদল সাধুর মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। জানা যায় যে, এই সময়েই 'জপজী' রচনা তাঁহার মনে উদয় হয়। ইহার পর তিনি আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; নবাব সরকারের হিসাব বুঝাইয়া দিয়া এবং তাহার প্রাপ্য অর্থাদি সাধু ফকিরের সেবায় বিলাইয়া দিতে বলিয়া নানক সংসার পরিত্যাগ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানক প্রচারিত ধর্ম্ম ও তাহার মূল তত্ত্ব—ভগবানের ডাক যখন আসিয়া দুয়ারে পৌঁছিয়াছে তখন কি আর নানক স্থির থাকিতে পারেন। তাঁহার নির্দ্দেশ তাঁহাকে মানিতেই হইবে। কোথায় রহিল স্ত্রীপুত্র পরিজন, কোথায় রহিল স্নেহময়ী ভগিনী; নানক ন্যাংটী মাত্র ধারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে চলিয়াছেন। সঙ্গে আবাল্য সঙ্গী বালা, পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্ত রবারী-মর্দ্দানাও আসিয়া যোগ দিয়াছেন নানকের ধর্ম্মপ্রচারে সহায়ের জন্য। পথে চলিতে চলিতে নানক ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতেন, আর মর্দ্দানা তাহার রবার বাজাইতেন।

নানক প্রচারিত ধর্ম্মের গুরুই মূলতত্ত্ব। গুরুব্যতীত তিনি অন্য দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ভগবৎ আদেশ প্রকারে তিনি অবশিষ্ট জীবনব্যাপী শ্রীগুরুর মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। "গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে ভগবৎ প্রাপ্তি বা ব্রহ্মলাভ হয় না।" ইহার তাৎপর্য্য বর্ণনায় শ্রীগুরু নানক বলেন—সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া সাধনপথে যাওয়াই ভগবৎপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। মানুষ সরলপ্রাণে প্রার্থনা করিলে (পুণ্যকর্ম্ম অর্থাৎ ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে) ভগবানই সদ্‌গুরু মিলাইয়া দেন। সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ পূর্ব্বক গুরুর উপদেশক্রমে অবিশ্রান্ত নামসাধনই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। একারণ পুনঃ পুনঃ তিনি গুরুমুখী হইয়া নাম সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। গুরুমুখেই নাদ—ওঁকার বা অনাহতধ্বনি শ্রবণ করা যায়। গুরুদত্ত মন্ত্র, নাম সাধনেই সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া আত্মা সুনির্ম্মল হয় ও শুদ্ধ চৈতন্যের উদয় হয়। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধকের পক্ষে যখন যাহা প্রয়োজন তাহা মিলে। নাম সাধনে সমস্ত অপরিজ্ঞাততত্ত্ব ও শাস্ত্রার্থ প্রকাশ পায় এবং অপ্রাপ্য বস্তুর লাভ হয়। গুরুদত্ত মন্ত্রই বাণী, তাহাই বেদ, তাহাই সমাধি, গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই শিব, গুরুই মা-পার্ব্বতী। গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই জীবের ত্রাণকর্ত্তা। সর্ব্বজীবে গুরুরই অধিষ্ঠান। গুরুই পরম ব্রহ্ম, গুরুই সমস্ত তত্ত্বের মূল। সদ্‌গুরু প্রদত্ত সশক্তিক নাম সাধন ও আদেশ পালনই সার কথা।

নানকের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ—নানকের জাতিভেদ ছিলনা। সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দু, হিন্দুর সদাচার, মুসলমান মুসলমানের সদাচার অবলম্বনে চলিবে বলিয়া মানুষ হিসাবে যে পৃথক জ্ঞান করিতে হইবে তাহা তিনি মানিতেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একারণ ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া তিনি যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন "হিন্দুও কেহ নাই, মুসলমানও কেহ নাই"। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এক মুসলমান কাজী ইহার প্রতিবাদ জানাইলে পরিশেষে নানকের নিকট প্রকৃত মুসলমানের লক্ষণ ও তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রীত হয়েন। আবার, সেই দিনই ঐ কাজী নমাজ পাঠ করিতে বসিয়া ভগবানের চিন্তা না করিয়া তিনি তাঁহার ঘোড়া ও সদ্যজাত বাচ্চার কথা চিন্তা করিতেছেন; ইহা বুঝিয়া নানক অদূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন। ইহাতে কাজীসাহেব ক্ষুব্ধ হইয়া নবাবের নিকট অভিযোগ করেন। নবাব নানককে ডাকিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নানক নবাবের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া দেন। কাজী ইহার যথার্থতা স্বীকার করিয়া মহাপুরুষ নানকের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

কাজীকে কৃতার্থ করিয়া পথে চলিতে চলিতে একদা রাত্রিতে সুজান নামক এক দস্যুগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানক বুঝিতে পারিলেন, সে নিরীহ পথিকগণকে বর্ণানুযায়ী হিন্দুগণকে তাহার নির্ম্মিত মন্দিরে এবং মুসলমানদিগকে মসজিদে আশ্রয় দিয়া গভীর রাত্রে কূপে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করে এবং তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। সেই রাত্রের মত শিকার জুটিয়াছে দেখিয়া দস্যু সুজান ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে কখন তাহারা নিদ্রা যাইবেন। এদিকে নানক তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মর্দ্দানাকে রবার বাজাইতে আদেশ করিয়া নাম গান ধরিলেন। সুমধুর নাম সংকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে দস্যু সুজানের পাপবৃত্তি দূর হইয়া গেল। দস্যু নানকের পদতলে পড়িয়া উদ্ধার প্রার্থনা করিলে দয়ালু নানক তাহাকে তাহার সমস্ত অর্থ দীনদুঃখীর সেবায় বিলাইয়া দিতে বলেন; দস্যু তাহাই করিলে নানক তাহাকে দীক্ষা দেন। এইরূপে নানকের কৃপায় হত্যাকারী দস্যু সাধু হইয়া গেল।

এইভাবে দস্যুকে কৃতার্থ করিয়া নানাস্থানে নানাতত্ত্ব প্রকাশ করিতে করিতে নানক বারাণসীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কাশীর তদানীন্তন পণ্ডিত চতুরদাস নানকদেহে তিলকমালা প্রভৃতি সাধুর চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া সন্দেহ করেন। নানক মর্দ্দানাকে রবার বাজাইতে আদেশ করিয়া নিজে গান ধরিলেন—তাহার মর্ম্মার্থ এই, 'হৃদয়ে ভগবানকে অধিষ্ঠিত করিয়া অহরহ তাঁহার নামজপ করিতে পারিলে বাহ্য চিহ্নের আবশ্যক কি?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একস্থানে এক শুষ্কবটবৃক্ষমূলে এক যোগীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নানক সেস্থানে গমন করেন। তিনি যাওয়ামাত্র শুষ্কবৃক্ষটিকে নবপল্লবাদি দ্বারা সজীব হইতে দেখিয়া যোগিগণ নানকের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইলেন।

নানকের উজ্জ্বলকান্তি দর্শনে পথে এক দল ডাকাত তাঁহার নিকট বহু অর্থ আছে মনে করিয়া পথরোধ করে। নানক তাহাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে তদুত্তরে ডাকাতগণ বলে, তাহারা ডাকাত, তাহাদের হত্যা করিয়া ধনরত্নাদি লইতে আসিয়াছে। নানক হাসিমুখে দস্যুগণকে বলিলেন, "আমরা পাছে পলায়ন করি একারণ তোমাদের মধ্য হইতে ২ জন আমাদের পাহারায় থাকিয়া বাকী ২জন যাইয়া অদূরে যে আগুন জ্বলিতেছে তাহার কারণ কি দেখিয়া আস", দস্যুগণ মনে ভাবিল মৃত্যুমুখে পড়িয়াও যে হাসিমুখে কথা বলিতে পারে অবশ্যই ইহাতে কিছু রহস্য থাকিবে, এই মনে করিয়া ২ জন দস্যু আগুন লক্ষ্য করিয়া যাইয়া দেখিল, একটি শব চিতাশায়ী রহিয়াছে। ঐ শবের একদিকে যমদূত থাকিয়া বলিতেছে "এ অত্যন্ত পাপী ইহাকে আমরা যমপুরে লইয়া যাইব" অপরদিকে বিষ্ণুদূত বলিতেছে—"এই ব্যক্তির প্রতি নানকের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহাকে তোমাদের লইবার অধিকার নাই, আমরা ইহাকে স্বর্গে লইয়া যাইব।" এই অদ্ভূত ব্যাপারে ডাকাতগণের মন ফিরিয়া যায়। তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া নানকের পাদতলে পড়িয়া উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করে; দয়ারসাগর নানক তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া লয়েন।

সাধনে উন্নত শেখ ফরিদ নামক এক ফকিরকে পীরের (মুসলমান গুরু) আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়া অনুগৃহীত করেন। অতঃপর ১২ বৎসর পরে তিনি পিতামাতার চরণবন্দনার জন্য নিজগ্রাম তালবন্দী ১ দিবস মাত্র থাকিয়া ফিরিয়া আসেন।

এক ফকির গলিৎকুষ্ঠরোগে ভুগিতেছেন বলিয়া কেহ তাঁহার বাড়ী যাইতনা। একদা নানক যাইয়া তাহার গৃহে আশ্রয় লইলে ফকির মনে মনে ভাবিলেন, যাহার বাড়ীতে জন্তু পর্য্যন্ত আসেনা আজ কোন মহামানব কৃপা করিয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন! ফকিরের অনুমান সত্য হইল। ফকিরের দুঃখ দেখিয়া নানকের দয়া হয়, ফকির প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন তাহার শরীরে কুষ্ঠরোগের কোন চিহ্নই নাই। যাঁহার দৃষ্টিমাত্রে একরাত্রি মধ্যে অসাধ্য রোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারিয়া যাইতে পারে তিনি কতই না মহান, এই ভাবিয়া ফকির নানকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

এইরূপে নানাস্থান ঘুরিয়া নানক সঙ্গীসহ সৈয়দপুর (বাংলা) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামের কেহই তাঁহাদের আশ্রয় দিলনা বা সমাদর করিলনা। অবশেষে একটি ব্রাহ্মণ কিছু ফলমূল আনিয়া তাহাদের দেন। নানক ব্রাহ্মণের ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া তাহাকে সেই রাত্রেই পরিবারবর্গসহ গ্রাম ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। নানকের উপদেশে ব্রাহ্মণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার পরে দেখা গেল পরদিবস সম্রাট বাবর সৈন্যসামন্ত লইয়া সৈয়দপুর আক্রমণ করিয়া লুটতরাজ ও বহুলোক হত্যা করিয়া রক্তনদীর স্রোত বহাইয়া দিয়াছে এবং স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে বহুলোক বন্দী করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করে। পথে পাইয়া সম্রাটের লোকগণ নানককে একটি মোট বহন করিতে এবং মর্দ্দানাকে একটি ঘোড়া লইয়া যাইবার ভার দেয়। কিয়দ্দূর যাইয়া নানক মর্দ্দানাকে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া রবাব বাজাইতে আদেশ করেন। নানক গান ধরিয়াছেন আর মর্দ্দানা রবাব বাজাইতেছেন, দেখা গেল নানকের মাথার বোঝা মাথা হইতে আধ হাত উঁচুতে উঠিয়া চলিয়াছে, আর মর্দ্দানার ঘোড়া নাচিতে নাচিতে অনুগমন করিতেছে। এই অদ্ভুত ঘটনা সম্রাট বাবরের কর্ণে পৌছামাত্র তিনি নিজে আসিয়া তাহা চাক্ষুষ করিলেন এবং নানককে বলিলেন, "আমি জানিতাম না যে, এমন একজন মহাপুরুষ এখানে আছেন, তাহা জানিলে আমি এইরূপ করিতাম না।" অতঃপর বাবর নানককে বলিলেন "আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন আমি আপনাকে তাহাই দিব।" তদুত্তরে নানক বলিলেন, "আমি ধনদৌলত কিছুই চাই না, কেবলমাত্র এই চাই, আপনি বন্দী স্ত্রীপুরুষগণকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি ফিরাইয়া দিন।" বাবর তাহাই করিলেন।

নানক পাঁচবার ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হয়েন এবং বহু দেশ পর্য্যটন করেন। প্রথমতঃ তিনি পূর্ব্বে নেপাল কামরূপ পর্য্যন্ত, তৎপর দক্ষিণে বোম্বে, পুরী জগন্নাথক্ষেত্র হইয়া সিংহল পর্য্যন্ত, দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া তিনি উত্তরে হিমালয়, সুমেরু পর্ব্বত, গোরখ-হাতাবি এবং মক্কা পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারে গমন করেন।

কথিত আছে নানক দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া হিমালয় গমন করেন, তথায় ঋষি মুনিগণের তপঃভূমি কৈলাসে যাইয়া তিনি মহাদেব, গোরক্ষনাথ, ভর্ত্তৃহরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি সিদ্ধগণের সহিত মিলিত হন। সিদ্ধগণ তাঁহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিলে তিনি তাহা হইতে সহজে উত্তীর্ণ হন। পরন্তু নানকমুখে সর্ব্বজীবে ভগবৎ অধিষ্ঠান, নামসাধন ও নামমাহাত্ম্য গান শ্রবণ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করেন।

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পশ্চিমে মক্কা যাত্রার পথে এক মুসলমান সাধক নানকের সঙ্গী হয়েন। চলার পথে একখণ্ড মেঘ প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে তাহাদের রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। মক্কা সন্নিকট হইলে মুসলমান সাধকটি নানককে হিন্দুর সহিত তাহার মক্কা যাওয়ার অন্তরায় জ্ঞাপন করিলে নানক তাঁহাকে আগে চলিয়া যাইতে বলেন। মুসলমান সাধু কিয়দ্দুর যাইয়া প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপ অনুভব করিয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন মেঘ নাই, পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন নানকও নাই। তখন তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—এমন সাধুর সঙ্গ পাইয়াও নিজের দোষে হারাইলাম।

নানক মক্কা পৌছিয়া ক্লান্তি অপনোদনের জন্য, অন্যমনস্কতাবশতঃ কাবা মসজিদের দিকে পদ-বিস্তার করিয়া শুইয়া আছেন। নানককে তদবস্থায় দেখিয়া কাজী রুকনুদ্দিন ভগবানের প্রতি অসম্মাননার অপরাধের জন্য অশেষ ভৎর্সনা করেন। তাহাতে নানক সহাস্যে কাজীকে যেদিকে ভগবানের মন্দির নাই এমন একটি দিকে তাঁহার পা টানিয়া ঘুরাইয়া দিতে বলেন। কথিত আছে কাজী যেদিকে নানকের পা ফিরাইতে লাগিলেন, কাবাও (মস্‌জিদও) সেইদিকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

নানকের জীবন এইরূপ নানা বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই পুস্তকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ অসম্ভব। এই মহাপুরুষের প্রতি পাঠকপাঠিকাগণের শ্রদ্ধাকর্ষণের জন্য কেবলমাত্র কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হইল।

পিতামাতার পরলোক গমনের পর শেষ জীবনে নানক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সম্বৎ ১৫৯৫ (ইং ১৫৩৮ খৃঃ) ৬৯ বৎসর বয়সে গুরু নানক রাভী নদীতীরে দেহত্যাগ করেন।

দেহ রক্ষার পূর্ব্বে তিনি যে এক শুষ্ক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিতেন, নানকের স্পর্শে সেই শুষ্ক বৃক্ষটি সজীবতা প্রাপ্ত হয়। সেখানে অসংখ্য লোক তাঁহার মহাপ্রস্থান দর্শনের জন্য সমবেত হইলে তিনি বৃক্ষমূলে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহান্তে তাঁহার মৃতদেহ দাহ করা হইবে কি গোর (সমাধি) দেওয়া হইবে ইহা লইয়া তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "দেখ তিনি কি অবস্থায় আছেন" তিনি বসা অবস্থায় থাকিলে সমাধি দেওয়া হইবে আর শায়িত অবস্থায় থাকিলে দাহ করা হইবে; এই উদ্দেশ্যে আচ্ছাদন অপসারণ করিয়া দেখা গেল তাঁহার দেহ অদৃশ্য হইয়াছে তৎস্থানে কতকগুলি ফুল পড়িয়া আছে।

নানকের পুত্র শ্রীচাঁদও বিশেষ ধার্ম্মিক ছিলেন। পিতার মতের সহিত তাঁহার মতের মিলন না হওয়ায় নানক তদীয় অন্তরঙ্গভক্ত শিষ্য মহাত্মা অঙ্গদজীকে দ্বিতীয় গুরুর পদে অধিষ্ঠিত করিয়া যান।

LIBRARY
No.........
Shri Shri ...ayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

ভূমিকা

জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে শিখদিগের গুরুগ্রন্থসাহেব একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পরমারাধ্য ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয় (প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) এই গ্রন্থ নিত্য পাঠ করিতেন। মধ্যাহ্নের পরে তাঁহার সুললিত কণ্ঠে শ্রীগ্রন্থসাহেবের আবৃত্তি যাঁহাদিগেরই শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাই ধন্য এবং কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহার একজন শিষ্য, অবনীকুমার বটব্যাল মহাশয় কোন্ কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য প্রশ্ন করিলে, তিনি (গোস্বামী মহাশয়) প্রথমে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতির পরে শ্রীগ্রন্থসাহেব দেখাইয়া জানাইলেন যে, এই গ্রন্থের আর তুলনা নাই। তখন তিনি মৌনী ছিলেন। অন্যতম শিষ্য দেশবিশ্রুত শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে গ্রন্থসাহেব পাঠ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "অল্প আয়াসেই আপনারা ইহা বুঝিতে পারিবেন।" পূজনীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় তাঁহার "জপজী" বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "আমার গুরুদেব পরমারাধ্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'যত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে গ্রন্থসাহেবের ন্যায় সুন্দর ও মিষ্ট আর একখানি আছে কিনা সন্দেহ। সদ্‌গুরু ব্রহ্ম, আবার মানুষের মধ্যে পিতা, মাতা, রাজা, চিকিৎসক সমস্ত ব্রহ্ম একথা গুরু নানকের।' ভক্তিগ্রন্থ তিনখানি—চৈতন্য চরিতামৃত, তুলসীদাসের রামায়ণ এবং গুরু নানকের গ্রন্থসাহেব। এগুলি নিত্যপাঠ্য।" পূজনীয় অমৃতলাল সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "উপদেশ সংগ্রহ" পুস্তকে (১০৬ পৃষ্ঠা) আছে যে, গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন, "বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, হিন্দীভাষায় তুলসীদাসের রামায়ণ এবং গুরুমুখী ভাষায় গুরু নানকের গ্রন্থ সাহেবের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভক্তিগ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই।"

শ্রীনানকজী হইতে পঞ্চমগুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন—অর্থাৎ প্রথম গুরু শ্রীনানকজী, দ্বিতীয় গুরু শ্রীঅঙ্গদজী, তৃতীয় গুরু শ্রীঅমরদাসজী, চতুর্থ গুরু শ্রীরামদাসজী ইঁহাদের রচিত বাণীসমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরচিত বাণীসমূহ যোগ করিয়া শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব সঙ্কলিত করেন। বাণীসমূহকে শিখগণ "শবদ" (অর্থাৎ উপদেশ) নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত পাঁচজন গুরুই তাঁহাদিগের রচিত শবদের ভনিতায় "নানক" নামই দিয়াছেন, নিজের নাম কেহই দেন নাই। কিন্তু শবদের রচয়িতা গুরুর নাম তাহার প্রারম্ভে 'মহলা ১' অর্থাৎ গুরু নানক, 'মহলা ২', অর্থাৎ গুরু অঙ্গদ, এই প্রকারে পাঁচ মহলা দ্বারা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে নবম গুরু শ্রীতেগবাহাদুরজী রচিত কতিপয় শবদ (বাণী), এবং দশম গুরু শ্রীগোবিন্দসিংজী রচিত একটি কবিতা এই গ্রন্থসাহেবের সহিত যুক্ত হয়। তাহাদিগের পরিচয়ও পূর্ব্ববৎ 'মহলা' শব্দদ্বারাই দেওয়া হইয়াছে। গুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী গুরুগণের শবদ ব্যতীত অন্যান্য ভক্তগণের রচিত বাণীও শ্রীগ্রন্থসাহেব মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আমরা এই সকল ভক্ত মহাপুরুষের নাম দেখিতে পাই,—জয়দেব, কবীর, নামদেব, ত্রিলোচন, পরমানন্দ, সধান, বেণী, রামানন্দ, ধন্না, পিপা, সৈন, রবিদাস, সুরদাস এবং অন্ততঃ দুইজন মুসলমান, ফরিদ এবং ভিকন। ফরিদ গুরু নানকের সমসাময়িক, ইহার প্রকৃত নাম সেখ ইব্রাহিম, কিন্তু ইনিও গুরুপরম্পরাক্রমে তাঁহার পিতামহ পরমগুরু ফরিদের নামের ভনিতাই যোজনা করিয়াছেন। সেখ ভিকন ইহার কিয়ৎকাল পরবর্ত্তী, বাদশাহ আকবরের রাজত্বের প্রথমভাগে দেহরক্ষা করেন। অন্যান্য ভক্তগণের পরিচয় বিভিন্ন ভক্তমাল গ্রন্থে প্রদত্ত আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গদেশের জয়দেব, মহারাষ্ট্রের নামদেব ইত্যাদি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রদেশেরই ভক্তগণের রচনা নির্ব্বিশেষে গ্রন্থসাহেব মধ্যে শ্রীঅর্জ্জুনজী গ্রথিত করিয়াছেন।

শ্রীগ্রন্থসাহেবে শবদ সমূহ গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত, এজন্য তাহারা তাহাদিগের রচয়িতা গুরু অথবা ভক্তগণের নামানুসারে গ্রথিত না হইয়া একত্রিশটি রাগের অনুসারে সজ্জিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই শিখগণের নিত্য প্রত্যূষে পাঠ্য 'রহিরাস' এবং শয়নকালে পাঠ্য 'সোহিলা' নামে দুইটি গুচ্ছ, সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশটী বাণী রহিয়াছে। তৎপর হইতে এক একটি রাগের নামানুসারে এবং তাহার অভ্যন্তরে রচয়িতাগণের নামানুসারে শবদসমূহ সজ্জিত হইয়াছে। প্রথমেই শ্রীরাগ; শ্রীরাগের শবদসমূহ মধ্যে প্রারম্ভেই প্রথম গুরু (মহলা ১) গুরু নানকজী রচিত বাণীসমূহ, পরে দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদজী (মহলা ২) রচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শবদ, এইরূপে গুরুগণের ক্রম অনুসারে গ্রথিত আছে; শ্রীরাগে গীত বাণীসমূহ মধ্যে আবার অষ্টপদী, ছংত ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দ অনুসারে গুরুগণের ক্রমানুযায়ী বাণীসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে। তদনন্তর ভক্তগণের রচিত শ্রীরাগে গীত পদাবলী রহিয়াছে। শ্রীরাগের পরে 'মাঝ' রাগে রচিত বাণীসমূহ ঐরূপ গুরুগণের ক্রমানুযায়ী সজ্জিত আছে। এইরূপে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে একত্রিশটী রাগের শবদসমূহ শ্রীগ্রন্থ সাহেবে গ্রথিত আছে। যথা:—শ্রীরাগ, রাগমাঝ, গৌড়ী, আশা, গূজরী, দেবগংধারী, বিহাগড়া, বড়হংস, সোরঠ, ধনাসরী, জৈতসরী, টোড়া, বৈরাড়ী, তিলংগ, সূহী, বিলাবল, গোংড, রামকলী, নটনারাইন, মালীগৌড়ী, মারূ, তুখারী কেদার, ভৈরো, বসংত, সারংগ, মলার, কাণড়া, কল্যাণ, প্রভাতী, জৈজাবংতী। ইহার পরে শ্লোক, গাথা প্রভৃতি এবং সর্ব্বশেষ "রাগমালা" নামে একটি অধ্যায় আছে।

গ্রন্থ সাহেবের শবদ সমূহ বিভিন্নকালে, বিভিন্নদেশে এবং বিভিন্ন কবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, সুতরাং যদিও অধিকাংশ শবদের ভাষা গুরুমুখী অর্থাৎ প্রাচীন পাঞ্জাবী ভাষার একটি বিশেষ শাখা, তাহা হইলেও ইহাতে প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাঞ্জাবী এবং মুলতানী প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতে রচিত পদাবলী রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত শবদ সমূহে, বিশেষতঃ ভক্তগণের বাণীতে হিন্দী, মারাঠী প্রাকৃত, পারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও শবদে সংস্কৃত শব্দ এবং কোনও কোনওটিতে আরবী শব্দের বাহুল্য বর্ত্তমান।

গ্রন্থসাহেবের উপাদান বাণীসমূহ সংগ্রহ করিয়া গুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী একটী একটী করিয়া আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, এবং তাঁহার প্রবীণ গুরুভ্রাতা ভাই গুরুদাসজী তাহা লিখিয়া লইতেন, এইরূপে সমগ্র গ্রন্থ সাহেব সংকলিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ "আদি গ্রন্থ সাহেব" নামে পরিচিত। পরে দশমগুরু শ্রীগোবিন্দ সিংজীর রচনাবলী সংগৃহীত হইয়া একখানি গ্রন্থ-সাহেব সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহা হইতে পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত গুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী সঙ্কলিত গ্রন্থকে "আদি গ্রন্থসাহেব" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সংবৎ ১৬৬ অব্দে (খৃষ্টাব্দ ১৬০৪) এই আদি গ্রন্থ-সাহেব লেখা সমাপ্ত হইয়া যায়। কথিত আছে যে গুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী এই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, তৈল জলের উপরে যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছড়াইয়া পড়ে; সেইরূপ শ্রীগুরু গ্রন্থসাহেব বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া পৃথিবীময় ব্যপ্ত হইয়া পড়ুক।

বঙ্গভাষায় গ্রন্থ সাহেবের প্রারম্ভে অবস্থিত "জপজী" সাহিবের বহুদিন হইল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পূজনীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় গদ্যে এবং পূজনীয় কিরণচাঁদ দরবেশজী পদ্যে জপজীর অনুবাদ বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। পঞ্চমগুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী রচিত "সুখমণী" নামে গ্রন্থ সাহেবের এক অংশও তাহারা উভয়েই বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থে **জপজী সাহেব, রহিরাস ও সোহিলা** একত্রে এই তিনটি অংশের সটীক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। অনুবাদ কার্য্যে প্রধান অবলম্বন হইয়াছে ফরিদকোট রাজ্য হইতে প্রকাশিত বিস্তৃত টীকা সংবলিত গ্রন্থসাহেবের সর্ব্বপ্রধান মুদ্রিত সংস্করণ। ফরিদকোটরাজের আগ্রহে প্রবীণ এবং গ্রন্থ সাহেবের অর্থে অভিজ্ঞ বহু জ্ঞানীগণ সংমিলিত হইয়া যে সুবৃহৎ টীকা রচনা করিয়াছেন তাহাই গ্রন্থ সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ব্যাখ্যা। ম্যাক্স আর্থার ম্যাকলিক্ নামে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল পরিশ্রম পূর্ব্বক শিখ জ্ঞানীদের সাহায্যে যে উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতেও বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু তিনি গ্রন্থ সাহেবের সমুদয় বাণীর অনুবাদ করেন নাই, এবং অনেকস্থান তাহাকে ভাবার্থের অনুবাদ করিতে হইয়াছে। তিনি বাণীগুলি যেভাবে মূল গ্রন্থ সাহেবে গ্রথিত আছে, সেই নিয়মে না সাজাইয়া গুরুগণের এবং ভক্তগণের এক একজনের নামানুসারে সজ্জিত করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি যখন অনুবাদ করিয়াছেন তখন ফরিদকোটের অনুবাদ প্রকাশিত না হওয়াতে তিনি ইহার মূল্যবান টীকা ব্যবহারের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গোসাইজীর প্রশিষ্য শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দাঁ এম্-এ, বি-এল্, মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রন্থসাহেবের অনুবাদ বিষয়ে আমি নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি।

দৃষ্টিশক্তিহীন বৃদ্ধ জরাজীর্ণ অবস্থায় অসমসাহসিকতার কাজে প্রবৃত্ত হইয়া আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদ সকল স্থানেই যে বাণী সমূহের রচয়িতা গুরু এবং ভক্তগণের সঠিক অভিপ্রায় যথাযথভাবে বঙ্গভাষায় অভিব্যক্ত করিতে পারিয়াছি এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরসা হইতেছে না। গ্রন্থ সাহেবের ভাষায় অভিজ্ঞ পাঠকগণ দয়া করিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখাইয়া দিলে পুনরায় মুদ্রিত করিবার সময়ে সংশোধিত করিয়া লইতে পারা যাইবে।

সন ১৩৬৪ }
আশ্বিন }

বিনীত
অনুবাদক।

গুরুমুখী ভাষায় লিখিত পৌড়ী (কবিতা) আবৃত্তি বা উচ্চারণের সাধারণ বিধি—

শব্দের অন্তস্থিত হ্রস্ব স্বর আবৃত্তিকালে উচ্চারণ করিতে হয় না। দৃষ্টান্ত যথা :—সতি=সত্, নামু=নাম্, গুরু=গুর্, এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়। অর্থাৎ পাঠের সময়ে সাধারণতঃ হ্রস্ব ইকার ও হ্রস্ব উ কার উচ্চারণ করা হয় না কিন্তু লিখিত ভাষায় তাহা উল্লেখ করিতে হয়।

গুরুমুখীতে অন্তস্থ ব্র এর উচ্চারণ বিশেষভাবে আবৃত্ত হয়, যথা—১ম পৌড়ীতে "লখব্রার"কে উচ্চারণের সময় "লখওয়ার" উচ্চারণ করিতে হয়। "ব্রাগুরু" উচ্চারণ "ওয়াগুর্" এইরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

বঙ্গানুবাদ

প্রথম খণ্ড

শ্রীজপজী, রহিরাস ও সোহিলা

বীজমন্ত্র

১ওঁ সতি নামু করতা পুরখু নিরভউ নিরবৈরু ॥
অকাল মূরতি অজুনি সৈভং গুর প্রসাদি ॥ জপু ॥

অনুবাদ

এক ওঙ্কার, এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ওঙ্কার পদবাচ্য। সৎ তাঁহার নাম। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি পুরুষ। তিনি ভয়রহিত। তিনি বৈররহিত। তাঁহার মূর্ত্তি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। তিনি অযোনি সম্ভব। তিনি স্বয়ম্ভূ। তাঁহাকে গুরুকৃপায় জপ কর।

ব্যাখ্যা

শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিবের প্রারম্ভে গুরু শ্রীনানকজী ধর্ম্মের বীজমন্ত্র স্বরূপে এই মন্ত্রটী প্রকাশ করিয়াছেন। এই বীজমন্ত্রের পরবর্ত্তী আটত্রিশটী পৌড়ী এবং একটি শ্লোক সম্বলিত-সমগ্র অংশের নাম "জপ"। ইহাতে সম্মানসূচক "জী" এই পদটী যোগ করা হইয়াছে। এই 'জপজী সাহিব' প্রতিদিন প্রাতঃসময়ে আবৃত্তি করিতে হয়। জপজী সাহিবের অব্যবহিত নয়টী বাণীর নাম "রহিরাস"। ইহা সূর্য্যাস্ত সময়ে আবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহার পরবর্ত্তী পাঁচটি বাণী 'সোহিলা' অর্থাৎ শয়ন বেলাতে আবৃত্তি করিতে হয় বলিয়া এই অংশের নাম 'সোহিলা' সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপজী হইতে সোহিলা পর্য্যন্ত শ্রীগ্রন্থসাহিবের সমুদয় অংশ প্রতিদিন বিভিন্ন সময়ে আবৃত্তি হইয়া থাকে। বীজমন্ত্রে গুরু শ্রীনানকজী পরমেশ্বরের যে স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহা বৈদিকশাস্ত্রে, বিশেষতঃ বেদের উপনিষদ্‌ভাগে প্রতিপাদিত ব্রহ্মের সহিত এক এবং অভিন্ন।

১। ১ওঁঃ—ইহার উচ্চারণ 'এক ওঙ্কার'। এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর ওঙ্কার পদবাচ্য। ওঙ্কার ব্রহ্মের স্বরূপ এবং এই প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার জপদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়। এই তত্ত্ব উপনিষদের বহুস্থলে কীর্ত্তিত রহিয়াছে এবং গুরুগ্রন্থ সাহিবের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গুরুগণকর্ত্তৃক ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। গুরু শ্রীনানকজী তাঁহার রচিত অনেক বাণীতে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। গুরু গ্রন্থসাহিবের রামকলী রাগে তাঁহার রচিত "দখণী ওঁকার" নামধেয় বাণীতে প্রথমেই বলিয়াছেন ঃ—

ও অংকারি ব্রহ্মা উতপতি ॥ ও অংকারু কীআ জিনি চিতি ॥
ও অংকারি শৈলযুগ ভত্র ॥ ও অংকারি বেদ নিরমএ ॥
ও অংকারি সবদি উধরে ॥ ও অংকারি গুরুমুখিতরে ॥
ও নম অখর সুনহ বীচারু ॥ ও নম অখর ত্রিভুবন সারু ॥

ওঁকার হইতে উৎপত্তি হইয়াছে ব্রহ্মার, যিনি চিত্তে ওঁকারকে ধারণ করিয়াছিলেন। ওঁকার হইতে শৈল এবং যুগ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। "ওঁকার হইতে বেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ওঁকার এই শব্দ অর্থাৎ মন্ত্র জপদ্বারা উদ্ধার হইয়া যায়। গুরুমুখী অর্থাৎ গুরুর জন ওঁকার দ্বারা তরিয়া যায়। ওঁকার এই অক্ষর শ্রবণ কর এবং হৃদয়ে বিচার কর। ওঁকার এই অক্ষর ত্রিভুবন সার।" তৃতীয় গুরু শ্রীঅমর দাসজী কহিয়াছেন "ও অংকারি সভ স্রিসটি উপাই" 'ওঁকার হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদয় সৃষ্টি রচনা হইয়াছে' (রাগ মারু সোলহে মহলা ৩, ২।৪।২৮)। পঞ্চমগুরু শ্রীঅর্জুনজী ওঁকার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়া বলিয়াছেন :—

ও অংকারি উতপতী ॥ কীআ দিনসু সভরাতী ॥
বণু ত্রিণু ত্রিভবণে পাণী ॥ চারি বেদ চারে খাণী ॥
খংড দীপ সভি লোআ এক কবাবৈতে সভি হোআ।

(রাগ মারু মহলা ৫, ঘর ৪, ১।১।১৭)

ওঁকার হইতে উৎপত্তি হইয়াছে দিন এবং রাত্রি করিয়াছেন। বন, তৃণ, ত্রিভুবন ও জল, চারিবেদ, চারিখনি (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার জীবের উৎপত্তিস্থান), খণ্ড অর্থাৎ দেশ সমূহ, সপ্তদ্বীপ, সবলোক এই সমুদয় একই শক্তি হইতে হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ সাহিবের বহুস্থানে ওঁকারের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদ সমূহে এবং পুরাণাদিতে ওঁকার ব্রহ্মস্বরূপ এবং ইহার আবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে ইহা বহুস্থানে বর্ণিত আছে। যথা, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ (১।৮) "ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈ বো পাপ্নোতি।" অর্থাৎ "ওম্ এই পদটীই ব্রহ্ম, কারণ ওম্ই সর্ব্বাত্মক। ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের পূর্ব্বে ওম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" প্রশ্নোপনিষৎ (৫।২)। এতৎ বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনে-নৈকতরমন্বেতি অর্থাৎ হে সত্যকাম যাহা ওঁকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ। সেইহেতু বিদ্বান্ লোক এই আশ্রয়াবলম্বনেই উভয়ের মধ্যে একটি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

পুনরায় প্রশ্নোপনিষদ্ (৫।২।৭) তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্ত-মজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি। অর্থাৎ বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কারাবলম্বন দ্বারাই সেই যে শান্ত অজর অমৃত ও অভয় পরব্রহ্ম তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রারম্ভে (১।১।১) ওমিত্যেতদক্ষর মুদ্‌গীথ-মুপাসীত ইত্যাদি সমগ্র প্রথম প্রপাঠক ইহারই ব্যাখ্যা ও বর্ণনা। মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।১। অর্থাৎ এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ওম্ এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং ত্রিকালাতীত আরও যাহা কিছু আছে তাহাও এই ওঙ্কার স্বরূপই। এই আরম্ভ করিয়া সমগ্র মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌ই ওঙ্কারের বর্ণনা।

কঠোপনিষদ্ কহিতেছেন ঃ—

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি।
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি ॥
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥১।২॥১৫।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম হ্যেতদেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥১৬॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্!
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৭॥

অর্থাৎ সমস্ত বেদ যাহাকে পদ বা প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সমস্ত তপস্যা যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে এবং সাধুগণ যাহা পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি,—ওম্‌ই সেই পদ ॥১৫॥ এই অক্ষরই প্রসিদ্ধ (অপর) ব্রহ্ম স্বরূপ এবং এই অক্ষরই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম স্বরূপ। এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয় ॥১৬॥ এই অক্ষর ওঁকারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন (ধ্যানের বিষয়)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আলম্বনই পর। এই ওঙ্কারকে অবলম্বন, অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয়॥১৭॥ মুণ্ডকোপনিষৎ (২৷২৷৪) কহিতেছেন—প্রণবো ধনুঃশরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ অর্থাৎ প্রণব ধনু, স্বয়ং চিদাভাস আত্মা তাহার শর আর পরব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বলিয়াছেন। প্রমাদহীন-মনোযোগী হইয়া সেই লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য শরের ন্যায় তন্ময় (লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্র হইতে হইবে)। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই একই কথা:—ধনুর্হি তস্য প্রণবং পঠন্তি শরং তু জীবং পরমেব লক্ষ্যম্॥ (৭৷১৫৷৪২) শ্রীমদ্‌ভাগবতে আরও আছে:—

ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঙ্কারাধ্যঞ্জিতস্পর্শ-স্বরোধান্তস্থ ভূষিতাম্ ॥৩৯॥
বিচিত্রভাষা বিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত ১২. ৬, ৩৭-৪৩ এই ওঙ্কারের বর্ণনা আছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাতেও (৮.১৩) আছে "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্" এবং "গিরামস্ম্যেকমক্ষরং" (১০.২৫)। ওঁকারের মাহাত্ম্য এইরূপ বেদ, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদিতে বহু বহু স্থানে বর্ণিত আছে।

বেদে ওঙ্কারের পূর্ব্বে ১ এই সংখ্যাবাচক অক্ষর নাই। গুরু নানক ইহা ওঙ্কারের সহিত কেন যোগ করিয়াছেন, ইহার উত্তরে শ্রীগ্রন্থসাহিবের টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বেদে সমুদয় বর্ণের স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে ওঁ উচ্চারণ করিবার আদেশ নাই। সুতরাং কি করা যায়, ওঁকারও উচ্চারণ করিতে পারিবে অথচ বেদের আদেশ লঙ্ঘন না হয় এই বিবেচনা করিয়া পরমগুরু শ্রীনানকজী 'ওঁ' এর পূর্ব্বে এক আবরণ অর্থাৎ পরদা দিলেন—'১ওঁ'। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'১ওঁ' উচ্চারণে দোষ নাই, সকলেই বলিতে পারে, যেমন বাল্মীকিকে 'রাম' মন্ত্র উল্টা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (ফরিদকোট হইতে মুদ্রিত শ্রীগ্রন্থসাহিব, পৃষ্ঠা ১১)।

২। **সতি নামু**—সৎ তাহার নাম। অস্তীতি সৎ—যাহা আছে তাহাই সৎ শব্দবাচ্য ; যাহার ধ্বংস নাই, বিনাশ নাই, পরিবর্ত্তন নাই, অনন্ত কালেও যাহা একরস, একরূপেই আছে ও থাকিবে তাহাই সৎ। এক অদ্বিতীয় ওঁকার পদবাচ্য ব্রহ্ম আছেন, সৎ তাঁহার নাম। পঞ্চম গুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী যিনি গুরু গ্রন্থ সাহিবের সংকলন করিয়াছেন তিনি তাঁহার একটি বাণীতে কহিয়াছেন—"কিরতম নাম কথে তেরা জিহ্বা। সৎ নাম তেরা পরা পূরবলা॥" "হে প্রভু, তোমার যত নাম জিহ্বা অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কহা যায় সে সকলই কৃত্রিম। সৎ এই নামই তোমার পর অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রাচীন" (রাগমারু যোলহে অর্থাৎ ষোড়শপদী নং ১১, পদ ২০১)।

ঋগ্‌বেদে সৎশব্দ পরম পুরুষকে বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা :—"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি—অগ্নিং যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ" এক অদ্বিতীয় সত্তা যিনি সৎনাম বাচ্য তাহাকে ঋষিগণ অনেক প্রকার বলিয়াছেন, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) ইত্যাদি (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬) ; ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৬. ২. ১) কহিতেছেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্," "হে সৌম্য, অগ্রে অর্থাৎ আদিতে সৎ মাত্র ছিলেন, তিনি এক, অদ্বিতীয়"। ছান্দোগ্যে (৬. ৮. ৪) আরও আছে "সন্মূলাঃ সৌম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎ প্রতিষ্ঠাঃ", হে সৌম্য, এই সমস্ত জন্য পদার্থ সৎ-মূলক অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সদায়তন, অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত এবং সৎপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ প্রলয়কালেও সৎব্রহ্মেই বিলীন হয়। কোনও কোনও টীকাকার কহিয়া থাকেন যে গ্রন্থসাহেবে সৎশব্দ উপলক্ষণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা 'চিৎ' এবং 'আনন্দ'কেও বুঝাইতেছে সুতরাং এক সৎ শব্দ দ্বারাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

৩। **করতা**ঃ—যিনি সৃষ্টি করেন, অথবা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (৩।১) কহিতেছে,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম" যাহা হইতে এই সমস্ত ভূতসমূহের জন্ম হয়, যাহা দ্বারা ইহারা জীবিত অবস্থায় রক্ষিত হইয়া থাকে, প্রলয়কালে যাহাতে লয় হইয়া যায়, তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাই ব্রহ্ম,"। উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তসূত্রে মহর্ষি বাদরায়ণ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্র করিয়া, দ্বিতীয় সূত্রেই বলিতেছেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি এবং লয় হইয়া থাকে তাহাই ব্রহ্ম"। মুণ্ডকোপনিষদে (৩. ১. ৩) এই কর্ত্তা পদটিই ব্রহ্মের পরিচায়করূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা ঃ—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

৪। **পুরুষ**ঃ—বৈদিক কাল হইতে পুরুষ শব্দে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে বুঝায়। ঋগ্‌বেদের সুপরিচিত পুরুষ সূক্তে (১০, ৯০), ষোড়শ ঋক্ দ্বারা পুরুষের বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার দ্বিতীয় ঋক্‌মন্ত্রে আছে "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্ যদ্‌ভূতং যচ্চ ভাব্যম্," পুরুষই এই সমস্ত, যাহা কিছু পূর্ব্বে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবই একমাত্র পুরুষ। বেদের পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মহামুনি যাস্ক-নিরুক্তে ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়াছেন, যথা—পুরুষঃ পুরিষাদঃ পুরিশয়ঃ, পূরয়তের্বা পূরয়তি অন্তরম্ ইতি অন্তরপুরুষমভিপ্রেতম্ "জিনি পুরে অর্থাৎ জীব শরীরে অথবা চরাচর বিশ্বে আসীন হইয়া অথবা শয়ন করিয়া আছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিই পুরুষ, অথবা পূরি ধাতু হইতে পুরুষ শব্দ, নিষ্পন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া 'সমস্ত জগতের অন্তরে যিনি পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তিনি পুরুষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপে যাস্ক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে এই উক্তিটী উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তে নেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ।৩॥৯॥ "যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছু নাই এবং যদপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম বা মহান্ কিছুই নাই, এক অদ্বিতীয় এবং যিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল ভাবে স্বপ্রকাশ, নিজ মহিমায় (দিবি) অবস্থিত সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে॥ শ্রীমদ্ভাগবতেও (৭. ১৪. ৩৭) পুরুষ শব্দের যাস্কপ্রোক্ত অর্থ দেওয়া হইয়াছে ঃ

পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পরেষু পুরুষোহ্যসৌ ॥

তাঁহা কর্ত্তৃক নর, তির্য্যক্, ঋষি এবং দেবতারূপ বহু পুর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সকল পুরে অর্থাৎ শরীরে প্রত্যগাত্মরূপে শয়ন করিয়া আছেন এই হেতু তিনি পুরুষরূপে আখ্যাত হইয়াছেন।

মুণ্ডকোপনিষদ্ (২. ১. ১০) কহিতেছে, "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম, তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্ যো বেদনিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রস্থিং বিকিরতীহ সৌম্য ॥শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতাতে (১১.১৮) আছে, "ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতোমে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদের সময় হইতে পুরুষ শব্দ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে।

৫। নিরভউ—নির্ভয়, ভয়রহিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১. ৪. ২.) আছে, "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" দ্বিতীয় অপর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী সত্তা থাকিলে তবে ভয় হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১. ২. ৩৭) আছে "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্যাৎ”, দ্বিতীয় কোনও সত্তাতে অভিনিবেশ হইতে ভয় জন্মিতে পারে। কিন্তু পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয় শক্তিমান্, তাহার সমান অথবা তাহা হইতে অধিক শক্তিমান কেহ নাই, যথা—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬.৮) “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চদৃশ্যতে,।” তাহার সমান অথবা তাহা হইতে অধিক কাহাকেও দেখা যায় না। গীতা (১১. ৪৩) বলিতেছে—“ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাবঃ”, তোমার সমান কেহ নাই, তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কে কোথায় থাকিতে পারে, এই ত্রিলোক মধ্যে তুমি অপ্রতিম প্রভাব সুতরাং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। পরন্তু তাঁহার ভয়েতেই জগতে চন্দ্র, সূর্য্য এবং লোকপালগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে। যথা—ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ (কঠোপনিষদ্ ৬. ৩)। ভীষাঽস্মাদ্ বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ (তৈত্তিরীয়ঃ ২.৮)। শ্রীমদ্ভাগবতে একই কথা আছে (৩.২৯, ৪০-৪৫)। গুরু নানকও কহিতেছেন, “ভৈ বিচি কই সদ কাউ”। আসাদি বার শ্লোক ৪।

পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু বহিতেছে। লক্ষ নদী বহিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, ধরিত্রী ভয়ে দাবিয়া আছেন, ভয়ে ইন্দ্র মস্তকে জলের ভার লইয়া ফিরিতেছে, ভয়ে ধর্মরাজ তাঁহার দ্বারে বসিয়া আছে, ভয়ে সূর্য্য এবং চন্দ্র কোটি কোটি ক্রোশ অন্তহীন পথে চলিতেছে, ভয়েতে সিদ্ধ, বুদ্ধ, সুর এবং নাগগণ, ভয়ে নক্ষত্রগণ ও আকাশ, ভয়ে মহাবলবান্ ও বীরগণ, ভয়েই মনুষ্যগণ আসে যায়, সকলেরই মস্তকে ভয় লিখিয়া দিয়াছেন, নিরংকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরই একমাত্র নির্ভয়।

৬। **নিরবৈরু** :—নির্বৈর, বৈররহিত। পরমেশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয় সত্তা, তাঁহার কাহারও সহিত বৈরভাব থাকিতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তিনি স্বরূপতঃ নির্বৈর সুতরাং যাহারা সর্ব্বভূতে বৈররহিত তাহারা তাঁহার সহিত তদাত্ম্য লাভ করে। যথা—নির্বৈর সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ (গীতা ১১. ৫৫)।

৭। **অকাল-মুরতি** :—পরমেশ্বরের মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বরূপ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬. ১৬ ; ৬. ২) তাঁহাকে বলিতেছে "কালকাল" অর্থাৎ কালেরও কাল, তিনি কালেরও অন্তকারী, কাল তাঁহার অন্ত করিতে পারে না। কঠোপনিষদ (১. ২. ২৪) বলিতেছে "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্" যে মৃত্যু সকলকে ভক্ষণ করে সেই মৃত্যু তাঁহার অন্নের উপকরণ স্বরূপ অর্থাৎ ...মৃত্যুকে তিনি অবলীলাক্রমে ধ্বংস করেন। গ্রন্থসাহেবে এইজন্য পরমেশ্বরকে অকাল পুরুষ এই নাম দ্বারা প্রকাশিত করা হইয়াছে।

৮। **অজুনি** :—অযোনি সম্ভব ; যিনি কোনও মাতৃগর্ভ সম্ভূত নহেন ; জন্মরহিত, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬.৯) কহিতেছে, "ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা।" ইহার কেহ জন্মদাতা নাই।

৯। **সৈভং** :—স্বয়ম্ভু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬. ১৬) কহিতেছে, "স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদ্ আত্মযোনিঃ" তিনি আপনা হইতে আপনি জন্মিয়াছেন। কেহ কেহ সৈভং শব্দটাকে স্বয়ংভ ধরিয়া স্বয়ং জ্যোতি স্বপ্রকাশ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

১০। **গুরুপ্রসাদ** :—প্রসাদ, প্রসন্নতা, কৃপা। গুরুর কৃপাতে এই মন্ত্র এবং মন্ত্রবাচ্য পরমেশ্বরকে লাভকরা যায়। এইটী গুরু শ্রীনানকজী প্রদর্শিত ধর্ম্মের মূলসূত্র। গুরুগ্রন্থ সাহেবের অধিকাংশ বাণীতেই এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে স্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অকাল পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। গুরুর কৃপা ব্যতীত ঈশ্বর লাভ হইতে পারেনা। উপনিষদেও সুস্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে গুরুর নিকট যাইতে হইবে। যথা মুণ্ডকোপনিষদে (১।২।১২) "তৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬.২৩) কহিতেছে, "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। যাহার দেবে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি পরাভক্তি এবং দেবে যেইরূপ গুরুতেও ঠিক সেইরূপ ভক্তি তাহার নিকটে মহাত্মাগণ সমুদয় জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকেন"। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৬,১৪.২) কহিতেছে "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ", আচার্যবান্ পুরুষ আত্মাকে জানিতে পারে। ছান্দোগ (৪.১৪.১) কহিতেছে, "এষা সৌম্য তেঽস্মদ্ বিদ্যাত্মবিদ্যাচ আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্ত"।

বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে (৪.৪.১০) গুরুপ্রসাদ এই কথাটিই গুরুর প্রসন্নতা, গুরুর কৃপা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১১। জপুঃ—জপ কর। এই বীজমন্ত্রটি গুরুকৃপায় লাভ করিয়া জপ কর। গুরুমুখ হইয়া অর্থাৎ গুরুর অনুগত হইয়া গুরুপদেশ অনুসারে পরমেশ্বরের নাম জপ করা উপাসকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা গ্রন্থসাহেবে সর্ব্বত্র বারবার উপদিষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বরের নাম জপদ্বারা তাঁহার উপাসনা করা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রায় সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে; এমন কি ঋগ্‌বেদেতে বিষ্ণুর নাম জপের মহিমা ব্যক্ত হইয়াছে। যথা, "আস্য নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে" (ঋগ্বেদ ১,১৫৬,৩)। ইহার ব্যাখ্যা শ্রীযুক্ত জীব গোস্বামিপাদ এইরূপ করিয়াছেন; "হে বিষ্ণো তব নাম চিৎ, চিৎস্বরূপম্ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তস্মাদ্ অস্য নাম্নঃ আ ঈষদ্ অপিজানন্তঃ ন তু সম্যগ্ উচ্চার মাহাত্ম্যাদি পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তা ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষর মাত্রাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে", ভগবৎ সন্দর্ভঃ ১। "হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ এবং মহঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। সুতরাং ইহার মহিমা স্বল্পমাত্র জানিলেও অর্থাৎ উচ্চারণাদি সম্যক্ অবগত না হইয়া বিবক্তা, কেবল বলিতে পারিলেও অর্থাৎ কেবল অক্ষর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র উচ্চারণ করিলেই আমরা সুমতি অর্থাৎ তোমায় ভক্তি লাভ করিতে পারিব। এই ঋক্‌মন্ত্রটী জানাইতেছে যে, বিষ্ণুর নাম চিৎপদার্থ, জড় বস্তু নহে এবং স্বপ্রকাশ সুতরাং নামীর সহিত অভিন্ন এবং এই নাম জপদ্বারাই মূর্খজনেও তাহার ভক্তি লাভ করিতে পারে।

উপনিষদ্ হইতে উপরি উদ্ধৃত বাক্য সমূহ দ্বারা দেখা যায় যে, ব্রহ্মের প্রতীক প্রণবের জপের কথা সর্ব্বত্রই উপদিষ্ট হইয়াছে এবং পুরাণে নাম জপ মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে ইহা সর্ব্বজন বিদিত। গুরু শ্রীনানকজী এবং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য উভয়েই পরমেশ্বরের নাম সঙ্কীর্ত্তন ভক্তিলাভের পরম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

আদি সচু জুগাদি সচু ॥
হৈভী সচু নানক হোসী ভী সচু ॥

অনুবাদ

আদিতে সত্য ছিলেন, যুগের আদিতে সত্য ছিলেন, বর্ত্তমান্ কালেও সত্য রহিয়াছেন, নানক কহিতেছেন, ভবিষ্যতেও সত্য থাকিবেন।

টীকা

সচু, সত্য ; সত্য শব্দের অর্থ, যাহা ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ত্রিকালেই একরূপেই আছে, যাহার কোনও পরিবর্ত্তন বা বিনাশ নাই। আদি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অকাল পুরুষ পরমেশ্বর ছিলেন, যুগাদিকালে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি ছিলেন। হৈভী সচ্—হৈ=আছে শব্দ বর্ত্তমান কাল জ্ঞাপক, বর্ত্তমান কাল অর্থাৎ সৃষ্টি চক্র যখন চলিতেছে, সমস্ত জগতের স্থিতিকালেও পরমেশ্বর সত্য। হোসি=ভবিষ্যৎ কাল বাচক ক্রিয়া পদ। ভবিষ্যৎ কালেও অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তেও, সমস্ত জগতের প্রলয় কালেও গুরু শ্রীনানক কহিতেছেন, পরমেশ্বর সত্য থাকিবেন।

'জপ' শব্দের পূর্ব্বে যে মন্ত্রটী রহিয়াছে—টীকাকারগণ তাহার নাম দিয়াছেন গুরুমন্ত্র এবং পরে যেটি আছে তাহার নাম শিরোমন্ত্র। জপ শব্দ উভয়ের সহিতই যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ গুরু শ্রীনানকজী উভয় মন্ত্রই জপ করিতে উপদেশ দিতেছেন। কেহ কেহ কেবল পূর্ব্বেরটী এবং কেহ বা মাত্র পরেরটীর সহিত যোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু উভয় অংশের সহিতই তাহার যোগ সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীজপজী

পৌড়ী ১॥

সোচৈ সোচি ন হোৱঈ জে সোচী লখৱার ॥
চুপৈ চুপ ন হোৱই জে লাই রহা লিৱতার ॥
ভুখিআ ভুখ ন উতরী জে বংনা পুরীআ ভার ॥
সহস সিআণপা লখ হোহি ত ইক ন চলৈ নালি ॥
কিৱ সচিআরা হোঈঐ কিৱ কূড়ৈ তুটৈ পালি ॥
হুকমি রজাঈ চলনা নানক লিখিয়া নালি ॥১॥

অনুবাদ

শৌচদ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না। যদিও লক্ষবার শৌচ করা যায়, (অথবা) চিন্তাদ্বারা পরমেশ্বরের ধারণা করা যায় না যদি লক্ষবারও চিন্তা করা যায়।

চুপ করিয়া অর্থাৎ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিলেও মনের সংকল্প বিকল্পের চুপ অর্থাৎ নিবৃত্তি হয় না। যদিও চিত্তবৃত্তিকে একতার করিয়া, একাগ্রতার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সেই মৌন ব্রতের সহিতই লাগাইয়া রাখা যায়।

বিষয় বাসনারূপ ক্ষুধায় যে ক্ষুধিত তাহার বুভুক্ষা নিবৃত্ত হয় না, যদিও সপ্তপুরীর ভূরাদি সপ্তলোকের ঐশ্বর্য্য তাহার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া যায়।

সহস্র সহস্র অথবা লক্ষ লক্ষ প্রকারের চতুরতা অর্থাৎ বিষয় বুদ্ধি প্রয়োগ করিলেও তাহাদের একটিও তাহার সঙ্গে যায় না, অর্থাৎ ঈশ্বরনিষ্ঠা অথবা ভগবৎ প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাহায্য করেনা। কি প্রকারে ঈশ্বরের নিকট সত্য হইতে পারা যায়? কি প্রকারে মিথ্যার আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলা যায়? নানক কহিতেছেন, পরমেশ্বরের আদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানিয়া লইয়া চলিতে হইবে; সেই আদেশ জীবের সঙ্গেই লেখা আছে অর্থাৎ প্রতি জীবের অদৃষ্ট ফলকে পরমেশ্বর তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

টীকা

সোচৈ—ইহা সংস্কৃত শৌচ শব্দ হইতে হইয়াছে ধরিলে এক প্রকার অর্থ হইতে পারে। আবার হিন্দী "সোচ্", চিন্তা করা অর্থ ধরিলে অন্য প্রকার। গুরুমুখীতে "শ" ও "স" এর কোন পার্থক্য না থাকায় এই উভয় প্রকার অর্থই হইতে পারে। ভাবার্থ এই যে, বাহিরের স্নানাদি শৌচদ্বারা চিত্ত, রাগ দ্বেষাদি মল বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বর নিষ্ঠার উপযোগী হয় না। জেঃ—যদি।

চুপৈ :—চুপ করিয়া থাকিলে, মৌণী হইলে। লাই রহা লিব্‌তার :—একতার হইয়া, তৈল ধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে; লিব অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে চুপ করিয়া থাকা অর্থাৎ মৌনব্রতের প্রতি লাগাইয়া রাখিলে। ভাব এই যে, বাহিরে অত্যন্ত একাগ্রতার সহিত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিলেও মনের চঞ্চলতার নিবৃত্তি হইয়া চিত্তে একান্তভাবে ঈশ্বরনিষ্ঠা হয় না। ভুখ :—ক্ষুধা। ভুখিআ :—ক্ষুধার্ত্ত। পুরী আ ভার :—সপ্তপুরী অর্থাৎ সপ্তলোকের ঐশ্বর্য্য; সপ্তপুরী :—ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহ জনঃ তপঃ সত্য এই সপ্তলোক। 'পুরী আ ভার', কথাটীকে কেহ কেহ "লুচি পুরীর বোঝা" এই অর্থে লইয়াছেন; ভাব এই যে, যদিও প্রচুর খাদ্য অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু কাহারও সহিত বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তথাপি তাহার বিষয় বাসনার নিবৃত্তি হয় না। সহস=সহস্র। সি-আণপা, চতুরতা। নালি=সহিত। ইক ন চলৈ নালি=একটিও সঙ্গে যায় না অর্থাৎ সহায় স্বরূপ হয় না। অথবা অন্তকালে সঙ্গে যায় না। কিব=কি প্রকারে। সচি আরা=সত্যের আলয়, সত্যবান্, সত্যনিষ্ঠ। কূড়ৈ=মিথ্যা। তুটৈ=ছিন্ন করা যায়। পালি=আবরণ। হুকমি=হুকুমে, আদেশে, ইচ্ছাতে। রজাঈ=রজাবালা=পরমেশ্বর (পঞ্চগ্রন্থি, সাহিবসিং)। রজাঈ=রাজি হইয়া, মানিয়া লইয়া। নানক=নানক কহিতেছে; সকল বাণীতেই এই প্রকার "নানক" পদের ভণিতা রহিয়াছে; ইহার অর্থ "নানক কহিতেছে"। লিখিআ নালি=সঙ্গেই লেখা আছে। পরমেশ্বরের হুকুম কি প্রকার তাহার উত্তরে শ্রীনানকজী কহিতেছেন। "লিখিআ নালি" তাহা সঙ্গেই লেখা আছে; ভাব এই যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত জীবকে যেভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের পথে চলিতে হইবে তাহা পরমেশ্বর তাহার অদৃষ্টফলকে লিপিবদ্ধ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে জীব কখনও সুখ ভোগ করে, কখনও দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু এই সুখ ও দুঃখ সমস্তই তাহার হুকুম, তাঁহার ইচ্ছা মনে করিয়া প্রসন্ন চিত্তে ভোগ করিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ চলিলেই ভগবানের নিকট সত্য হওয়া যাইবে। ১।

পৌড়ী ২।

হুকমু হোৰনি আকার হুকমু ন কহিআ জাঈ।
হুকমী হোৰনি জীঅ হুকমি মিলৈ ৰড়িআঈ॥
হুকমী উতমু নীচু হুকমি লিখি দুখ সুখ পাঈ অহি॥
ইকনা হুকমী বখসীস ইকি হুকমী সদা ভৱাঈ অহি॥
হুকমৈ অংদরি সভু কো বাহরি হুকুম ন কোই॥
নানক হুকুমৈ জে বুঝৈ ত হউ মৈ কহৈ ন কোই॥২॥

অনুবাদ।

২। পরমেশ্বরের হুকুমে, আদেশে, ইচ্ছায় সকল পদার্থ আকার ধারণ করে। তাঁহার ইচ্ছাই আকার অর্থাৎ রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হয়। পরমেশ্বরের হুকুম বাক্যদ্বারা সম্যকরূপে বর্ণনা করা যায় না। পরমেশ্বরের হুকুম অনুসারেই জীব সৃষ্ট হয় এবং হুকুম অনুসারেই জীবের গৌরব লাভ হয়। পরমেশ্বরের হুকুম অনুসারেই কেহ উত্তম, কেহ অধম, কেহ উচ্চ, কেহ নীচ। আর অদৃষ্ট লিপিতে যে সুখ দুঃখ লেখা থাকে, তাহা পরমেশ্বরের হুকুম অনুসারেই জীব পাইয়া থাকে অর্থাৎ ভোগ করে। পরমেশ্বরের হুকুমে কেহ বখ্শিব্ কর্ম্মচক্রবিনির্মুক্তিরূপ পুরস্কার লাভ করে এবং তাহার হুকুম অনুসারেই কেহ কেহ নানা যোনি পরিভ্রমণ করে। সকলেই হুকুমের মধ্যে, পরমেশ্বরের হুকুমের অধীন। হুকুমের বাহিরে স্বতন্ত্র কেহই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানক কহিতেছে, এই হুকুম যদি বুঝিতে পারে, তাহা হইলে জীব "হউ মৈ"—"আমি আমি" এইরূপ অহংকার ব্যঞ্জক কথা বলিতে পারে না ॥২॥

টীকা

আকার=রূপ অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ। ৱড়িআঈ=মান, গৌরব, মহত্ত্ব। ইক্না=একজনেরা, কেহ কেহ। বখসিস=পুরস্কার, কৃপা, জন্ম মৃতুর চক্র হইতে মুক্তি। ভৱাঈঅহি=ভ্রমন করায় নানা যোনিতে। অংদরি=মধ্যে। জে=যদি। ত=তাহা হইলে। "হউ মৈ"; "হউ" এবং "মৈ" দুইটি কথারই অর্থ, 'আমি'; বাঙ্গলায় অনেক সময়ে এইরূপ অর্থে "আমি আমার" এইরূপ প্রয়োগ হয়; দর্শন গ্রন্থেও "অহং মম" অথবা "অহং তা মমতা" এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যাহার অর্থ অহঙ্কার। হুকমৈ জে বুঝৈ=ভাব এই, পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সমুদয় হইতেছে, এই জ্ঞান যখন জীবের হয় তখন সে আর "আমি আমার" এইরূপ ভাব মনে পোষণ করিতে পারে না, তখন কেবল "ত্বংহি ত্বংহি" ॥ ২ ॥

পৌড়ী ৩।

গাৱৈ কো তাণু হোৱৈ কিসৈ তাণু ॥১॥
গাৱৈ কো দাতি জাণৈ নীসাণু ॥২॥
গাৱৈ কো গুণ ৱডিআঈ আ চার ॥
গাৱৈ কো ৱিদিআ ৱিখমু ৱীচারু ॥
গাৱৈ কো সাজ করে তনু খেহ ॥
গাৱে কো জীঅ লৈ কিরি দেহ ॥
গাৱৈ কো জাপৈ দিসৈ দূরি ॥
গাৱৈ কো ৱেখৈ হাদরা হদূরি ॥
কথনা কথী ন আৱৈ তোটি ॥
কথি কথি কথী কোটী কোটি কোটি ॥
দেদা দে লৈদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেদা দে লৈদে থকি পাহি ॥
জুগা জুগং তরি খাহী খাহি ॥
হুকমী হুকমু চলাএ রাহু ॥
নানক ৱিগসৈ ৱেপরৱাহু ॥৩॥

অনুবাদ।

কে তাঁহার শক্তি গাহিতে পারে? কাহার এত শক্তি আছে যে তাঁহার শক্তি বর্ণনা করে?

কে তাঁহার দানের কথা গাহিতে পারে? কে তাঁহার দানের চিহ্ন (বা সীমা) বুঝিতে পারে?

তাঁহার গুণ এবং মহিমাবলী চারিবেদ গাহিয়া থাকে, কিন্তু কে তাহা গাহিতে পারে?

কে তাঁহার বিদ্যা বা জ্ঞানের বিষয় গাহিতে পারে, কারণ তাঁহার বিচার অর্থাৎ অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তত্ত্বনিরূপণ অতিশয় কঠিন ব্যাপার।

কে তাঁহাকে গাহিতে পারে, যিনি এই সমুদয় জীবদেহ সাজাইয়া, সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহা ভস্মে পরিণত করেন?

কে তাঁহার গুণ গাহিতে পারে, যাঁহার সত্ত্বা পাইয়া সূক্ষ্মরূপ জীব স্থূল দেহ লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়?

কে তাঁহার মহিমা গাহিতে পারে, যাঁহাকে জানা যায়, অর্থাৎ প্রতীতি হয় কিন্তু দেখায় দূরে?

কে তাঁহার গুণ গাহিতে পারে, এমনকি যদি কেহ দেখে তাঁহাকে সাক্ষাতে হাজির অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান?

কথা কহিয়া তাঁহার অন্ত পাওয়া যায় না।

কোটি কোটি অফুরন্ত কথা কহিয়াও তাঁহার মহিমার বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দান কর্ত্তা পরমেশ্বর দান করিয়াই চলিয়াছেন, কিন্তু দান গ্রহণ কর্ত্তা জীব শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে।

যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাঁহার দান, তাঁহার দেওয়া বস্তু, জীব খাইয়া খাইয়া অর্থাৎ ভোগ করিয়া আসিতেছে।

হুকুম কর্ত্তা হুকুম দ্বারা জীবকে রাস্তায় চালাইতেছেন।

নানক কহিতেছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং বেপরোয়া, স্বতন্ত্র, কোনও ব্যক্তির অথবা কোনও নিয়মের অধীন নহেন, এবং তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্ন ।৩।

টীকা

প্রথম আট পংক্তির দ্বিতীয় প্রকার অর্থও হইতে পারে ঃ

কেহ কেহ তাঁহার শক্তি গাহিতে পারে, যাহাদের গাহিবার শক্তি আছে। কেহ কেহ তাঁহার দানের কথা বর্ণনা করিতে পারে, যাহারা তাঁহার দানের চিহ্ন বুঝিতে পারে। কেহ কেহ তাঁহার গুণ, মহিমা এবং আচরণ বা কার্য্যের কথা গাহিতে পারে। কেহ কেহ গাহিতে পারে তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ে, যাহার বিচার অতি কঠিন। কেহ কেহ গান করে, যে, তিনি দেহ রচনা করেন পুনরায় তাহা ভষ্মে পরিণত করেন। কেহ কেহ গান করে যে, তিনি জীবকে শরীর হইতে লইয়া যান এবং পুনরায় তাহাকে অপর শরীর মধ্যে স্থাপন করেন। কে গাহিতে পারে মহিমা তাঁহার, যাঁহাকে প্রতীতি হয় নিকটে কিন্তু দেখায় দূরে। কে তাঁহার মহিমা গাহিতে পারে, যিনি সমুদয় দেখেন এবং সর্ব্বত্র হাজির, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান? কো=কে অথবা কেহ কেহ। তাণু=শক্তি। দাতি=দান। নীসাণু=নিশাণ, সীমা বা চিহ্ন। ব্রডিআঈআ=মাহাত্ম্য সমূহ, মহিমাবলী। চার=চারিবেদ অথবা চার=সুন্দর। এই পংক্তির "ব্রড়িআঈ আচার" এইরূপ পাঠ কেহ কেহ করিয়াছেন, এই পাঠে উপরি লিখিত দ্বিতীয় অর্থ হইয়াছে। খেহ=ভস্ম। জাপৈ=জানে অর্থাৎ প্রতীতি হয়। দিসৈ=দেখায়। ব্রেখৈ=দেখে। হাদরা হদূরি=সম্মুখে হাজির অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। তোটি=অন্ত। কথী শব্দ ও তোটি শব্দ তিনবার ব্যবহারের সার্থকতা এই যে, ইহা ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ত্রিকালেই সত্য। দেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

=দাতা, দে=দিতেছে। লৈদে=দান গ্রহণ কর্ত্তা। থকি পাহি=শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যায়। জুগা জুগংতরি= যুগ যুগান্তর ধরিয়া। খাহী=খাইয়া, ভোগ করিয়া আসিতেছে। হুকমী=যে হুকুম দেয়, রাহু=রাস্তা। চালাত্র রাহু=তিনি রাস্তায় অর্থাৎ তাঁহার নিয়মের অধীনে চালাইতেছেন। ৱিগসৈ=বিকসিত অর্থাৎ প্রসন্ন হইয়া আছেন। ৱেপররাহু=বেপরোয়া, সতন্ত্র, কাহারও অধীন নহেন। ৩।

পৌড়ী ৪।

সাচা সাহিবু সাচু নাই ভাখিআ ভাউ অপারু ॥
আখহি মংগহি দেহি দেহি দাতি করে দাতারু ॥
ফেরি কি অগৈ রখীঐ জিতু দিসৈ দরবারু ॥
মুহো কি বোলণু বোলীঐ জিতু সুণি ধরে পিআরু ॥
অংম্মৃত ৱেলা সচু নাউ ৱডি আঈ ৱীচারু ॥
করমী আৱৈ কপড়া নদরী মোখু দুআরু ॥
নানক এৱৈ জাণীঐ সভু আপে সচিআরু ॥৪॥

অনুবাদ।

সত্য প্রভু, সত্য তাঁহার নাম, অপার অসীম প্রেমের সহিত এই নাম উচ্চারণ করিতে হয়। 'দাও' 'দাও', বলিয়া সকলেই তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করে এবং দাতা দান করেন।

সেই অকাল পুরুষ পরমেশ্বরের আগে কি ভেট রাখিব যাহাদ্বারা তাঁহার দরবার দর্শন করিতে পারিব?

মুখে কি বচন বলিব যাহা শুনিয়া তিনি প্রীত হইবেন? অমৃত-বেলায় অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার সত্য নাম জপ এবং তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন, ইহাই ভেট এবং বচন যাহাতে তিনি প্রীত হইবেন। পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে আহার, বস্ত্র অর্থাৎ আবরণরূপ এই দেহ লাভ হয় কিন্তু তাঁহার কৃপা দৃষ্টিই মোক্ষের দ্বার, অর্থাৎ একমাত্র তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপাদৃষ্টি দ্বারাই জীব মোক্ষ লাভ করিতে পারে। নানক কহিতেছে, এইরূপ জান যে, সত্যস্বরূপ প্রভু আপনিই সব ॥৪॥

টীকা

সাচা=সত্য। সাহিবু=প্রভু। নাই=নাম। ভাখিআ=কহিতে হইবে। ভাউ=ভাব, প্রেম। আখহি=বলে। দাতি=দান। ফেরি=ভেট। অগৈ=অগ্রে। দিসৈ=দেখিতে পারি। মুহো=মুখে। বোলণু=বোল, কথা। জিতু=যাহাদ্বারা; পিআরু=ভালবাসা, প্রীতি। অংমৃতবেলা=সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের সময়, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। বড়ি আঈ=মহিমা। করমী=কর্ম্ম হইতে। কপড়া=কাপড়, আত্মার বস্ত্র বা আবরণরূপ দেহ। নদরী=নজর অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি। এবৈ=এইরূপ। সভু=সব। সচিআরু=সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর।

পৌড়ী ৫।

থাপিআ ন জাই কীতা ন হোই ॥
আপে আপি নিরংজনু সোই ॥
জিনি সেবিআ তিনি পাইআ মানু ॥
নানক গাবীঐ গুণী নিধানু ॥
গাবীঐ সুণীঐ মনি রখীঐ ভাউ ॥
দুখু পরহরি সুখু ঘরি লৈ জাই ॥
গুরমুখি নাদং গুরমুখি বেদং গুরমুখি রহিআ সমাঈ ॥
গুর ঈসরু গুরু গোরখু বরমা গুরু পারবতী মাঈ ॥
জে হউ জাণা আখা নাহী কহিণা কথনু ন জাঈ ॥
গুরা ইক দেহি বুঝাঈ ॥
সভনা জী আ কা ইকু দাতা সো মৈ বিসরি ন জাঈ ॥৫॥

অনুবাদ।

সেই অকাল পুরুষকে স্থাপন করা যায় না। এবং কাহারও কর্ত্তৃক তিনি কৃত অর্থাৎ সৃষ্ট হয়েন নাই। সেই নিরঞ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ামলরহিত অকালপুরুষ আপনাতে আপনি অবস্থিত। তিনি অনাদি অনন্ত। যাহারা তাঁহার সেবা করে তাহারা মান প্রাপ্ত হয়। নানক কহিতেছে, সেই গুণনিধান প্রভুর গুণগান কর। তাঁহার গুণগান কর, গুণ শ্রবণ কর এবং মনে তাঁহার প্রতি প্রেম রাখ। তাহা হইলে দুঃখ পরিহার করিয়া সুখ লইয়া ঘরে যাইবে। গুরু মুখেই নাদ—ওঁকার বা অনাহতধ্বনি শ্রবণ করা যায়। গুরুমুখেই বেদের মর্ম্মার্থ জানা যায় এবং গুরুর উপদেশেই জানা যায় যে অকাল পুরুষ সর্ব্বত্র সমাহিত, ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। গুরুই মহেশ্বর, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই ব্রহ্মা। এবং গুরুই মাতা পার্ব্বতী (অথবা পার্ব্বতী এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী)। যদিও আমি গুরুর মহিমা জানি, তথাপি আমি তাহা কহিতে পারিতেছিনা। কারণ গুরুর মহিমা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না; তাহা বাক্যের অতীত। গুরুদেব আমাকে এই একটি বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সমস্ত জীবের দাতা একজন, ইহা আমি যেন ভুলিয়া না যাই ॥৫॥

টীকা।

থাপিয়া ন জাই=দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে; তাঁহাকে স্থাপন অর্থাৎ প্রমাণ করা যায় না, যুক্তি তর্ক দ্বারা, অথবা তাঁহার মূর্ত্তি বা বিগ্রহ স্থাপন করা যায় না। কীতা=কৃত অর্থাৎ সৃষ্ট। নিরংজন=নাই অঞ্জন অর্থাৎ মায়ারূপ মলা যাহাতে, নির্ম্মল।

জিনি=যাহারা, তিনি=তাহারা। মানু=মান, আদর। ভাউ=ভাব, প্রেম। পরহরি=পরিহার অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া। নাদ=ওঁকার অথবা অনাহত-ধ্বনি। ৱেদ=বেদের মর্ম্ম, তত্ত্ব অথবা সিদ্ধান্ত। রহিআ সমাই=সমাহিত, ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর=মহেশ্বর, শিব। গোরখু=গো অর্থাৎ পৃথিবীর রক্ষা অর্থাৎ পালন কর্ত্তা বিষ্ণু। বরমা=ব্রহ্মা। পারবতী মাঈ=মাতা পার্ব্বতী। কেহ কেহ "মাঈ" শব্দকে ভাগ করিয়া লইয়া "মা", লক্ষ্মী এবং "ঈ" সরস্বতী এই অর্থ করিয়াছেন। জে=যদি। হউ=আমি, আখা=বলা। গুরা=গুরু। দেহি=দিয়াছেন। জীআ=জীব। ৱিসরি=বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ৬।

তীরথি নাৱা জে তিস্থ ভাৱা ৱিণু ভাণে কি নাই করী ॥
জেতী সিরঠি উপাঈ ৱেখা ৱিণু করমা কি মিলৈ লঈ ॥
মতি ৱিচ রতন জৱাহর মাণিক জে ইক গুর কী সিখ সুনী ॥
গুরা ইক দেহি বুঝাঈ ॥
সভণা জী আ কা ইকু দাতা সো মৈ ৱিসরি ন জাঈ ॥৬॥

অনুবাদ।

যদি আমি তাঁহাতে প্রীতি করি, তবে তাহাই আমার তীর্থস্নান। যদি তাহাতে প্রীতি না হয় তবে স্নান করিয়া কি করিব—তাহাতে কি ফল লাভ হইবে। যত সৃষ্টি উৎপত্তি হইয়াছে দেখিতেছি অর্থাৎ যত জীব সৃষ্ট হইয়াছে দেখিতেছি, তাহাদের কর্ম্ম বিনা কি মিলে এবং তাহারা কি পাইতে পারে; গুরুর একটি উপদেশ শ্রবণ করিলেও মনের মধ্যেই রত্ন জহরৎ এবং মাণিক্য লাভ হইবে।

গুরুদেব আমাকে এই একটি বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সমস্ত জীবের দাতা একজন, ইহা আমি যেন ভুলিয়া না যাই ॥৬॥

টীকা।

নাৱা=স্নান করি। জে তিস্থ ভাৱা=যদি তাহাতে প্রীতি হয়। ৱিণু ভাণে= ভাব বিনা, প্রীতি না হইলে। নাই=স্নান করিয়া। সিরঠি=সৃষ্টি। উপাঈ= উৎপত্তি হইয়াছে। ৱেখা=দেখিতেছি। কি মিলৈ লঈ=কি মিলে অর্থাৎ পায়, এবং কি লইতে, গ্রহণ করিতে পারে। মতি ৱিচ=মনের মধ্যে। রতন ইত্যাদি= জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভগবৎ সাক্ষাৎকার ইত্যাদি অমূল্য বস্তু গুরুর উপদেশ শুনিলে মনের মধ্যেই পাওয়া যায়। তীর্থ স্নানাদির প্রয়োজন হয় না।

পৌড়ী ৭।

জে জুগ চারে আরজা হোর দসূণী হোই ॥
নৱা খংডা ৱিচি জাণীঐ নালি চলৈ সভ কোই ॥
চংগা নাউ রখাই কৈ জসু কীরতি জগি লেই ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জে তিসু নদরি ন আৱঈ তা ৱাত ন পুছৈ কে ॥
কীটা অংদরি কীটু করি দোসী দোসু ধরে ॥
নানক নিরগুণি গুণু করে গুণি বংতিআ গুণু দে ॥
তেহ কোই ন সুঝঈ জে তিসু গুণু কোই করে ॥৭॥

অনুবাদ।

যদি কাহারও আয়ু চারিযুগ পরিমিত হয়, কিংবা যদি আরও দশগুণ হয়, যদি নবখণ্ড আর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সকলেই তাহাকে জানে এবং সকলেই যদি তাহার সঙ্গে চলে, এবং তাহার অতি উৎকৃষ্ট নাম রাখিয়া সমস্ত জগৎ তাহার যশ ও কীৰ্ত্তি গান করে, কিন্তু তথাপি সেই ব্যক্তি যদি পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে না আসে, তাহা হইলে তাহার কথা কেহই জিজ্ঞাসা করেনা; সে কীট সকলের মধ্যে একটি কীট বলিয়া গণ্য হয় এবং দোষী অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিও তাহাতে দোষ দর্শন করে। নানক কহিতেছে,—গুণহীন জনকেও পরমেশ্বর গুণবান করেন এবং গুণবানকে আরও অধিক গুণ দান করেন। কিন্তু এরূপ কাহাকেও দেখা যায়না যে পরমেশ্বরকে গুণ দিতে পারে অর্থাৎ তাহার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারে ॥৭॥

টীকা।

আরজা=আয়ু। হোর=আরও। দসূণী=দশগুণ। জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে চারিযুগের পরিমাণ তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বৎসর, তাহার দশগুণে চারি ক্রোর বত্রিশ লক্ষ হইবে। নাল চলৈ=তাহাকে সম্মান দেখাইতে তাহার সঙ্গে চলে। চংগা=উত্তম, উৎকৃষ্ট। জসি=যশঃ। জগু=জগতে। নদরি=কৃপাদৃষ্টি। ৱাত=কথা। কীটা অংদরি=কীটগণের মধ্যে। সুঝঈ=দেখাযায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ৮।

সুণিঐ সিধ পীর সুরি নাথ ॥
সুণিঐ ধরতি ধৱল আকাসু ॥
সুণিঐ দীপ লোঅ পাতাল ॥
সুণিঐ পোহি ন সকৈ কালু ॥
নানক ভগতা সদা ৱিগাসু ॥
সুণিঐ দুখ পাপ কা নাসু ॥৮॥

অনুবাদ।

পরমেশ্বরের নাম (অথবা গুরু-উপদেশ) শ্রবণ করিয়া জীব সিদ্ধ, পীর অথবা (নাথ) যোগী হয়। পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ করিয়া পৃথিবী, ধর্ম্মরূপ ধবল বৃষ এবং আকাশের জ্ঞান হয়। পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ করিয়া সপ্তদ্বীপ, সপ্তলোক এবং সপ্ত পাতালের জ্ঞান হয়। নাম শ্রবণ করিলে কাল অর্থাৎ মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না। নানক কহিতেছে, ভক্তগণ নাম শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদাই বিকসিত অর্থাৎ আনন্দিত থাকেন ; নাম শ্রবণে দুঃখ এবং পাপের নাশ হয় ॥৮॥

টীকা

সিধ=সিদ্ধপুরুষ, পীর=মুসলমানদিগের মধ্যে সাধু মহাপুরুষ, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। সুর=দেবতা। নাথ=এক যোগী সম্প্রদায়ের নাম ; এই স্থানে যোগী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুরনাথ শব্দকে একটি পদ ধরিলে অর্থ হইবে সুর অর্থাৎ দেবতাগণের নাথ ইন্দ্র। ধরতি=ধরিত্রী, পৃথিবী। ধবল=বৃষ যিনি সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, (এইরূপ লোকের বিশ্বাস)। ষোড়শ পৌড়ীতে আছে ধর্ম্মই প্রকৃত ধবল অর্থাৎ সকলের আশ্রয়। দীপ=সপ্তদ্বীপ যেরূপ পুরাণে বর্ণিত জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। সপ্তলোক=ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যঃ। সপ্ত পাতাল=তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল। পোহি=স্পর্শ করিতে। কাল=যম। ৱিগসু=বিকাশ, আনন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ৯।

সুণিঐ ঈশরু বরমা ইংতু ॥
সুণিঐ মুখি সালাহণ মংতু ॥
সুণিঐ জোগ জুগতি তনি ভেদ ॥
সুণিঐ সাসত সিমৃতি ৰেদ ॥
নানক ভগতা সদা ৰিগাসু ॥
সুণিঐ দুখ পাপকা নাসু ॥৯॥

অনুবাদ।

পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ করিয়া শিব ব্রহ্মা এবং ইংতু অর্থাৎ চন্দ্র অথবা ইন্দ্র স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। নাম শ্রবণ করিলে মন্দ জনও মুখ্য, প্রধান এবং স্তুতি যোগ্য হয়। নাম শ্রবণ করিলে অষ্টাঙ্গ যোগের কৌশল যে ষট্‌চক্রভেদ তাহা জানিতে পারা যায়। নাম শ্রবণ করিলে ষড়দর্শন, অষ্টাবিংশতি স্মৃতি এবং চতুর্বেদের মর্ম্মার্থ ও সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। নানক কহিতেছে, নাম শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকেন। নাম শ্রবণে দুঃখ ও পাপের নাশ হয় ॥৯॥

টীকা।

ঈশরু=মহেশ্বর, শিব। বরমা=ব্রহ্মা। ইংতু=চন্দ্র অথবা ইন্দ্র। সালাহণ=স্তুতি। জুগতি=কৌশল। তনি=তনু, শরীর। ষট্‌চক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত, মণিপুর, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ছয়টি চক্রের দ্বারা শরীরের ভেদ। সাসত=শাস্ত্র, বেদান্তাদি ছয় দর্শন এবং বেদ। সিমৃতি=স্মৃতি, মন্বাদি অষ্টাবিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্র। বেদ=ঋক্‌, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ১০।

সুণিঐ সতু সংতোখু গি আনু ॥
সুণিঐ অঠসঠি কা ইসনানু ॥
সুণিঐ পড়ি পড়ি পাৱহি মানু ॥
সুণিঐ লাগৈ সহজি ধিআনু ॥
নানক ভগতা সদা ৱিগাসু ॥
সুণিঐ দুখ পাপকা নাসু ॥১০॥

অনুবাদ।

পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ করিলে সত্য, সন্তোষ এবং জ্ঞান লাভ হয়। নাম শ্রবণে আটষট্টি তীর্থে স্নান হয়। বহু শাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া যে মান পাওয়া যায় নাম শ্রবণে তাহা লাভ হয়। নাম শ্রবণে সহজে অর্থাৎ পরমাত্মায় ধ্যান লাগে। নানক কহিতেছে যে, ভক্তগণ নাম শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকে। নাম শ্রবণে দুঃখ এবং পাপের নাশ হয়॥ ১০ ॥

টীকা।

অঠসঠি কা ইসনানু=গ্রন্থসাহেবে এই আটষট্টি তীর্থে স্নানের কথাই উল্লেখ আছে। তীর্থ সমূহের নাম কোনও স্থানে দেওয়া নাই। ভাবার্থ আটষট্টি তীর্থ স্নানের পবিত্রতা লাভ হয়। সহজ=এই শব্দ গ্রন্থসাহেবে নানা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণ অর্থ 'অনায়াস সাধ্য' এ অর্থ ছাড়া আরও অনেক অর্থ আছে, যথা—শান্তি, আনন্দ, প্রেম, ব্রহ্ম ইত্যাদি।

পৌড়ী ১১।

সুণিঐ সরা গুণা কে গাহ ॥
সুণিঐ সেখ পীর পাতিসাহ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুণিঐ অংধে পাৰহি রাহু ॥
সুণিঐ হাথ হোৰহি অসগাহু ॥
নানক ভগতা সদা ৰিগাসু ॥
সুণিঐ দুখ পাপকা নাসু ॥১১॥

অনুবাদ।

পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ করিলে গুণ সমুদ্রের গভীরতা জানিতে পারা যায়, এবং পরমেশ্বরের অনন্ত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। নাম শ্রবণে জীব সেখ, পীর ও পাৎসাহ প্রভৃতি উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হয়। নাম শ্রবণ করিলে অন্ধ অজ্ঞানী জীব জ্ঞান লাভের রাস্তা, পথ প্রাপ্ত হয়। নাম শ্রবণে অথাই অতলস্পর্শ অকালপুরুষ করতলগত অর্থাৎ অনায়াস লভ্য হইয়া যায়েন। নানক কহিতেছে, ভক্তগণ নাম শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। নাম শ্রবণে দুঃখ এবং পাপের নাশ হয় ॥১১॥

টীকা।

সরা=সরোবর, সমুদ্র। গুণা=গুণ, ভাবার্থ যিনি নাম শ্রবণ করেন তিনি পরমেশ্বরের অগাধ, অনন্ত গুণের গভীরতা বুঝিতে পারেন অর্থাৎ তাহার পরিচয় লাভ করেন। হাথ হোৱহি=হস্তামলকবৎ সহজ লভ্য হইয়া যায়েন। অসগাহু =অথাই, যাহার গভীরতা জানা যায় না; অতলস্পর্শ।

পৌড়ী ১২।

মংনে কী গতি কহী ন জাই ॥
জে কো কহৈ পিছৈ পছুতাই ॥
কাগদি কলম ন লিখণ হারু ॥
মংনে কা বহি করনি ৰীচারু ॥
ঐসা নামু নিরংজনু হোই ॥
জেকো মংনি জাণৈ মনি কোই ॥১২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ।

পরমেশ্বরের নাম মনন অর্থাৎ ধ্যান করিলে যে আনন্দ হয় তাহার গতি অর্থাৎ প্রাপ্তি কতদূর হয় তাহা কহিতে পারা যায় না। যদি কেহ কহিতে উদ্যম করে তাহাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয়। এমন কাগজ কলম বা এমন লেখক নাই যে বসিয়া মননের মাহাত্ম্য বিচার পূর্ব্বক লিখিতে পারে। পরমেশ্বরের নাম এইরূপ নিরঞ্জন—মায়ার অঞ্জন রহিত—পবিত্র এবং নির্ম্মল, যে যদি কেহ এই নাম মনন করে, সেই আপন মনে তাহার গতি এবং মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না ॥১২॥

টীকা।

গুরু শ্রীনানকজী ভগবৎ নাম শ্রবণের মাহাত্ম্য চারিটি পৌড়ীতে কহিয়া মননের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। নানকজী এস্থলে উপনিষদ ব্যাখ্যাত তত্ত্ব সহজ কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ কহিতেছে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" ইহার ব্যাখ্যাতে আছে, "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।" উপনিষদের মনন এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান নানকজী মননেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

পৌড়ী ১৩।

মংনৈ সুরতি হোৱৈ মনি বুধি ॥
মংনৈ সগল ভৱন কী সুধি ॥
মংনৈ মুহি চোটা ন খাই ॥
মংনৈ জম কৈ সাথি ন জাই ॥
ঐসা নামু নিরংজনু হোই ॥
জে কো মংনি জাণৈ মনি কোই ॥১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ।

মননের দ্বারা মন এবং বুদ্ধি স্থন্দর রতি অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত হয়। মননের দ্বারা সমুদয় চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান হয়। মননের দ্বারা মুখে যমকালের চোট, আঘাত খাইতে হয় না অর্থাৎ যমদণ্ড ভোগ করিতে হয় না। মনন করিলে যমের সাথে যাইতে হয় না। পরমেশ্বরের নাম এইরূপ নির্ম্মল ও পবিত্র যে, যদি কেহ তাহার নাম মনন করে তবে সেইরূপ বিরল জনই আপন মনে তাহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে ॥১৩॥

টীকা।

স্থরতি, স্থন্দর রতি অর্থাৎ প্রীতি অথবা জ্ঞান। জ্ঞান এই অর্থ ধরিলে প্রথম পংক্তির অর্থ হইবে, "মননের দ্বারা মনেতে জ্ঞান এবং বুদ্ধি হয়।" চতুর্দ্দশ ভুবন, সপ্ত স্বর্গ এবং সপ্ত পাতাল। স্থধি=জ্ঞান। মুহি=মুখে। চোটা=চোট, আঘাত।

পৌড়ী ১৪।

মংনৈ মারগি ঠাকি ন পাই ॥
মংনৈ পতি সিউ পরগটু জাই ॥
মংনৈ মগুন চলৈ পংথু ॥
মংনৈ ধরম সেতী সনবংধু ॥
ঐসা নাম নিরংজনু হোই ॥
জেকো মংনি জাণৈ মনি কোই ॥১৪॥

মনন করিলে পরমার্থের পথে বাধা পায় না। মনন করিলে পরলোকে প্রতিষ্ঠার সহিত প্রকট অর্থাৎ প্রকাশিত হয়। মননের দ্বারা ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হইয়া জীবনের পথে চলে। মননের দ্বারা ধর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ হয়। নাম এইরূপই নির্ম্মল ও পবিত্র যে, যে মনন করে, সে আপন মনেই তাহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে ॥১৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টীকা।

ঠাক=বাধা। পতিসিউ=পৎ অর্থাৎ মানের সহিত। পরগটু=প্রকট, প্রকাশিত। মগুন=মগ্ন। ইহাকে ভাগ করিয়া "মগু ন" এইরূপ পাঠ করিলে এই অর্থ হইবে যে "মনন করিলে সে অভিমানীগণের অপ্রশস্ত পথে না চলিয়া প্রকাশ্য পথে চলে।"

পৌড়ী ১৫।

মংনৈ পাৱহি মোখু তুআরু ॥
মংনৈ পরৱারৈ সাধারু ॥
মংনৈ তরৈ তারে গুরু সিখ ॥
মংনৈ নানক ভৱহি ন ভিখ ॥
ঐসা নাম নিরংজনু হোই ॥
জেকো মংনি জাণৈ মনি কোই ।।১৫।।

অনুবাদ।

মননের দ্বারা মোক্ষের দ্বার, পথ, লাভ হয়। মননের দ্বারা পরিবার পরিজন সকলকে পরমেশ্বরে আশ্রয় লাভ করান যায় (অথবা শুদ্ধ, পবিত্র করা যায়)। মননের দ্বারা গুরু আপনি সংসার সমুদ্র পার হইয়া যায়েন এবং শিষ্যকেও তারণ করেন। নানক কহিতেছে, মনন করিলে ভিক্ষার জন্য চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয় না। পরমেশ্বরের নাম এইরূপ নির্ম্মল ও পবিত্র যে, যে কেহ সেই নাম মনন করে সে তাহার মাহাত্ম্য আপন মনে বুঝিতে পারে ॥১৫॥

টীকা।

মোখ তুআরু=মোক্ষের দ্বার। কেহ বলে জ্ঞান, কেহ বলে সৎসঙ্গ। সাধারু=আধার অর্থাৎ আশ্রয়ের সহিত, পরমেশ্বরে আশ্রয়বান্। অথবা, সুধার অর্থাৎ শুদ্ধ পবিত্র। ভৱহি=ভ্রমণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ১৬।

পংচ পরৱাণ পংচ পরধান ॥
পংচে পাৱহি দরগহি মানু ॥
পংচে সোহহি দর রাজানু ॥
পংচা কা গুরু একু ধিআনু ॥
জে কো কহৈ করৈ ৱীচারু ॥
করতে কৈ করণৈ নাহি সুমারু ॥

ধৌল ধরমু দইআ কা পূতু ॥
সংতোখ থাপি রখিআ জিনি সূতি ॥
জে কো বুঝৈ হোৱৈ সচিআর ॥
ধৱলৈ উপরি কেতা ভারু ॥
ধরতী হোরু পরৈ হোরু হোরু ॥
তিসতে ভারু তলৈ কৱণু জোরু।
জীঅ জাতি রংগাকে নাৱ ॥
সভনাং লিখিআ বুড়ী কলাম ॥
এহ লেখা লিখি জাণৈ কোই ॥
লেখা লিখিআ কেতা হোই ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেতা তাণু সুআলিহ রূপ ॥
কেতী দাতি জাণে কৌণু কূতু ॥
কীতা পসাউ একো কৱাউ ॥
তিসতে হোৱে লখ দরীআউ ॥
কুদ্‌রতি কৱণ কহা ৱীচারু ॥
ৱারিআ ন জাৱা এক ৱার ॥
জে তুধু ভাৱে সাঈ ভলীকার ॥
তূ সদা সলামতি নিরংকার ॥১৬॥

অনুবাদ।

সত্য, সন্তোষ, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, দয়া এই পঞ্চগুণ সমন্বিত সন্তগণ প্রামাণিক জন বলিয়া গণ্য হয়েন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই, ভোগ্য বিষয় হইতে যে সন্তগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যাবৃত্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ, তাঁহারা প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের গুণ ধৈর্য্য ইত্যাদি—বিশিষ্ট সন্তগণ সাধুদিগের সভায় মান পাইয়া থাকেন। যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এই পঞ্চ রিপু জয় করিয়াছেন তাঁহারা রাজা পরমেশ্বরের দ্বারে শোভা পায়েন। এইরূপ পঞ্চগুণযুক্ত সন্তগণের গুরু এক পরমেশ্বর এবং তাঁহারা তাঁহারই ধ্যান করেন। যদি কেহ বলে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার কর্ম্মের বিচার অর্থাৎ তত্ত্বনিরূপণ আমি করিব তাহা হইলে সে দেখিবে যে, সেই কর্ত্তার কর্ম্মের বা সৃষ্টির গণনা হয় না, তাহা অন্ত-হীন।

দয়ার পুত্র অর্থাৎ দয়া হইতে সমুদ্‌ভূত ধর্ম্মই ধবল বৃষ, যে ধরণীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া খ্যাত এবং সন্তোষকে স্থাপন করিয়া জগৎসূত্র রক্ষা করিতেছে, অর্থাৎ জগদ্‌ব্যাপারের মর্য্যাদা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিধান করিতেছে। যদি কেহ ইহা বুঝিয়া থাকে এবং সত্যনিষ্ঠ হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে ধবল বৃষের উপরে কত ভার আরোপিত হইয়াছে। আবার পৃথিবী—যাহার উপরে ধবল বৃষ দাঁড়াইয়া আছে এবং পুনরায় সেই পৃথিবীর ধারক বৃষ এবং পুনরায় বৃষের ধারক পৃথিবী এইরূপ অনবস্থা জন্মিতেছে। সকলের নীচের ধরিত্রীর তলায় যে ধবল বৃষ তাহার জোর কোথায়—কাহার উপরে সে স্থির থাকে? ভাব এই যে, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডরূপ রচনা পরমেশ্বরের সংকল্প মাত্রের উপরেই স্থিতি করিতেছে। কত রঙ্গের এবং কত জাতির জীব রহিয়াছে এবং তাহাদের জাতি বর্ণ অনুসারে নামই বা কত? কিন্তু সকলেরই নাম পরমেশ্বরের হুকুমরূপী অবাধ মুক্ত কলমের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। এই লেখার লিখন প্রণালী যদি কেহ জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করি এই সমস্ত লেখা যদি একত্রে লেখা যায় তবে কত বা কি পরিমাণ হয়? পরমেশ্বরের সৃষ্টি রচনা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইহা অনন্ত।

হে প্রভু কত কত তোমার শক্তি, কত সৌন্দর্য্যময় তোমার রূপ? কত তোমার দান। কে তাহার অনুমান করিতে পারে?

একটি কথা অর্থাৎ সংকল্প দ্বারা তুমি সৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছ। ঐ প্রকার সংকল্প হইতে লক্ষ লক্ষ নদী—অর্থাৎ জগৎ প্রবাহ হইতেছে। পরমেশ্বরের শক্তি কত আমি তাহার বিচার করিয়া কি বলিতে পারি? বর্ণনা করিতে পারিব না তোমার একটি কেশ মাত্রও আমি, অর্থাৎ তোমার প্রতি রোমকূপে কত কত ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই ভাল কার্য্য, হে নিরংকার, আকার রহিত প্রভু, তুমি সর্ব্বদাই একরূপে স্থিতি করিতেছ ॥১৬॥

টীকা।

এই পৌড়ীর ব্যাখ্যাতে নানা প্রকার মতভেদ দেখা যায়। এস্থলে ফরিদকোট সংস্করণের বিস্তৃত প্রামাণ্য ব্যাখ্যাই সাধারণতঃ অনুসৃত হইয়াছে। পংচ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরৱাণ=কেহ কেহ বলেন, জপজীতে গুরু শ্রীনানকজী পূর্ব্ব পৌড়ী সমূহে যে পঞ্চ প্রকার সাধুজনের কথা বলিয়াছেন এস্থলে তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে; যথা (১) যাঁহারা পরমেশ্বরের হুকুম বুঝেন এবং মানেন; (২) যাঁহারা তাঁহার মহিমা ও গুণগান করেন। (৩) যাঁহারা তাঁহাকে সত্য বলিয়া জানেন। (৪) যাঁহারা তাঁহাকে মনন করেন। পঞ্চে পাৱহি দরগহি মান=পঞ্চ মহাভূতের গুণ যথা, ক্ষিতির গুণ: ধৈর্য্য। অপ অর্থাৎ জলের গুণ: আপনি নির্ম্মল থাকা এবং যে কেহ তাহার সঙ্গ করিবে তাহাকে বিশুদ্ধ করা, তাহার মল দূর করা; অগ্নির গুণ: প্রাণ ধারণের উপযোগী যথালাভ দ্রব্যই আহার অঙ্গীকার করা; আকাশের গুণ: বহু প্রকার দ্রব্যের ও বিষয়ের সংস্পর্শ হইলেও আপনাকে সম্পূর্ণ অসংগ রাখা। দরগহি=সন্তজনগণের সভায়। সোহহি=শোভাপায়। দর রজানু= রাজা পরমেশ্বরের দ্বারে। জে=যদি। করণৈ=কার্য্য, সৃষ্টিতে। সুমারু=গণনা। ধৌলু=ধবল বৃষ; যে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে বলিয়া কথিত হয়। দইআ কা পূতু=দয়ার পুত্র, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়া হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সংতোখু= সন্তোষ। থাপি=স্থাপন করিয়া। সূতি=সূত্র, জগদ্ব্যাপারের মর্য্যাদা বা নিয়ম। সচি আরু=সত্যনিষ্ঠ। হোর=পুনরায়, পরৈ=পরে, অর্থাৎ নীচে। করণু=কোন। জীআ=জীব, নাৱ=নাম। বুড়ী কলাম=যে কলম কালিতে বুড়াইয়া অর্থাৎ ডুবাইয়া লওয়া হইয়াছে, অবাধ গতি, চলতি কলম, কালির অভাবে যে কলম থামিবে না। লেখা লিখিআ=সমস্ত লেখা একত্র লিখিলে। কেতা=কত। তাণু=শক্তি। সুআলিহ=সুন্দর। কেতী দাতি=কত দান। কূতু=কি পরিমাণ, অনুমান। পসাউ=প্রসার, বিস্তারা, একো কৱাউ=একটি কথা, সংকল্প। যথা উপনিষদে—"একোহহং বহু স্যাং প্রজায়েয়।" দরীআউ= নদী সমূহ। কুদরতি=শক্তি। ৱারিআ=বর্ণনা করা। ৱার=রোম, কেশ। অথবা, ৱার আ, বলিহারি যাওয়া। একৱার=একবার, অর্থাৎ আমি একটিবার বলিহারি যাইবারও যোগ্য নহি। যে তুধু ভাৱে=যাহা তুমি ভালবাস, যাহা তোমার ইচ্ছা। ভলীকার=ভাল কার্য্য। সলামতি=স্থির, একরূপে অবস্থিত। নিরঙ্কার=আকার রহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ১৭।

অসংখ জপু অসংখ ভাউ ॥
অসংখ পূজা অসংখ তপ তাউ ॥
অসংখ গরংথ মুখি বেদ পাঠ ॥
অসংখ জোগ মনি রহহি উদাস ॥
অসংখ ভগত গুণ গিআন ৰীচার ॥
অসংখ সতী অসংখ দাতার ॥
অসংখ সূর মুহ ভখ সার ॥
অসংখ মৌনি লিৰ লাই তার ॥
কুদরতি করণ কহা ৰীচার ॥
ৰারিআ ন জাৰা একঁৰার ॥
জে তুধু ভাৰৈ সাঈ ভলীকার ॥
তু সদা সলামতি নিরংকার ॥১৭॥

অনুবাদ।

অসংখ্য প্রকারের জপ অর্থাৎ জপযোগ্য মন্ত্র আছে এবং অসংখ্য প্রকারের প্রেম রহিয়াছে। অথবা অসংখ্য-জন মন্ত্র জপ করিয়া থাকে, এবং অসংখ্য ব্যক্তি ঐ সকল মন্ত্রে প্রেম করিয়া থাকে। অসংখ্য প্রকারের পূজা আছে (অথবা অসংখ্য ব্যক্তি পূজা করিয়া থাকে।) অসংখ্য-জন তপস্যার তাপ সহ্য করিতেছে। অসংখ্য গ্রন্থ আছে এবং অসংখ্য ব্যক্তি কণ্ঠস্থ রাখিয়া মুখেই বেদ পাঠ করিতেছে। অসংখ্য প্রকারের যোগ আছে এবং অসংখ্য যোগী মনে বিষয়ের প্রতি উদাসীন রহিয়াছে। অসংখ্য ভক্ত তোমার গুণ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের বিচার অর্থাৎ তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছে। অসংখ্য সতী নারী (অথবা সত্য-নিষ্ঠ জন) এবং অসংখ্য দাতা রহিয়াছে। অসংখ্য শূরবীর আছে যাহারা মুখে লৌহ ভক্ষণ করে অর্থাৎ সম্মুখ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের তরবারির আঘাত সহ্য করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। অসংখ্য মৌনী আছে যাহারা চিত্তবৃত্তি একাগ্রতার সহিত, তৈল ধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে পরমাত্মায় সংযুক্ত রাখে অর্থাৎ সমাধিতে স্থিতি করে। পরমেশ্বরের শক্তি কত আমি তাহা বিচার করিয়া কি বলিতে পারি? পারিব না বর্ণনা করিতে তাহার একটি কেশ-মাত্রও আমি। হে প্রভু—যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই ভাল; হে নিরংকার, তুমি সর্ব্বদাই একরূপে স্থিতি করিতেছ ॥১৭॥

টীকা।

ভাউ=ভাব, প্রেম। তপতাউ=তপস্যার তাপ সহ্য করে। সতী=পতিব্রতা নারী অথবা সত্যধর্ম্মবান পুরুষ। সূর=শূর, বীর। ভখ=ভক্ষণ করে। সার=লৌহ। লিব=চিত্তবৃত্তি। লাইতার=একতার অর্থাৎ একাগ্রভাবে লাগাই রাখে।

পৌড়ী ১৮।

অসংখ মূরখ অনধ ঘোর ॥
অসংখ চোর হরাম খোর ॥
অসংখ অমর করি জাহি জোর ॥
অসংখ গলবঢ হতিআ কমাহি ॥
অসংখ পাপী পাপু করি জাহি ॥
অসংখ কূড়িআর কূড়ে ফিরহি ॥
অসংখ মলেছ মলু ভখি খাহি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংখ নিংদক সিরি করহি ভারু ॥
নানক নীচ কহৈ ৱীচারু ॥
ৱারিআ ন জাৱা একৱার ॥
জো তুধু ভাৱৈ সাঈ ভলীকার ॥
তূ সদা সলামতি নিরংকার ॥১৮॥

অনুবাদ।

অসংখ্য ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন জন রহিয়াছে। অসংখ্য আছে চোর এবং অসংখ্য জন হারামখোর অর্থাৎ পরের দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া খায়। অসংখ্য লোক জোর জুলুম করিয়া হুকুম চালাইয়া মরিয়া যায়। অসংখ্য লোক গলা কাটিয়া বধ পূর্ব্বক হত্যার পাপ অর্জন করে এবং অসংখ্য পাপ করিয়া চলিয়া যায়, মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। অসংখ্য মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা বলিয়া বিচরণ করে। অসংখ্য ম্লেচ্ছ অপবিত্র ভক্ষ্য খায় অথবা মলভোজী জীবগণকে ভোজন করে। অসংখ্য নিন্দুক পরের নিন্দা করিয়া আপনার শিরে পাপের ভার বহন করে। নানক, নীচু, নত হইয়া এই বিচার করিতেছে; হে প্রভু, তোমার একটিমাত্র কেশও আমি বর্ণনা করিতে পারি না—যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই ভাল। হে নিরংকার প্রভু, তুমি একরূপে সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছ ॥১৮॥

টীকা।

অন্ধ=অজ্ঞান। হারাম খোর=যে পরের দ্রব্য লুটিয়া খায়। অমর=হুকুম। গলবঢ=যাহারা গলা টিপিয়া অথবা কাটিয়া বধ করে। হতিআ=হত্যা। কমাহি=পাপ অর্জন করে। কুড়িআর=মিথ্যাবাদী। কুড়ৈ=মিথ্যা বলিয়া। মলেছ=ম্লেচ্ছ, বিধর্ম্মী। মল=অপবিত্র খাদ্য অথবা বিষ্ঠা। মল-ভখি=যাহারা মল ভক্ষণ করে। সিরি=শির, মস্তক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ পৌড়ীতে গুরু শ্রীনানকজী পরমেশ্বরের সৃষ্ট অনন্ত জীবের বর্ণনা করিতেছেন। পূর্ব্বের পৌড়ীতে সাত্ত্বিক ভাবের অর্থাৎ দৈবী সম্পদ্ বিশিষ্ট জনগণের এবং পরেরটীতে রাজস ও তামস প্রকৃতির অর্থাৎ আসুরী সম্পদ্ বিশিষ্ট জনের কথা বলিতেছেন।

পৌড়ী ১৯।

অসংখ নাৱ অসংখ থাৱ ॥
অগংম অগংম অসংখ লোঅ ॥
অসংখ কহহি সির ভারু হোই ॥
অখরী নামু অখরী সালাহ ॥
অখরী গি আনু গীত গুণগাহ ॥
অখরী লিখণু বোলণু বাণি ॥
অখরা সিরি সংজোগু ৱখাণি ॥
জিন এহি লিখে তিসু সির নাহি ॥
জিৱ ফুরমাএ তিৱ তিৱ পাহি ॥
জেতা কীতা তেতা নাউ ॥
ৱিণু নাৱৈ নাহি কো থাউ ॥
কুদরতি কৱণ কহা ৱীচার ॥
ৱারিআ ন জাৱা একৱার ॥
জো তুধু ভাৱৈ সাঈ ভলীকার ॥
তূ সদা সলামতি নিরংকার ॥১৯॥

অনুবাদ।

হে প্রভু, অসংখ্য তোমার নাম, এবং অসংখ্য তোমার স্থান। অসংখ্য তোমার লোক, যাহা মানবের পক্ষে অগম্য, অতি অগম্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংখ্য অসংখ্য কহিতে কহিতে মস্তক ক্লান্ত হইয়া যায় অর্থাৎ অসংখ্য শব্দটি পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ সমূহের সংখ্যাতীতত্ব বুঝাইতে যথেষ্ট হয় না। অক্ষর দ্বারাই অর্থাৎ কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি দ্বারাই পরমেশ্বরের নাম রচিত হয়। অক্ষর দ্বারা তাঁহার স্তব স্তুতি যশঃ কীর্ত্তন হয়। অক্ষর দ্বারাই তাঁহার জ্ঞান লাভ হয় এবং অক্ষর দ্বারাই গীতযোগে তাঁহার গুণগাথা গান করা হয়। অক্ষর দ্বারাই বাণী লেখা এবং বলা হয়। অক্ষর দ্বারাই মনুষ্যের মস্তকে, অদৃষ্ট লিপিতে কর্ম্মানুসারে সংযোগ বর্ণনা করা হয়। কিন্তু যে অকাল পুরুষ এই লিপি লিখেন তাহার মস্তকে কোনও অক্ষরের লিপি নাই। তিনি যেরূপ হুকুম করেন জীব সেইরূপই প্রাপ্ত হয়। তিনি যত সৃষ্টি করিয়াছেন তত নাম সৃষ্টবস্তু সমূহকে দিয়াছেন, নাম বিহীন কোনও স্থান নাই। পরমেশ্বরের শক্তি কত, আমি তাহা বিচার করিয়া কি বলিতে পারি। আমি তাহার একটি কেশ মাত্রও বর্ণনা করিতে পারি না। যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই উত্তম কার্য্য। হে নিরংকার প্রভু, তুমি সর্ব্বদাই একরূপে অবস্থান করিতেছ ॥১৯॥

টীকা।

নাৱ=নাম, থাব=স্থান, অগংম=অগম্য। লোঅ=লোক। সির ভার হোই=কেহ অর্থ করেন কপালাসন করিয়া, হেটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে থাকিয়া—তাহারা অসংখ্য নাম করিয়া থাকে অথবা মস্তকের সমস্ত ভার অর্থাৎ বলের সহিত কহিয়া থাকে। সালাহ—স্তব স্তুতি। সংজোগু=কর্ম্ম ফলানুসারে মস্তকের লিখন, অদৃষ্টলিপি। জিৱ=যেইরূপ। ফুরমাএ=হুকুম করেন। তিৱ=সেইরূপ। কীতা= কার্য্য, সৃষ্টি। তেতা=তত।

পৌড়ী ২০।

ভরীঐ হথু পৈরু তনু দেহ ॥
পাণী ধোতৈ উতরসু খেহ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূত পলীতী কপড়ু হোই ॥
দে সাবূণু লঈঐ ওহু ধোই ॥
ভরীঐ মতি পাপা কৈ সংগি ॥
ওহু ধোপৈ নাৱৈ কৈ রংগি ॥
পুংণী পাপী আখণু নাহি ॥
করি করি করণা লিখি লৈ জাহু ॥
আপে বীজি আপে হী খাহু ॥
নানক হুকমী আৱহু জাহ ॥২০॥

অনুবাদ।

যখন হস্তপদ এবং সমস্ত শরীর ময়লাতে ভরিয়া যায়, তখন জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে ময়লা চলিয়া যায়। যখন মূত্রদ্বারা কাপড় অপবিত্র হয় তখন সাবান দিয়া উহা ধুইয়া লওয়া হয়। সেইপ্রকার পাপের সংস্পর্শে বুদ্ধি যখন পাপের দ্বারা ভরিয়া যায় তখন ঐ বুদ্ধিকে পরমেশ্বরের নামের রংয়ে ধোপ দিতে হয়। পুণ্যবান্ বা পাপী কেবল কথার কথা নহে। কর্ম্ম করিয়া করিয়া পাপ পুণ্য কর্ম্মের সংস্কার জীব আপন সঙ্গে লিখিয়া অর্থাৎ চিত্তে মুদ্রিত করিয়া লইয়া যায়। জীব আপনিই কর্ম্মের বীজ বপন করে এবং আপনিই তাহার ফলভোগ করে। নানক কহিতেছে, পরমেশ্বরের হুকুম অনুসারে জীব আসে এবং যায় অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥২০॥

টীকা।

হথু=হাত। পৈরু=পা। উতরসু=দূর হয়। খেহ=ময়লা। পলীতী=অপবিত্র হইলে। লঈঐ=লওয়া হয়। ধোপৈ=ধোয়া হয়। নাৱৈ=নাম। আখণু=কথামাত্র। আখণু নাহি=এরূপ অর্থও হইতে পারে, পুণ্যবান অথবা পাপী লোকে বলিলেই হয় না। করণা=কার্য্য। লিখি লৈ জাহু=লিখিয়া লইয়া যায়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাকেই চিত্রগুপ্তের লেখা বলে। যে যে কর্ম্ম করে, চিত্তে তাহার ছাপ পড়ে। বীজি=বীজ বপন করে। খাহু=খায়।

পৌড়ী ২১।

তীরথু তপু দইআ দতু দানু ॥
জেকো পাবৈ তিলকা মানু ॥
সুণিআ মংনিআ মংনি কীতা ভাউ ॥
অংতর গতি তীরথি মলি নাউ ॥
সভ গুণ তেরে মৈ নাহী কোই ॥
বিণু গুণ কীতে ভগতি ন হোই ॥
সুঅসতি আথি বাণী বরমাউ ॥
সতি সুহাণু সদা মণি চাউ ॥
কবণু সু বেলা বখতু কবণু ॥
কবণু থিতি কবণু বারু ॥
কবনি সি রুতী মাহ কবণু ॥
জেতু হোআ আকারু ॥
বেল ন পাঈআ পংডতী জি হোবৈ লেখু পুরাণু ॥
বখতু ন পাইও কাদীআ জি লিখনি লেখু কুরাণ ॥
থিতি বার ন জোগী জাণৈ রুতি মাহু না কোঈ ॥
জাকরতা সিরঠী কউ সাজে আপে জাণৈ সোই ॥
কিব করি আখা কিব সালাহী কিউ বরণী কিব জাণা ॥
নানক সভুকো আখৈ ইকদু ইকু সিআণা ॥
বডা সাহিবু বডী নাঈ কীতা জাকা হোবৈ ॥
নানক জেকো আপে জাণৈ অগৈ গইআ ন সোহৈ ॥২১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ।

তীর্থস্নান, তপস্যা, দয়া এবং দান যে কেহ করে সে পরমেশ্বরের দরবারে তিলমাত্র অর্থাৎ সামান্য সম্পদ লাভ করে। যে পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ করে, মনন করে, এবং মনে পরমেশ্বরকে প্রেম করে, সে অন্তরে হৃদয়স্থিত আত্মানন্দরূপ তীর্থে মলিয়া মলিয়া অর্থাৎ উত্তমরূপে মার্জনা করিয়া স্নান করে। হে প্রভু! সমস্ত গুণ তোমারই। তুমি গুণ না করিয়া দিলে তোমার প্রতি ভক্তি হয় না জীবের স্বচেষ্টায়। স্বস্তি, এইমাত্র কথা ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন, তোমার দর্শন লাভ করিয়া। হে প্রভু, তুমি সৎ-নিত্য, একরূপে অবস্থিত,—তুমি চৈতন্য স্বরূপ এবং সর্ব্বদা হৃদয়ের আনন্দ-স্বরূপ,—অর্থাৎ তুমি সচ্চিদানন্দ।

সে কোন্ বেলা, কোন্ সময়, কোন্ তিথি, কোন্ বার, কোন্ ঋতু, যাহাতে এই বিশ্ব আকার পরিগ্রহ করিয়াছে অর্থাৎ সৃষ্টি প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ সে বেলার সন্ধান পায় নাই, পাইলে তাহা পুরাণে লেখা থাকিত। কাজীগণও সে সময় জানিতে পারে নাই নতুবা তাহারা কোরাণে লিখিয়া রাখিত। যোগীরাও সে তিথি বার জানেনা। কোন ঋতু, কোন্ বার তাহা কেহই জানেনা। যে সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিকে সাজাইয়াছেন অর্থাৎ রচনা করিয়াছেন তাহা সেই কর্ত্তাপুরুষই জানেন। আমি কি করিয়া তাহার কথা বলিব, কি করিয়া স্তুতি করিব; কি করিয়া তাঁহার বর্ণনা করিব, আমি জানিই বা কি? নানক কহিতেছে, তাঁহাকে সকলেই বলে বা বলিতে চেষ্ট করে। একজন অপেক্ষা আর একজন আপনাকে অধিকতর চতুর বা বুদ্ধিমান মনে করিয়া তাঁহাকে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করে।

যাঁহার রচিত এই সমস্ত সৃষ্টি, সেই প্রভু অতি বড়, মহান্। তাঁহার নাম, মহিমা অতি বড়। যদি কেহ মনে করে, "আমি জানি", তবে সে আগে অর্থাৎ পরলোকে যাইয়া শোভা পাইবেনা। অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি তত্ত্ব জানি এই অহঙ্কার প্রকাশের জন্য তাহার অতি নীচ জাতি হইবে ॥২১॥

টীকা।

দতু এবং দান উভয়েই একার্থবোধক শব্দ। গুরু নানক প্রণীত শ্রীরাগের একটি বাণীতে আছে: কংচন কে কোট দতু করি বহু হৈবর গৈবর দান। ভূমি দানু গউ আখণী অংতরি গরব গুমানু॥ (শ্রীরাগ, মহলা ১) ফরিদকোট টীকাতে যজ্ঞ বেদিতে যে দান তাহাকে দতু দান বলা হইয়াছে। তিল কা মানু=তিলমাত্র মান বা মূল্য; ভাব এই যে, এই সকল সকাম পুণ্যকার্য্যের ফল, স্বর্গাদি সুখ ভোগ অতি অল্পকাল স্থায়ী। পুণ্যক্ষয় হইলেই তাহা চলিয়া যায়; সুতরাং অতি তুচ্ছ। ভাউ=ভাব। অন্তর গতি=যাহা অন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে স্থিতি করে। মলি=মলিয়া, মার্জ্জনা করিয়া। নাউ=স্নান। বিণু গুণ কীতে=দয়া করিয়া গুণ না করিয়া দিলে। সু অসতি=স্বস্তি; মঙ্গল। "স্বস্তি"—এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভগবানের স্তুতি হইতেছে ইহা গীতাতে আছে। স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ। স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ গীতা। আখি=বলিয়াছিল। বরমাউ=ব্রহ্মা। সুহাণু=চৈতন্যস্বরূপ। চাউ=আনন্দ। কবণু=কোন্। ৱখত=সময়। থিতি=তিথি। রুতী=ঋতু। কাদীআ=কাজীগণ। মাহু=মাস। সিরঠী=সৃষ্টি। কিৱ=কিরূপ। সালাহী=স্তুতি করা। ইকদূ=এক হইতে। সিআণা=বুদ্ধিমান, সেয়ানা। নাঈ=নাম, মহিমা।

পৌড়ী ২২।

পাতালা পাতাল লখ আগাসা আগাস॥
ওড়ক ওড়ক ভালি থকে ৱেদ কহনি ইকবাত॥
সহস অঠারহি কহনি কতেবা অসুলূ ইকু ধাতু॥
লেখা হোই ত লিখীঐ লেখৈ হোই ৱিণাসু॥
নানক ৱডা আখীঐ আপে জাণৈ আপু॥২২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ

লক্ষ লক্ষ পাতালের নীচে পাতাল, লক্ষ লক্ষ আকাশের উপরে আকাশ, ইহার অন্ত খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেদ পরিশ্রান্ত হইয়া যায়, এবং কেবল এককথা বলে (যে পরমেশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্টির অন্ত নাই, ইহা অনন্ত)। অষ্টাদশ সহস্র হিন্দু এবং মুসলমান-গ্রন্থ (অথবা অষ্টাদশ পুরাণ, সহস্র ঋষিমুনি এবং কোরাণাদি মুসলমান গ্রন্থ) কহিতেছে যে আসল অর্থাৎ মূলতঃ একই মাত্র সত্ত্বা (পরমেশ্বর)। যদি লিখিয়া তাহাকে বর্ণনা করা যায় তাহা হইলে লেখ, কিন্তু লেখারদ্বারা বর্ণিতবস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নানক কহিতেছে, কেবল বল তিনি বড়, মহান্, ভূমা, একমাত্র তিনি আপনিই আপনাকে জানেন ॥২২॥

টীকা।

ওড়ক=অন্ত। ভালি=খুঁজিয়া। থকে=ক্লান্ত হইয়া যায়। কতেবা= কেতাব, কোরাণ, মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ। অস্থলু=আসলে, মূলে। ধাতু=বস্তু। ফরিদকোট টীকা বলে ধাতু অর্থে মিথ্যা, নাশবন্ত বস্তু, এই মতে শেষ অংশের অর্থ এই, "আসলে এক পরমাত্মা, অন্য সমুদয়, ধাতু অর্থাৎ নশ্বর বস্তু।" আখীঐ= বল। একমাত্র তিনি আপনিই আপনাকে জানেন।

পৌড়ী ২৩।

সালাহী সালাহি এতী সুরতি ন পাঈআ ॥
নদীআ অতৈ ৱাহ পৱহি সমুংদি ন জাণী অহি ॥
সমুংদ সাহ সুলতানু গিরহা সেতী মালু ধনা ॥
কীড়ী তুলি ন হোৱনী জে তিসু মনহু ন ৱীসরহি ॥২৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ।

স্তোতৃবৃন্দ তাঁহার স্তুতি কীর্ত্তন করে, কিন্তু এতটা তাঁহার মহিমা, এই জ্ঞান তাহারা পায় না, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেনা। নদী এবং প্রবাহ বা নালাসকল সমুদ্রে যাইয়া পৌঁছায় কিন্তু তাহারা জানেনা সমুদ্র কত বড়। সমুদ্রের ন্যায় অসীম শক্তি সম্পন্ন কোনও রাজা অথবা সম্রাট যাহাদিগের পর্ব্বত প্রমাণ ধনসম্পত্তি আছে, তাহারা একটি কীটের তুল্যও নহে, যদি সেই কীট তাহার মন হইতে পরমেশ্বরকে না ভুলিয়া যায় ॥২৩॥

টীকা।

সালাহী=যে স্তুতি করে। সালাহ=স্তুতি করে। এতী=এতটা, অর্থাৎ ইয়ত্তা বা অন্ত। সুরতি=জ্ঞান। সাহ=রাজা। সুলতান=সম্রাট। গিরহা-সেতী=গিরি অর্থাৎ পাহাড়ের মত। কীড়ী=কীট। বীসরহি=ভুলিয়া যায়। কীড়ী তুলি=কীটের তুল্য নগণ্য জনও ভগবৎ প্রেমবান হইলে অতি বড় সম্রাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

পৌড়ী ২৪।

অংতু ন সিফতী কহণি ন অংতু ॥
অংতু ন করণৈ দেণি ন অংতু ॥
অংতু ন ৰেখণি সণণু ন অংতু ॥
অংতু ন জাপৈ কিআ মন মংতু ॥
অংতু ন জাপৈ কীতা আকারু ॥
অংতু না জাপৈ পারাৰারু ॥
অংত কারণি কেতে বিললাহি ॥
তাকে অংত ন পাএ জাহি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এহু অংতু ন জাণৈ কোই ॥
বহুতা কাহীএ বহুতা হোই ॥
বডা সাহিবু ঊচা থাউ ॥
ঊচে উপরি ঊচা নাউ ॥
এবডু ঊচা হোবৈ কোই ॥
তিস ঊচে কউ জাণৈ সোই ॥
জে বড়ি আপি জাণৈ আপি আপি ।
নানক নদরী করমী দাতি ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বরের স্তুতির অন্ত নাই, স্তুতিকারকেরও অন্ত নাই। তাঁহার কার্য্যের অর্থাৎ সৃষ্টির অন্ত নাই (অথবা যাহারা জপ তপ ইত্যাদি কার্য্য করে তাহাদের অন্ত নাই)। তাহার দানেরও অন্ত নাই (অথবা দান গ্রহণকারীর অন্ত নাই)। তাহাকে দর্শনের অন্ত নাই, শ্রবণেরও অন্ত নাই (অথবা যাহারা তাঁহাকে দর্শন অথবা শ্রবণ করে তাহাদের অন্ত নাই)। জানা যায় না তাঁহার মনে কি অভিপ্রায় আছে। তাঁহার কৃত সৃষ্টির অন্ত জানা যায় না। তাঁহার এপার ওপার কিছুরই অন্ত জানা যায় না। তাঁহার অন্ত পাইবার জন্য কত জীব ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতেছে। তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। এই অন্ত কেহ জানেন না। বহু বহু কহিলেও আরও বহু বহু বলিবার রহিয়া যায়। সেই প্রভু অতি বড় মহান্। তাঁহার স্থানও অতি উচ্চ। উচ্চ হইতে উচ্চ প্রভুর নাম। যদি এত বড় উচ্চ কেহ হইতে পারে তবে সেই উচ্চ মহান অকাল পুরুষকে জানিতে পারে। তিনি আপনি যত বড় তাহা তিনি একমাত্র আপনিই জানেন। নানক কহিতেছে, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভদৃষ্টিপাত করিয়া জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিতেছেন ; অথবা তিনি কৃপাদৃষ্টি করিয়া জীবগণকে কর্ম্মানুসারে ফল দান করেন ॥২৪॥

টীকা।

সিফতী=স্তুতি। কহণি=স্তুতিকারক। করণৈ=পরমেশ্বরের কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি। অথবা জীবের কার্য্য জপতপ ইত্যাদি। দেণি=দান। বেখণি=দর্শন, দেখা। জাপৈ=জানে। মংতু=মন্ত্রণা, অভিপ্রায়। কীতা=কত। আকারু=সৃষ্টি। পারাবারু=সমুদ্র, অথবা এপার ওপার। বিললাহি=ক্রন্দন করে। সাহিবু=প্রভু। থাউ=স্থান। নাউ=নাম। এ বডু=এত বড়। জে বডি=যত বড়। নদরী=সৃষ্টি। করমী=পারসী করম্, কৃপা অথবা সংস্কৃত কর্ম্ম।

পৌড়ী ২৫।

বহুতা করমু লিখিআ না জাই ॥
বডা দাতা তিলু ন তমাই ॥
কেতে মংগহি জোধ অপার ॥
কেতিআ গণত নহী বীচার ॥
কেতে খপি তুটহি বেকার ॥
কেতে লৈ লৈ মুকরু পাহি ॥
কেতে মূরখ খাহি খাহি ॥
কেতিআ দূখ ভূখ সদমার ॥
এহি ভি দাতি তেরী দাতার ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংদ খলাসী ভাণৈ হোই ॥
হোরু আখি ন সকৈ কোই ॥
জে কো খাইকু আখণি পাই ॥
ওহু জাণৈ জেতীআ মুহি খাই ॥
আপে জাণৈ আপে দেই ॥
আখহি সিভি কোঈ কোই ॥
জিসনো বখসে সিফতি সালাহ ॥
নানক পাতিসাহী পাতিসাহ ॥২৫॥

অনুবাদ।

প্রভু পরমেশ্বরের করুণা (অথবা দানরূপ কার্য্য) বহু বহু। তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বড় দাতা কিন্তু তাহার তিলমাত্রও লোভ নাই। কত অগণিত যোদ্ধা তাঁহার নিকট ভিক্ষা মাগিতেছে। আরও কত আছে, তাহাদিগের ধারণা করা যায় না। কত বিষয়-বিকার-প্রাপ্তজন ভ্রষ্ট হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অর্থাৎ পরমেশ্বরবিমুখ হইতেছে। কতজন পরমেশ্বরের দান গ্রহণ করিয়া তাহা অস্বীকার করিতেছে। কত মূর্খ পরমেশ্বরের দান কেবল খাইয়াই চলিয়াছে কিন্তু দাতাকে স্মরণ করেনা। কত জন ক্ষুধায় এবং দুঃখে সর্ব্বদা মৃতপ্রায়; হে দাতা, ইহাও তোমারই দান। জনম-মরণ চক্রে বন্ধন এবং মুক্তি তোমার ইচ্ছাতেই হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক আর কেহই বলিতে পারে না। অর্থাৎ পরমেশ্বরের কার্য্যের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। যদি কোন মূর্খ খাইয়া অর্থাৎ তাঁহার দান উপভোগ করিয়া এরূপ কিছু বলিতে চেষ্টা করে, সে জানিতে পারে তাহার মুখে যত আঘাত খাইতে হয় অর্থাৎ যত কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হয়। পরমেশ্বর আপনিই জীবের অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানেন এবং আপনিই দেন, এইরূপ বিরল কোনও কোনও ব্যক্তি বলিয়া থাকে। যাহাকে তিনি তাঁহার স্তব স্তুতি করিবার শক্তি কৃপা করিয়া দান করেন, নানক কহিতেছে সে বাদসাহের বাদসাহ ॥ ২৫ ॥

টীকা।

করমু=কৃপা, অথবা কার্য্য। তমাই=লোভ। জোধ=যোদ্ধা। খপহি=ভ্রষ্ট হয়, নষ্ট হয়। তুটহি=ভাঙ্গিয়া পড়ে। বেকার=বিকার গ্রস্ত। মুকরু পাহি=অস্বীকার করে। ভুখ=ক্ষুধা। সদমার=সর্ব্বদা মৃতপ্রায়। এহি ভি=ইহাও। দাতি=দান। দাতার=হে দাতা। বংদি=বন্ধ। খলাসী=মুক্তি। ভাণৈ=ইচ্ছাতে। খাইকু=খাইয়া। আখণি পাই=কহিতে চেষ্টা করে। জেতীআ=যত। মুহি খাই=মুখের উপরে ঘা খাইবে। কোঈ কোই=বিরল কেহ। বখ্সে=বখ্শিষ অর্থাৎ পুরস্কার দেন। পাতিসাহী পাতিসাহ=বাদসাহের বাদসাহ অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠ, পরম সৌভাগ্যবান।

পৌড়ী ২৬।

অমুলু গুণ অমুলু বাপারু ॥
অমুলু বাপারীএ অমুলু ভংডারু ॥
অমুলু আৱহি অমুল লৈ জাহি ॥
অমুল ভাই অমুলা সমাহি ॥
অমুলু ধরমু অমুলু দীবাণু ॥
অমুলু তুলু অমুলু পরৱাণু ॥
অমুলু বখসীস অমুলু নীসাণু ॥
অমুলু করমু অমুলু ফুরমাণু ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমুলো অমুলু আখিআ ন-জাই ॥
আখি আখি রহে লিৱ লাই ॥
আখহি ৱেদ পাঠ পুরাণ ॥
আখহি পড়ে করহি ৱখিআণ ॥
আখহি বরমে আখহি ইংদ ॥
আখহি গোপী তৈ গোৱিংদ ॥
আখহি ঈসর আখহি সিধ ॥
আখহি কেতে কীতে বুধ ॥
আখহি দানৱ আখহি দেৱ ॥
আখহি সুরি নর মুনি জন সেৱ ॥
কেতে আখহি আখণি পাহি ॥
কেতে কহি কহি উঠি উঠি জাহি ॥
এতে কীতে হোরি করেহি ॥
তা অখি ন সকহি কেঈ কেই ॥
জেৱডু ভাৱৈ তেৱডু হোই ॥
নানক জাণৈ সাচা সোই ॥
জে কো আখে বোলু ৱিগাডু ॥
তা লিখীঐ সিরি গাৱারা গাৱারু ॥২৬॥

অনুবাদ।

হে প্রভু, তোমার গুণরাশি অমূল্য এবং তোমার জীবের সহিত সত্য নামের আদান প্রদানরূপ ব্যাপার অমূল্য এবং যাহারা তোমার সহিত এই ব্যাপার করেন সেই সন্তগণও অমূল্য এবং অমূল্য তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাণ্ডার। যাহা তোমার নিকট হইতে আসে তাহা অমূল্য এবং যাহা লইয়া যাওয়া হয় তাহাও অমূল্য। অমূল্য অমূল্য তোমার প্রেম এবং অমূল্য তাঁহারা যাঁহারা উহাতে সমাহিত থাকেন। অমূল্য তোমার ধর্ম্ম—ন্যায় বিচার এবং অমূল্য তোমার ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারের দরবার। অমূল্য তোমার তুলাদণ্ড এবং অমূল্য তোমার পরিমাণ অর্থাৎ ওজনগুলি। তোমার পুরস্কার, আশীর্ব্বাদ অমূল্য এবং অমূল্য তাহার বাহিরের চিহ্ন। অমূল্য তোমার কৃপা এবং অমূল্য তোমার আদেশ। অমূল্য, অমূল্য তুমি, হে প্রভু, ইহা কহিতে, বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। কহিতে কহিতে চিত্তবৃত্তি তোমাতেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে সমাহিত হইয়া যায়। বেদ এবং পুরাণের পাঠে পরমেশ্বরের গুণ ও মহিমার কীর্ত্তন হয়। যাহারা পাঠ করে তাহারা তাহার গুণ এবং মহিমা ব্যাখ্যা করে। তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে ব্রহ্মা, কীর্ত্তন করে ইন্দ্র। গোপীগণ এবং গোবিন্দ তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন। মহেশ্বর, শিব এবং সিদ্ধগণ তাহার গুণ কীর্ত্তন করেন। কত পরমেশ্বরের সৃষ্ট বুদ্ধগণ (অথবা পণ্ডিতগণ) তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে দানবগণ এবং দেবগণ, সুর, নর, মুনিগণ, ভক্তজনগণ এবং সেবকগণ (অথবা শৈবগণ) তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে। কত অসংখ্য জন বর্ত্তমানে পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে; কত জন কীর্ত্তন পাইবে ভবিষ্যতে, এবং কত জন অতীত কালে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে উঠিয়া উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরমেশ্বর যত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি আরও জীব সৃষ্টি করেন তথাপি কেহই তাহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া উঠিতে পারিবেনা। তিনি যত বড় হইতে ইচ্ছা করেন তত বড়ই হইতে পারেন। নানক কহিতেছে, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরই জানেন তিনি কত বড়। যদি তাঁহার সম্বন্ধে কেহ বিপরীত বাক্য বলে, যে সে পরমেশ্বরের মহিমা সমুদয় জানে, তবে তাহার সম্বন্ধে লিখিয়া দাও যে, সে মূর্খের মূর্খ, মহামূর্খ ॥২৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টীকা।

পূর্ব্বে ২৫ নং পৌড়ীর শেষ পংক্তিতে বলা হইয়াছে যিনি পরমেশ্বরের কীর্ত্তন করেন, তিনি বাদসাহের বাদসাহ। ফরিদকোট সংস্করণের টীকাতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, এই ২৬ নং পৌড়ীতে ঐ প্রকার সন্তজনগণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু অপর অধিকাংশ টীকাকারই ইহাতে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমরা সেই অর্থই অবলম্বন করিয়াছি। অমুলু=অমূল্য। বাপার=ব্যাপার, বাণিজ্য, আদানপ্রদান। বাপারী এ= ব্যাপারী, বণিক্। আৱহি=আসে। ভাই=ভাব, প্রেম। সমাহি=সমাধি। ধরমু=ধর্ম, ন্যায়ান্যায় বিচার। দীবাণু=দেওয়ান, বিচারালয়। তুলু=তুলাদণ্ড। পরৱাণু=ওজন, বাটখারা। বখসীস=পুরস্কার। নীসাণু=চিহ্ন। করমু=কৃপা। ফুরমাণু=হুকুম, আদেশ। ৱখিআণ=ব্যাখ্যান। বরমে=ব্রহ্মা। ইংদ= ইন্দ্র। ঈশ্বর=মহেশ্বর, শিব। কীতে=সৃষ্ট। বুধ=বুদ্ধ, অথবা পণ্ডিত। জন=ভক্তজন। সেৱ=সেবক, অথবা শৈব। পাহি=পাইবে। হোরি=আরও এত। কেঈ=কেহই। জেৱডু=যত বড়। ভাৱৈ=ইচ্ছা করে। বোলু ৱিগাডু=বিরুদ্ধ, বিপরীত, বিরূপ কথা। সিরি=মস্তকে। গাৱাঙ্=মূর্খ।

পৌড়ী ২৭

সো দরু কেহা সো ঘরু কেহা জিতু বহি সরব সমালে ॥
ৱাজে নাদ অনেক অসংখা কেতে ৱাৱণ হারে ॥
কেতে রাগ পরী সিউ কহী অনি কেতে গাৱণ হারে ॥
গাৱহি তুহনো পউণু পাণী বৈসংতরু গাৱৈ রাজা ধরমু দুআরে ॥
গাৱহি চিতুগুপতু লিখি জাণহি লিখি লিখি ধরমু ৱীচারে ॥
গাৱহি ঈশরু বরমা দেৱী সোহনি সদা সৱারে ॥
গাৱহি ইংদ ইংদাসণি বৈঠে দেৱতিআ দরি নালে ॥
গাৱহি সিধ সমাধী অংদরি গাৱনি সাধ ৱিচারে ॥
গাৱনি জতী সতী সংতোখী গাৱহি ৱীর করারে ॥
গাৱহি পংডিত পড়নি রখীসর জুগু জুগু ৱেদা নালে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাৱহি মোহণীআ মন মোহনি স্থরগা মছ পইআলে ॥
গাৱনি রতন উপাএ তেরে অঠসঠি তীরথ নালে ॥
গাৱহি জোধ মহাবল সূরা গাৱহি খাণী চারে ॥
গাৱহি খংড মংডল ৱর-ভংডা করি করি রখে ধারে ॥
সোঈ তুধনো গাৱহি জো তুধু ভাৱনি রতে তেরে ভগত রসালে ॥
হোরি কেতে গাৱান সে মৈ চিতি ন আৱনি নানক কীআ ৱীচারে॥
সোঈ সোঈ সদা সচু সাহিবু সাচা সাচী নাঈ ॥
হৈ ভী হোসী জাই ন জাসী রচনা জিনি রচাঈ ॥
রংগী রংগী ভাতী করি করি জিনসী মাইআ জিনি উপাঈ ॥
করি করি ৱেখৈ কীতা আপণা জিৱ তিস দী ৱডিআঈ ॥
জো তিস্থ ভাৱৈ সোঈ করসী হুকমু ন করণা জাঈ ॥
সো পাতিসাহ সাহা পাতিসাহিবু নানক রহণু রজাঈ ॥২৭॥

অনুবাদ।

হে পরমেশ্বর, তোমার সেই দ্বার কিরূপ এবং সেই ঘর কিরূপ যেস্থানে বসিয়া তুমি সেই চরাচর বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাক। হে প্রভু, বাজে তোমার দ্বারে নাদ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নানাপ্রকার, সংখ্যাতীত, আর সব যন্ত্র বাজাইবার বাদকই বা কত।

তোমার দ্বারে রাগিণীগণ সহিত রাগসমূহের আলাপ হইতেছে, আর তাহাদিগের গায়কই বা কত।

গায় তোমাকে পবন, গায় জল, গায় বৈশ্বানর অগ্নি এবং স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তোমার দ্বারে তোমার যশোগান করে।

গায় তোমাকে চিত্রগুপ্ত যিনি জীবের সমুদয় শুভাশুভ কর্ম্ম লিখিতে জানেন এবং যাহার লেখ অনুসারে ধর্ম্মরাজ জীবগণের বিচার করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায় তোমাকে তোমার সৃষ্ট মহেশ্বর, ব্রহ্মা এবং শোভমানা সৌন্দর্য্যশালিনী দেবীগণ।

গায় তোমার দ্বারে ইন্দ্র ইন্দ্রাসনে সমাসীন হইয়া।

গায় তোমাকে সিদ্ধগণ সমাধিতে মগ্ন হইয়া এবং গায় তোমাকে বিচারবান মননশীল সাধুগণ।

গায় তোমাকে যতিগণ, পতিব্রতা নারীগণ (অথবা সত্যনিষ্ঠ পুরুষগণ) এবং সন্তোষবান, যথালাভ সন্তুষ্ট জনগণ, গায় তোমার যশঃ শক্তিশালী (অথবা করালাকৃতি) বীরগণ।

গায় তোমাকে যুগে যুগে প্রকাশমান বেদসমূহ দ্বারা পণ্ডিতগণ; পাঠশীল বিদ্যার্থিগণ এবং ঋষিশ্রেষ্ঠগণ।

গায় তোমাকে মোহিনী রমণীগণ যাহারা স্বর্গে, মর্ত্ত্যে এবং পাতালে সর্ব্বমন মোহিত করে।

গায় তোমাকে তোমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট রত্নগণ, তাহাদিগের আকর উদধি, হ্রদ, নদী প্রভৃতিতে বিরাজমান অষ্টষষ্টি তীর্থগণের সহিত।

গায় তোমাকে মহাবল যোদ্ধৃগণ ও শূরবীরগণ এবং চতুর্ব্বিধ খনিতে উৎপন্ন জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ জীবগণ, তোমার যশোগান করে।

গায় তোমাকে নবখণ্ড মহাদেশ সমূহ, ভূমণ্ডল এবং ব্রহ্মাণ্ড সমূহ যাহা তুমি রচনা করিয়া করিয়া আপন সত্তাতে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ।

গায় তোমাকে সেই যথার্থ রসিক ও ভক্তগণ যাহারা তোমাতে অনুরক্ত হইয়া তোমাকে ভাবনা অর্থাৎ প্রেম করে।

আরও কত কত জন তোমার যশোগান করিতেছে, তাহা আমার চিত্তে আসিতেছেনা, স্মরণ হইতেছেনা। নানক কি প্রকারে তাহার বিচার করিবে, তাহার স্মরণ করিয়া রাখিবে।

তিনিই, একমাত্র তিনিই সর্ব্বদা সত্যপ্রভু, তিনি সত্যস্বরূপ, সত্য তাঁহার নাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সত্য প্রভু যিনি সমস্ত সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, তিনি অতীত কালেও ছিলেন, বর্ত্তমান কালেও আছেন এবং ভবিষ্যৎকালেও বর্ত্তমান থাকিবেন। তাঁহার সৃষ্টি চলিয়া যাইবে, কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবেন না।

বিভিন্ন রঙ্গের রঙ্গের এবং বিভিন্ন প্রকারের দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নানা ভেদ করিয়া করিয়া যিনি মায়াদ্বারে বস্তুজাত সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি করিয়া আপনার সৃষ্টি আপনিই দেখেন। এইরূপ তাঁহারই মাহাত্ম্য, তাঁহারই ইচ্ছা।

তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিবেন। তাঁহার উপরে কোনও হুকুম করা যায় না।

তিনি বাদশাহ, তিনি বাদশাহদিগেরও বাদশাহ। নানক কহিতেছে, তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতেই হইবে ॥২৭॥

টীকা।

দরু=দ্বার, কেহা=কিরূপ, কোথায় অথবা কি সুন্দর, কি আশ্চর্য্য। 'সো দরু কেহা' ইহার অপর অর্থ,' 'কি সুন্দর তোমার সেই দ্বার' 'কি সুন্দর তোমার সেই ঘর'। পরমেশ্বর সগুণ ধরিলে ঘর, দ্বার ইত্যাদি মনে করা হয়; নির্গুণ ধরিলে তাঁহার স্বরূপ ঘর এবং সৎসঙ্গ 'দর' দ্বার ইত্যাদি। জিতু=যথায়। বহি =বসিয়া। সমালে=রক্ষণা বেক্ষণ কর। নাদ=বাদ্যযন্ত্র, অথবা এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র, অথবা অনাহত ধ্বনি। ৱাৱণহার=বাজনদার, বাদক। পরী= পরিবার অর্থাৎ রাগের স্ত্রী রাগিণী। সিউ=সহিত। কহীঅনি=কহিতেছে, আলাপ করিতেছে। গাৱণহার=গায়ক। তুহণু=তোমাকে। পউণু=পবন। পাণী=জল। বৈসংতরু=অগ্নি। চিতু গুপতু=চিত্রগুপ্ত। জানহি=জানে। ঈসরু=ঈশ্বর, মহেশ্বর, শিব। বরমা=ব্রহ্মা। সোহণি=শোভমানা, সৌন্দর্য্যময়। সৱারে=সৃষ্ট হইয়াছে। সিধ=সিদ্ধ। অংদরি=মধ্যে। জতী=যতি। সতী =পতিব্রতা স্ত্রী অথবা সত্যনিষ্ঠ পুরুষ। সন্তোখী=সন্তোষ যাহার আছে, যথালাভ সন্তুষ্ট। করারে=শক্তিমান, অথবা করাল, ভীষণ। পড়নি=পাঠে রত অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিত্থার্থী। রখীসর=ঋষিশ্রেষ্ঠ। মোহিনী আ=মোহিনী রমণীগণ, সুরগ=স্বর্গ। মছ=মর্ত্ত্য। পইআল=পাতাল। উপাএ=সৃষ্ট। অঠসঠি তীরথ=৬৮ তীর্থ অর্থাৎ সমুদয় তীর্থগণ। নাল=সহিত। সূরা=শূরগণ। খাণী=খনি, উৎপত্তি স্থল অনুসারে সমুদয় জীবগণকে গ্রন্থসাহেবে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা :—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। খণ্ড=এই পৃথিবী নবখণ্ডে বিভক্ত ধরা হইয়াছে সুতরাং খণ্ড=মহাদেশ মণ্ডল, সহস্র ভুমণ্ডল। ব্ররভণ্ডা=ব্রহ্মাণ্ড। ভাৱণি =ভালবাসে, প্রেম করে। রত=অনুরক্ত। রসাল=রসিক। হোরি=আয়ত্ত। চিতি=চিত্তে, মনে। সাহিবু=প্রভু। নাঈ=নাম। হৈ ভী=বর্ত্তমানেও আছেন অর্থাৎ অতীত কালেও ছিলেন। হোসী=ভবিষ্যৎকালেও থাকিবেন। জাই ন জাসী=সৃষ্টি চলিয়া যাইবে কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা যাইবেন না। অথবা জাই=জন্মগ্রহণ করা, জাসী=ভবিষ্যতে চলিয়া যাওয়া সুতরাং 'জাই ন জসী' ইহার অর্থ এই যে, তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন না এবং নাশ প্রাপ্তও হইবেন না'। রংগী রংগী=নানা রঙ্গের। ভাতী=নানাপ্রকার। জিনসী=জিনিস, উপাঈ=সৃষ্টি করিয়াছেন। ৱেখৈ= দেখেন। কীতা=কৃত সৃষ্টি। জিৱ=যে প্রকার। তিসদী=তাহারই। ৱতি আঈ =মাহাত্ম্য। ভাৱৈ=ইচ্ছা হয়। করসী=করিবেন। পাতিসাহিবু=পাত্‌সাহের প্রভু, বাদসাহের বাদসাহ। রহণু=থাকিতেই হইবে। রজাঈ=হুকুম মানিয়া।

পৌড়ী ২৮।

মুদা সংতোখু সরমু পতু ঝোলী ধিআনকী করহি বিভূতি ॥
খিংথা কাল কুআরী কাইয়া জুগতি ডংডা পরতীতি ॥
আঈ পংথী সগল জমাতী মনি জীতৈ জগু জীতু ॥
আদেসু তিসৈ আদেসু ॥
আদি আনীলু অনাদি অনাহতি জুগু জুগু একো ৱেসু ॥২৮॥

অনুবাদ

[যোগী সম্প্রদায়ের কয়েকজন যোগী গুরু শ্রীনানকজীকে তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া সাম্প্রদায়িক বেশ ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন। যোগীগণ কর্ণে মুদ্রা অর্থাৎ কুণ্ডল, স্কন্ধে ঝুলি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, গাত্রে কন্থা এবং হস্তে দণ্ড ধারণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে চিৎকার করিতেন, "আদেশ" "আদেশ" অর্থাৎ "নমস্কার" "নমস্কার"। গুরু শ্রীনানকজী যোগীগণের প্রার্থনার উত্তর স্বরূপ এই বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।]

আমি সন্তোষ অর্থাৎ যথালাভে প্রসন্নতা এবং সরম, অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে লজ্জা এই দুইটি মুদ্রা, কর্ণের কুণ্ডল ধারণ করিয়াছি, এবং পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি পূর্ব্বক সৎকর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকে করিয়াছি ঝুলিস্বরূপ এবং অকালমূর্ত্তি পরমেশ্বরের ধ্যান হইয়াছে আমার অঙ্গের বিভূতি। কালের কুমারী কন্যা অর্থাৎ সম্পূর্ণ অধীন যে এই দেহ ইহাকে করিয়াছি আমার কন্থা, অঙ্গাবরণ। যুক্তি, বিচার এবং প্রতীতি—বিশ্বাসের দণ্ড ধারণ করিয়াছি। সমস্ত জমায়েতই, সাধুগণের মণ্ডলীই, আঈ পন্থী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। মনকে জয় করিলেই জগৎ জয় করা হয়। তাঁহাকে নমস্কার; তাঁহাকে নমস্কার; যে পরমেশ্বর সকলের আদি, নীলাদি বর্ণ রহিত, অনাদি, অনাহত অর্থাৎ অপর কর্ত্তৃক আহত হয়েন না; অবিনশ্বর এবং যাঁহার যুগে যুগে একই বেশ অর্থাৎ যিনি নিত্য একরূপেই অবস্থিত ॥২৮॥

টীকা।

মুংদা=মুদ্রা, মাকড়ী। সংতোখু=সন্তোষ। সরমু=পারসী শরম, লজ্জা। কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃত শ্রম অর্থে ধরিয়াছেন। ভাব এই, শ্রম করিয়া অর্থাৎ ভিক্ষা না করিয়া আপন পরিশ্রম দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহ করা। পতু=প্রতিষ্ঠা, পাপ রহিত হইয়া পরলোকে আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপন। অথবা মান অর্থাৎ আত্ম সম্মান বোধ। ঝোলী=যোগীদিগের কণ্ঠলগ্ন ঝুলি। ধিআন=ধ্যান। বিভূতি=ভস্ম, যোগীগণ গায়ে যে ছাই মাখেন। খিংথা=কন্থা, গায়ে দেওয়ার কাঁথা। কাল কুআরী=কাল অর্থাৎ মৃত্যুর কুমারী কন্যা। অবিবাহিতা কন্যা পিতার সম্পূর্ণ অধীন থাকে, সেইরূপ এই কায়া অর্থাৎ দেহ সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুর অধীন, সুতরাং ইহা ছিন্ন কন্থার ন্যায়, যখন কালের আদেশ হইবে ইহা ছাড়িয়া ফেলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। জুগতি=যুক্তি, বিচার। পরতীত=প্রতীতি; পরমেশ্বরে বিশ্বাস। ডংডা=দণ্ড। আঈপন্থী=যোগীদিগের এক শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। কথিত আছে যে, যোগিশ্রেষ্ঠ গোরখনাথজীর "আঈ" নামে এক শিষ্যা ছিলেন, তাঁহার নাম হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম "আঈপন্থ" অর্থাৎ আঈ সম্প্রদায় হইয়াছে। এখানে ভাব এই যে, যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সকলকেই আঈপন্থ বলিয়া ধরিয়া লইয়া সমান মর্য্যাদা দিতে হইবে যেহেতু প্রকৃত ভক্তিমান পুরুষ সকল সম্প্রদায়েই থাকিতে পারেন, বড় নামের সম্প্রদায় হইলে প্রকৃত বড় ধার্ম্মিক হওয়া যায় না; "আদেশ" এই বলিয়া যোগীগণ চীৎকার করিতেন, অর্থ বোধ হয় এই যে, গোরখনাথজীর আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। এই কথাটি যোগীগণ পরস্পর নমস্কারের সম্ভাষণরূপে ব্যবহার করিতেন। অনীল=নীলাদিবর্ণ রহিত। অথবা যাহাতে নীল রং অর্থাৎ কোনরূপ কলঙ্ক নাই। অনাহত=নাশরহিত।

পৌড়ী ২৯।

ভুগতি গিআনু দইআ ভংডারণি ঘটি ঘটি ৱাজহি নাদ ॥
আপি নাথু নাথী সভ জাকী রিধি সিধ অৱরা সাদ ॥
সংজোগু বিজোগু দুই কার চলাৱহি লেখে আৱহি ভাগ ॥
আদেসু তিসৈ আদেসু ॥
আদি অনীলু অনাদি অনাহতি জুগু জুগু একো ৱেসু ॥২৯॥

অনুবাদ।

[এই পৌড়ীতেও যোগী সম্প্রদায়ের সহিত তুলনা চলিতেছে]

যোগীগণ ভোজনকে 'ভুগতি' বলে। আমার ভোজন জ্ঞান, দয়া আমার ভাণ্ডারী এবং যোগীরা যে ঘণ্টা বাজাইয়া নাদধ্বনি করে সেই নাদ অনাহত ধ্বনি যাহা প্রতি ঘটে ঘটে অর্থাৎ প্রতি দেহেই বাজিয়া থাকে। যোগিগণের মহান্তকে নাথ বলিয়া থাকে। যাঁহার নথীতে জ্ঞানরূপ সূত্রদ্বারা সমুদয় সৃষ্টি গ্রথিত রহিয়াছে সেই পরমেশ্বর আপনিই নাথ। ঋদ্ধি সিদ্ধি অতিমানবিক শক্তি যাহা যোগিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাঙ্ক্ষা করে তাহার স্বাদ অন্যপ্রকার অর্থাৎ সকাম, সুতরাং নিকৃষ্ট। যোগিগণের কোনও নূতন চেলা হইলে বলে সংযোগ এবং কোনও চেলা চলিয়া গেলে তাহাকে বলে বিয়োগ। নানকজী বলিতেছেন, প্রভু পরমেশ্বর জীবের ইষ্টানিষ্টের সংযোগ এবং বিয়োগ এই দুই প্রকার নিয়ম চালাইয়াছেন তাহা জীবের ভাগ্যলেখ অর্থাৎ অদৃষ্ট লিপি অনুসারে আসে যায় অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত সুখদুঃখাদি পরমেশ্বরের নিয়মে আসে যায়। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। যে পরমেশ্বর সকলের আদি, নীলাদি বর্ণরহিত, অনাদি, অবিনশ্বর এবং প্রতি যুগেই যিনি একরূপে অবস্থিত ॥২৯॥

টীকা।

ভুগতি=ভুক্তি, ভোজন। নাথী=সূত্রদ্বারা গ্রথিত নথী, সমুদয় জগৎকে পরমেশ্বর একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য তিনিই নাথ পদবাচ্য। অৱরা= অপর অর্থাৎ নিকৃষ্ট। অনাত্মজ্ঞ জনেরাই ঋদ্ধি সিদ্ধি ইত্যাদি শক্তির জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, পরমেশ্বরের ভক্তগণ এ সকল তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

পৌড়ী ৩০।

একা মাঈ জুগতি ৱিআঈ তিনি চেলে পরৱাণু॥
ইকু সংসারী ইকু ভংডারী ইকু লাএ দীবাণু॥
জিৱ তিসু ভাবৈ তিবৈ চলাবৈ জিৱ হোবৈ ফরমাণু॥
ওহু বেখৈ ওনা নদরি ন আবৈ বহুতা এহু বিডাণু॥
আদেসু তিসৈ আদেসু॥
আদি অনীলু অনাদি অনাহতি জুগু জুগু একো বেসু॥৩০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ।

এক অকালমূর্ত্তি পরমেশ্বর মায়ার সহিত যুক্ত হইলেন। মায়া তখন তিনটী প্রামাণিক চেলা—শিষ্য বা পুত্র প্রসব করিলেন। একজন সংসারী, অর্থাৎ সংসারের সৃষ্টি কর্ত্তা, ব্রহ্মা, একজন ভাণ্ডারী অর্থাৎ ভোজনাচ্ছাদন প্রভৃতির দাতা, পালনকর্ত্তা এবং একজন এই সংসারের লয় অর্থাৎ নাশ করেন। সেই পরম পুরুষের যেরূপ ইচ্ছা হয় সেই প্রকারই এই তিনজনকে চালিত করেন। যেরূপ তাঁহার আদেশ হয়, সেইরূপই এই তিনজন চলেন। সেই অকালপুরুষ স্বয়ং সব দেখিতেছেন কিন্তু তিনি উক্ত তিনজনের দৃষ্টিগোচর হয়েন না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার। যে পরমেশ্বর সকলের আদি, নীলাদি বর্ণরহিত, অনাদি, অবিনশ্বর, এবং প্রতিযুগে যিনি একরূপে অবস্থিত ॥৩০॥

টীকা।

একা=এক পরমেশ্বর। মায়ী=মাতা মায়া। একা শব্দকে মায়ীপদের বিশেষণ-রূপে ধরা যায়। তাহা হইলে অর্থ হইবে "এক মাতা মায়া"। কেহ কেহ 'মায়ী' পদকে 'মায়ার অধীশ্বর' এই অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে 'একা মায়ী' অর্থ 'এক মায়াপতি পরমেশ্বর'। জুগতি=যুক্ত হইলেন। বিআঈ=প্রসব করিলেন। চেলে=শিষ্য, পুত্র এই উভয় অর্থই এস্থলে ধরিতে হইবে। মায়া হইতে উৎপন্ন হইলেন বলিয়া ইহারা মায়ার পুত্র এবং পরমেশ্বরের উপদেশ অনুসারে তাঁহারা চলিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে চেলা কহা হইয়াছে। সংসারী=সংসারের উৎপত্তি করিতে লাগিলেন, এজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। ভাংডারী=জীবগণের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভাণ্ডার করিয়া সকলকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু। লয়ে দীবাণু=বিচার স্থলে লইয়া যায়েন, মৃত্যুর পথে সুতরাং সংহার কর্ত্তা রুদ্র (শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।২৩ দ্রষ্টব্য)। জিব=যে প্রকারে। তিসু ভাবৈ=তাঁহার ইচ্ছা হয়। তিবৈ=সেইরূপ। ফুরমাণু=হুকুম, আদেশ। ওহু=তিনি। ওনা=উহাদিগের। নদরি=নজর, দৃষ্টি। বিডাণু=আশ্চর্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ৩১।

আসণু লোই লোই ভংডার ॥
জো কিছু পাইআ সু একা ৰার ॥
করি করি ৱেখৈ সিরজণ হারু ॥
নানক সাচে কী সাচীকার ॥
আদেসু তিসৈ আদেসু ॥
আদি অনীলু অনাদি অনাহতি জুগু জুগু একো বেসু ॥৩১॥

অনুবাদ।

প্রতি লোকে লোকেই অর্থাৎ সর্ব্বত্রই তাঁহার আসন এবং লোকে লোকেই তাঁহার ভাণ্ডার। জীব যাহা কিছু পায় তাহা একবারই পায় অর্থাৎ আপন আপন প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে জন্মিবার সময়ে পরমেশ্বর তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সৃষ্টি কর্ত্তা পরমেশ্বর সৃষ্টি রচনা করিয়া করিয়া সমুদয় দেখিতেছেন অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। সেই সত্যস্বরূপের সমুদয় কার্য্যই সত্য। নমস্কার তাঁহাকে নমস্কার। যে পরমেশ্বর সকলের আদি, নীলাদি বর্ণরহিত, অনাদি, অবিনশ্বর, এবং প্রতি যুগে যুগে যিনি একরূপেই অবস্থিত ॥৩১॥

টীকা।

লোই=লোকে। সু=তাহা। ৱেখৈ=দেখিল। সিরজণহার=সৃষ্টিকর্ত্তা। সচে কী=সত্যস্বরূপের। কার=কার্য্য।

পৌড়ী ৩২।

ইকদূ জীভৌ লখ হোহি লখ হোৰহি লখৰীস ॥
লখু লখু গেড়া আখীঅহি এক নামু জগদীস ॥
এতু রাহি পতি পৱড়ীআ চড়ীঐ হোই ইকীস ॥
সুণি গলা আকাস কী কীটা আঈ রীস ॥
নানক নদরী পাঈঐ কূড়ী কূড়ৈ ঠীস ॥৩২॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ।

একটি জিহ্বা যদি লক্ষ হয় এবং লক্ষ যদি বিংশতি লক্ষ হয় এবং প্রতি জিহ্বা দ্বারা যদি লক্ষ বার এক জগদীশ্বরের নাম জপ করা যায় অর্থাৎ দিবা রাত্রি অবিচ্ছেদে যদি তাঁহার নাম জপ করা যায় তবে এই নামজপরূপ রাস্তা দ্বারা পতির মহলের সিঁড়ি চড়িয়া তাঁহার সহিত এক হওয়া যায়। আকাশের বার্ত্তা শুনিয়া কীটের ঈর্ষা হয়। নানক কহিতেছে, পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টি দ্বারাই তাঁহার নাম লাভ হয়। অপর সমুদয় মিথ্যাবাদীর মিথ্যা জল্পনা মাত্র ॥৩২॥

টীকা।

ইকদূ=একটি। গেডা=বার। আখীঅহি=উচ্চারণ করে, জপ করে। এতু=এই। রাহি=রাস্তা দ্বারা। পরভীআ=পৌড়ী, সিঁড়ি অথবা সোপান। জ্ঞানের সাতটি সোপান অথবা সপ্তভূমির কথা আছে। যথা—জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা। বিচারণা দ্বিতীয়াস্যাৎ তৃতীয়া তনুমনসা॥ সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থীস্যাৎ ততোঽসংসক্তি নামিকা। পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্যগা স্মৃতা॥ (১) শুভেচ্ছা=হরিগুরু কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে ইচ্ছা হওয়া; (২) বিচার= কে আমি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, সংসার কি ইত্যাদি বিচার; (৩) তনুমনসা=বিষয় হইতে মনকে ব্যাবৃত্ত করা; (৪) সত্ত্বাপত্তি=জ্ঞানের প্রাপ্ত; (৫) অসংসক্তি=দেহাত্মবুদ্ধি হইতে মুক্তি; পদার্থাভাবনী=পরমেশ্বর ব্যতীত জগতের অন্যসমুদয় পদার্থের ভাবনা হইতে মুক্তি; তুর্যগা অথবা তুরীয়া অবস্থা, যখন পরমেশ্বরের সহিত একতা হইয়া যায়, যাহাকে নানকজী ইকীস বলিয়াছেন। হোই ইকীস=এক হইয়া যায়। গলা=বার্ত্তা। স্বণি গলা ইত্যাদি=ভাব এই যে চিদাকাশবিহারী জ্ঞানী এবং ভক্তগণের উচ্চ অবস্থার কথা শুনিয়া দেহাত্মবাদী বিষয়াসক্ত জনগণের ঈর্ষা জন্মে। নদরী=কৃপাদৃষ্টি। ঠীস=জল্পনা, বৃথা আস্ফালন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ৩৩।

আখণি জোরু চুপৈ নহি জোরু ॥
জোরু ন মংগণি দেণি ন জোরু ॥
জোরু ন জীৰণ মরণি ন জোরু ॥
জোরু ন রাজি মাল মনি সোরু ॥
জোরু ন সুরতী গিআনি ৰীচারি ॥
জোরু ন জুগতী ছুটৈ সংসারু ॥
জিসু হথি জোরু করি ৰেখৈ সোই ॥
নানক উতমু নীচু ন কোই ॥৩৩॥

অনুবাদ।

জীবের আপনার কথা কহিবার শক্তি নাই, মৌন ধারণ করিয়া থাকিবারও শক্তি নাই। প্রার্থনা করিবার শক্তি তাহার নাই, দান করিবার শক্তিও নাই। জীবিত থাকিবার শক্তি জীবের নাই, মরিবার শক্তিও নাই। রাজ্য ও ধনসম্পত্তি যাহাতে মনে উত্তেজনা জন্মে তাহা লাভ করিবার শক্তি জীবের আপনার নাই। বুদ্ধি জ্ঞান এবং বিচার শক্তি লাভ করিবার ক্ষমতা জীবের আপনার নাই। পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইবার অথবা সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার শক্তি জীবের নাই। যে পরমেশ্বরের হাতে শক্তি রহিয়াছে, তিনি সৃষ্টি করিয়া সমুদয় দেখাইতেছেন অর্থাৎ চালাইতেছেন। নানক কহিতেছে, আপনা আপনি উত্তম অথবা অধম কেহ নাই, পরমেশ্বর যাহাকে যেরূপ রাখিয়াছেন, সে সেইরূপই আছে ॥৩৩॥

টীকা।

আখণি=কথা কহিতে। মংগনি=মাগিতে, চাহিতে। রাজি=রাজ্য। মাল=ধন সম্পত্তি। সোরু=সোর, গোলমাল; উত্তেজনা। সুরতী=বুদ্ধি। জুগতী=যুক্তি, যোগ্য। হথি=হস্তে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ৩৪।

রাতী রুতী থিতী ৰার ॥
পৰণ পাণী অগনী পাতাল ॥
তিসু ৰিচি ধরতী থাপি রখী ধরমসাল ॥
তিসু ৰিচি জীঅ জুগতি কে রংগ ॥
তিনকে নাম অনেক অনংত ॥
করমী করমী হোই বীচারু ॥
সচা আপি সচা দরবারু ॥
তিথৈ সোহনি পংচ পরৰাণু ॥
নদরী করমি পৰৈ নীসাণু ॥
কচ পকাঈ তিথৈ পাই ॥
নানক গইআ জাপৈ জাই ॥৩৪॥

অনুবাদ।

রাত্রি, ঋতু, তিথি, বার, পবন, জল, অগ্নি, পাতাল ইত্যাদি যে প্রপঞ্চ, তাহার মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীকে ধর্ম্মশালা, অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান ভূমিরূপে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই পৃথিবীর মধ্যে তিনি জীব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাদের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম উপাসনাদি নানাপ্রকারের এবং গৌর, শ্যাম ইত্যাদি বর্ণও নানাপ্রকার এবং তাহাদের অনেক প্রকার নাম এবং সংখ্যা অনন্ত। পরমেশ্বর স্বয়ং সত্যস্বরূপ এবং তাঁহার দরবার, বিচারালয়ও সত্য, তথায় এই জীবগণের প্রত্যেকের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বিচার হইয়া থাকে। সেই দরবারে প্রামাণিক সন্তজনগণ শোভা পায়েন। তাঁহাদের মস্তকে পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টি এবং করুণার চিহ্ন পড়িয়াছে। জীবগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে কে কাঁচা কে পাকা অর্থাৎ কে সত্যধার্ম্মিক, কে অধার্ম্মিক পরমেশ্বরের দরবারেই তাহার নিশ্চয় পাওয়া যায়। নানক কহিতেছে, সেস্থানে যাইয়া তাহা জানিতে পারা যায়।

টীকা।

রুতী=ঋতু। থিতি=তিথি। থাপি=স্থাপন করিয়া। ধরমসাল=কর্ম্মভূমি। যে স্থানে জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্জ্জন করে। ধরতী=ধরিত্রী, পৃথিবী। জীঅ=জীব। জুগতি=আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, উপাসনাদির সহিত যোগ। রংগ=বর্ণ। তিথৈ=সেখানে, সেই দরবারে। সোহনি=শোভা পায়। পংচ পরবাণ=প্রামাণিক সন্তজনগণ। করমী=কৃপায়। কচ পকাঈ=কাঁচা ও পাকা। কাঁচা অর্থাৎ যাহাদের ধর্ম্মের জ্ঞানমাত্র। পাকা=যাহারা দৃঢ়রূপে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। জাপৈ জাই=জানা যায়।

পৌড়ী ৩৫।

ধরম খংডকা এহো ধরমু॥
গিআন খংডকা আখহু করমু॥
কেতে পৱণ পাণী বৈসংতর কেতে কান মহেস॥
কেতে বরমে ঘাডতি ঘাডীঅহি রূপ রংগ কে ৱেস॥
কেতীআ করমভূমী মের কেতে কেতে ধূ উপদেস॥
কেতে ইংদ চংদ সূর কেতে কেতে মংডল দেস॥
কেতে সিধ বুধ নাথ কেতে কেতে দেৱী ৱেশ॥
কেতে দেৱ দানৱ মুনি কেতে কেতে রতন সমুংদ॥
কেতীআ খাণী কেতীয়া বাণী কেতে পাত নরিংদ॥
কেতীআ সুরতী সেবক কেতে নানক অংতু ন অংতু॥৩৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ।

ধর্ম্মখণ্ডের প্রকৃতি এই প্রকার, এখন জ্ঞান খণ্ডের স্বরূপ কহা যাইতেছে। কত পবন, জল, বৈশ্বানর, অগ্নি, কত কৃষ্ণ, কত মহেশ্বর, কত ব্রহ্মা, কত সৃষ্টি রচনা করিতেছে; তাহার কত রূপ, কত রং, কত বেশ, কত সুমেরু, কত ধ্রুব এবং তাহার উপদেষ্টা নারদ ঋষি, কত ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কতই মণ্ডল এবং মণ্ডলান্তর্গত দেশ; কত সিদ্ধ, বুদ্ধ, নাথ, যোগী, কত দেবীবেশ ধারিণী, কত দেব, দানব, মুনি, কত কত রত্ন এবং রত্নাকর সমুদ্র; কত খণি, কত বাণী, কত পাতসাহ, কত নরেন্দ্র; কত শ্রুতি অর্থাৎ বেদ এবং কত তাহার সেবক অর্থাৎ বেদোচিত ধর্ম্মের অনুচর। নানক কহিতেছে, ইহার অন্ত নাই, অন্ত নাই ॥৩৫॥

টীকা।

পূর্ব্ব পৌড়ীতে ধর্ম্ম খণ্ডের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে কর্ম্মানুসারে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হয় এবং সে তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করে। এই পৌড়ীতে জ্ঞানীর নিকট সৃষ্টি কিরূপ প্রতিভাত হয় তাহাই কহিতেছেন। কর্ম্মখণ্ডে শুভাশুভ কর্ম্ম পরিমিত, কিন্তু জ্ঞানোজ্জ্বল নেত্রে জ্ঞানী দেখেন যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত সাগরে ভাসিতেছে।

আখহু=বলিব। করমু=নিয়ম। কেতে=কত। কান (কানু)=কৃষ্ণ। বরমে=ব্রহ্মা। ঘাড়তি ঘড়ীঅহি=সৃষ্টি রচনা করিতেছে। মের=মেরু সুমেরু। ধ্রু উপদেশ=ধ্রুব এবং তাহার ধর্ম্মোপদেষ্টা নারদ। সূর=সূর্য্য। মংণ্ডল=দেশ; কয়েকটি দেশ লইয়া এক একটি মণ্ডল, মহাদেশ; অথবা মণ্ডল=ভূমণ্ডল। বুধ= বুদ্ধ অথবা পণ্ডিত। সমুংদ=সমুদ্র, রত্নাকর। খাণী=জীবের চারিপ্রকার উৎপত্তি স্থান, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার জীব। বাণী= ভাষা অথবা কণ্ঠ সম্ভূত চারি স্বরের চারিপ্রকার বিশিষ্টরূপ—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। পাত=পাতসাহ। নরিংদ=নরেন্দ্র। সুরতী=শ্রুতি। সেবক= যাহারা বেদের সেবা করেন, বেদোক্ত কার্য্যের অনুবর্ত্তী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ৩৬।

গিআন খংড মহি গিআণু প্রচংডু ॥
তিথৈ নাদ বিনোদ কোড অনংদু ॥
সরম খংডকী বাণী রূপু ॥
তিথৈ ঘাড়তি ঘড়ীঐ বহুতু অনূপু ॥
তা কীতা গলা কথীআ না জাহি ॥
জেকো কহৈ পিছৈ পছুতাই ॥
তিথৈ ঘড়ীঐ সুরতি মতি মনি বুধি ॥
তিথৈ ঘড়ীঐ সুরা সিধা কী সুধি ॥৩৬॥

অনুবাদ।

জ্ঞানখণ্ডে জ্ঞান প্রচণ্ড উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য প্রবল শক্তিশালী। তথায় নাদ অর্থাৎ অনাহত ধ্বনি এবং বিনোদ প্রসন্নতা প্রভৃতি দ্বারা কোটি কোটি অর্থাৎ বহু বহু প্রকার আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। অথবা তথায় নাদ অর্থাৎ বাদ্য-যন্ত্রাদি যোগে সঙ্গীত ও বাদ্য এবং বিনোদ অর্থাৎ বিষয়ভোগজনিত বিলাস অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ লাভ হয়।

সরমখণ্ডের, আনন্দময় সন্তবাণী, আসল কথা অর্থাৎ বিশিষ্টতারূপ, বিশুদ্ধীকৃত অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য; অথবা সরমখণ্ডবাসী জনগণের বাণী, কথা, সুন্দর অর্থাৎ শুভ, সত্য এবং মধুর। তথায় বহুপ্রকারের গড়ন গড়া হয় অর্থাৎ সাধকদিগের অন্তঃকরণ গড়িয়া পিটিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত হয়, ইহার উপমা অন্যত্র কুত্রাপি পাওয়া যায় না। তথাকার কার্য্যের বার্ত্তা কহিতে পারা যায় না, বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। যদি কেহ কহিতে চেষ্টা করে, তবে সে আপনার অক্ষমতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য পরে অনুতাপ করে। তথায় সাধকগণের অন্তরিন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত নূতন করিয়া গঠিত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হয়।

টীকা।

পরচণ্ড=প্রচণ্ড, জাজল্যমান, প্রবল শক্তিমান। তিথৈ=তথায়। নাদ= অনাহতধ্বনি·অথবা নানা প্রকার যন্ত্রাদি সহযোগে সম্মিলিত একতান মধুর শব্দ। বিনোদ=প্রসন্নতা, বিলাস। কোড=কোটি। "সরম" শব্দ গ্রন্থসাহেবে তিন প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে (১) সংস্কৃত, 'শর্ম্মণ্' শব্দ হইতে, অর্থ সুখ, আনন্দ; সরমখণ্ড, অর্থ সুখময়, আনন্দময় খণ্ড বা রাজ্য; (২) পারসী 'সরম' লজ্জা হইতে এবং (৩) সংস্কৃত 'শ্রম', 'পরিশ্রম' হইতে। ফরিদকোট মুদ্রিত গ্রন্থের টীকা এস্থানে 'সরম' শব্দ লজ্জা অর্থে গ্রহণ করিয়াছে, ভাব এই যে সাধকগণ সরমখণ্ডে আসিয়া নানাপ্রকার লজ্জার বশে যথা কুলের, রাজার, গুরুর, শাস্ত্রের অথবা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা ধর্ম্মরাজের নিকটে লজ্জায় অশুভকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কেহ কেহ 'শ্রম' অর্থেও লইয়াছেন, ভাব এই যে, বহুশ্রম, কঠোর তপস্যা, তীব্র সাধনাদ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। বাণী= কথা, মূল কথা বিশিষ্টতা। রূপ=সৌন্দর্য্য, বিশুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য। অনূপু=অনুপম, যাহার উপমা সৃষ্টির কোনও পদার্থদ্বারা দেওয়া যায় না। তা=সেই সকল, অথবা তথায়। কীতা=কৃতকার্য্যের। গলা=বার্ত্তা। কথীআ না জাহি=কহিয়া, বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। জে=যদি। পছুতাই =অনুতাপ করে। ঘড়ীঐ=প্রস্তুত হয়, বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সুরতি=চিত্তবৃত্তি। মতি=অহঙ্কার বা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত এই চারিটী লইয়া অন্তঃকরণ গঠিত। যথা :—মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরং। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে (বেদান্তপরিভাষা); গুরু নানকজী এস্থলে কহিতেছেন যে চতুর্ধা বিভক্ত সমস্ত অন্তঃকরণ তথায় বিশুদ্ধ হইয়া যায়। যথা শ্রীমদভাগবতে (১।২।১৯) তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি। সুরা=দেবগণ। সিধা=সিদ্ধগণ, সুধি=শুদ্ধবুদ্ধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌড়ী ৩৭।

করম খংডকী বাণী জোরু ॥
তিথৈ হোরু ন কোই হোরু ॥
তিথৈ জোধ মহাবল সূর ॥
তিন মহি রামু রহিআ ভরপূর ॥
তিথৈ সীতো সীতা মহিমা মাহি ॥
তাকে রূপ ন কথনে জাহি ॥
ন ওহি মরহি ন ঠাগে জাহি ॥
জিনকৈ রামু ৰসে মন মাহি ॥
তিথৈ ভগত বসহি কে লোঅ ॥
করহি অনংদু সচা মনি সোই ॥
সচ খংডি ৰসৈ নিরংকারু ॥
করি করি ৱেখৈ নদরি নিহাল ॥
তিথৈ খংড মংডল ৱরভংড ॥
জে কো কথৈ ত অংত ন অংত ॥
তিথৈ লোঅ লোঅ আকারু ॥
জিৱ জিৱ হুকমু তিৱৈ তিৱ কারু ॥
ৱেখৈ ৱিগসৈ করি ৱীচারু ॥
নানক কথনা করড়া সারু ॥৩৭॥

অনুবাদ

[সরমখণ্ডে সাধকের সমগ্র অন্তঃকরণ বিশুদ্ধরূপে গঠিত হইয়া গেলে সে করমখণ্ডে অর্থাৎ কৃপার রাজ্যে পৌছিয়া যায়, সে তখন কৃপার পাত্র হয়। অকালপুরুষ পরমেশ্বর তাহার উপরে কৃপা করেন। সেই কৃপাখণ্ডের কথা এখন বলা হইতেছে।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপাখণ্ডের বাণী, আসল কথা, শক্তি, অর্থাৎ যাহারা পরমেশ্বরের কৃপালাভ করিয়া করমখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ শক্তিমান হইয়া থাকেন। অথবা যে সকল সাধকের উপরে কৃপা হইয়াছে তাঁহাদের বাণী অর্থাৎ কথা শক্তিশালী, ভাব এই যে, তাহারা যাহা কিছু আশীর্ব্বাদ করেন তাহা নিস্ফল হয় না। তথায়, করমখণ্ডে এইরূপ শক্তিশালী সাধক ব্যতীত কেহই প্রবেশ করিতে পারেনা। অথবা তথায় তাঁহাদিগের বল কেহই হটাইয়া দিতে পারেনা অর্থাৎ তাঁহাদিগের অপেক্ষা বড় আর কেহ থাকে না। তথায় যোধগণ, যাঁহারা শরীরকে জয় করিয়াছেন, মহাবলগণ যাঁহারা ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিয়াছেন, এবং শূরগণ যাহারা মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারা রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাম, রমণকারী হরি অর্থাৎ লীলাবিগ্রহধারী ভগবান্ পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। তথায় শীতল অর্থাৎ শান্তিরূপিণী সীতা ভগবৎ মহিমারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছেন অথবা সীতা আপন মহিমায় মহিমান্বিতা হইয়া তথায় রহিয়াছেন। তাঁহার রূপ বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। যে সকল ভক্তের হৃদয়ে রাম বাস করিতেছেন, তাহাদিগের মৃত্যু নাই এবং মায়ার ছলনায় তাহারা প্রতারিত হয় না। সেই করমখণ্ডে ভক্তগণের কত লোক অর্থাৎ সংঘ বাস করে, তাহারা সকলেই যেহেতু সকলের মনেই সেই সত্যস্বরূপ রাম বাস করিতেছেন।

সচ্খণ্ডে অর্থাৎ সত্যময় রাজ্যে নিরংকার প্রভু বাস করেন। তিনি সৃষ্টি রচনা করিয়া করিয়া দেখেন অর্থাৎ লালন পালন করেন, এবং কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সমুদয় সৃষ্টি কৃতকৃত্য বা আনন্দিত করিতেছেন। সেই সচ্খণ্ডে দেশ ও ভূমণ্ডল সহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। যদি কেহ তাহা বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করে তবে সে তাহার অন্ত পায় না, অন্ত পায় না। তথায় লোকের পর লোক এবং আকারের পর আকার অর্থাৎ অনাদি, অনন্ত। যেরূপ যেরূপ নিরংকার প্রভুর হুকুম হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সকল লোকবাসী জীবগণ সেইরূপ কার্য্য করে। নিরংকার প্রভু আপনার সৃষ্টি দেখিয়া এবং জীবের শুভাশুভ কর্ম্মের বিচার করিয়া প্রসন্ন হয়েন। এই নিরংকার প্রভুর তত্ত্ব বর্ণনা করা লৌহবৎ কঠিন, অর্থাৎ বাক্যদ্বারা তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।৩৭।

টীকা।

করমখণ্ড=করম এস্থানে পারসী কৃপা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সরমখণ্ডে সাধকগণ অন্তরে শুদ্ধ হইয়া গেলে করমখণ্ডে অর্থাৎ কৃপার রাজ্যে পৌছিয়া যায়। তাঁহারা তখন কৃপা লাভ করিবার যোগ্য পাত্র হয়। সেই কৃপাখণ্ডের কথা এখন বলা হইতেছে।

বাণী=মূল কথা অর্থাৎ বিশিষ্টতা। জোরু=বল, শক্তি, সামর্থ্য অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত মিলনের শক্তি। তিথৈ=তথায়। হোরু=অপর। ন হোরু=হটাইতে পারে না, অর্থাৎ তুল্য শক্তিশালী হয় না। জোধ, মহাবল, সূর=ফরিদকোট টীকার অর্থানুসারে অনুবাদে অর্থ দেওয়া গেল। ভরপূর= সম্পূর্ণরূপে। সীতো=শীতল। ন ঠাগে জাহি=ঠকিয়া যায় না। কে=কয়েক। লোক=লোকসমূহ। সচা=সত্যরূপ। নিহাল=কৃতকৃত্য, আনন্দিত। আকার=রূপ। জিব=যে প্রকার। তিব=সেই প্রকার। বিগসৈ=বিকসিত বা প্রসন্ন হয়েন। কথনা=বলা। করড়া=কঠিন। সার=লৌহ।

পৌড়ী ৩৮।

জতু পহারা ধীরজু সুনিআরু ॥
অহরণি মতি বেদ হথীআরু ॥
ভউ খলা অগনি তপতাউ ॥
ভাংডা ভাউ অংমৃত তিতু ঢালি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘড়িঐ সবদু সচী টকসাল ॥
জিনকউ নদরি করমু তিন কার ॥
নানক নদরী নদরি নিহাল ॥৩৮॥

অনুবাদ।

ইন্দ্রিয় সংযম ভাঁটি এবং ধৈর্য্য স্বর্ণকার; মতি, শুদ্ধবুদ্ধি, অথবা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নেহাই; বেদ অর্থাৎ শাস্ত্রানুশাসনরূপ হাতুড়ি; পরমেশ্বরের ভয়রূপ হাঁপর; তপস্যারূপ অগ্নির তাপ এই সকলের সাহায্যে প্রেমভাণ্ডে অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে গুরু উপদেশরূপ অমৃত ঢালিয়া সত্য টাঁকশালে "শবদ" অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম প্রস্তুত করে। যাহাদের উপরে সদ্‌গুরুর কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহারা এই কার্য্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তপস্যা করিতে পারে। নানক কহিতেছে, কৃপাময় অকাল-পুরুষ কৃপাদৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে কৃতকৃত্য করেন।

টীকা।

সাধকগণের যে অবস্থা লাভ হইবে তাহা বলিয়া এক্ষণে সাধনের কথা স্বর্ণকারের কারখানার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইতেছেন। জতু=যম, ইন্দ্রিয় সংযম। পহারা=ভাঁটি। ধীরজু=ধৈর্য্য। সুনিআরু=সোনার, স্বর্ণকার। অহরণি=নেহাই, যে লোহার উপরে রাখিয়া সোনা প্রভৃতি পিটান হয়। মতি=শুদ্ধবুদ্ধি অথবা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। বেদু=শাস্ত্রানুশীলন। হথীআরু=হাতিয়ার; হাতুড়ি। ভউ=ভয়, পরমেশ্বরের ভয়। খলা=ভস্ত্রা, হাঁপর বা ফুঁকনি, যাহাদ্বারা ভাটিতে হাওয়া দিয়া আগুন জালান হয়। তপতাউ=তপস্যা। ভাংডা=ভাণ্ড, মুচি, যাহাতে সোনা গালান হয়। অংমৃত=গুরু উপদেশরূপ অমৃত। তিতু=তাহাতে। ঘড়ীঐ=প্রস্তুত করে। সবদু=শব্দ, শব্দ-ব্রহ্ম, ভগবানের নামরূপ ব্রহ্ম। সচী=সত্য। জিনকউ=যাহাদিগের উপরে। নদরি=কৃপাদৃষ্টি। করমু=কৃপা। তিন=তাহাদিগের। কার=কার্য্য। নদরী=যিনি কৃপাদৃষ্টি করেন, কৃপাময় পরমেশ্বর। নিহাল=কৃতকৃত্য, কৃতার্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সলোকু।

পবণু গুরু পাণী পিতা মাতা ধরতি মহতু ॥
দিবস রাতি দুই দাঈ দাইআ খেলৈ সগল জগতু ॥
চংগিআঈআ বুরিআঈআ ৱাচৈ ধরমু হদূরি ॥
করমী আপো আপনী কে নেড়ৈ কে দূরি ॥
জিনী নামু ধিআইআ গএ মসকতি ঘালি ॥
নানক তে মুখ উজলে কেতী ছুটী নালি ॥১॥

অনুবাদ।

পবন গুরু, জল পিতা, মহীয়সী ধরিত্রী মাতা, দিবস এবং রাত্রি এই দুই পরিচারক এবং পরিচারিকা সমুদয় জগৎকে খেলাইতেছে। জীবের শুভ এবং অশুভ কর্ম্মসমূহ দিবা ও রাত্রি সাক্ষী থাকিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে বলে। আপন আপন কর্ম্মানুসারে কেহবা পরমেশ্বরের নিকট এবং কেহবা দূরে চলিয়া যায়। যাহারা পরমেশ্বরের নাম ধ্যান করে এবং জপ তপাদি পরিশ্রম করিয়া যায়, নানক কহিতেছে তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল হয় এবং কত লোক তাহাদের সঙ্গে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

টীকা।

যে সকল পরিচারক শিশুদিগকে দিনের বেলায় রাখে এবং খেলা দেয় তাহাদিগের নাম দাইয়া এবং যাহারা রাত্রিতে শয়ন করে তাহারা দাঈ, সুতরাং দিবস ও রাত্রি জীবের দাইয়া ও দাঈ তাহাদিগের পালক ও পালিকা। চংগিআঈআ=ভাল, শুভকর্ম্ম। বুরিআঈআ=মন্দ, অশুভ কর্ম্ম। ৱাচৈ= বলে। হদূরি=হুজুরে, নিকটে। আপো আপনী=আপন আপন। নেড়ৈ=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে। মসকতি ঘালি=পরিশ্রম করে। তে=তাহাদের। কেতী=কতজন। ছুটী=সংসার বন্ধন হইতে ছুটিয়া অর্থাৎ উদ্ধার হইয়া যায়। নালি=সঙ্গে।

এই বাণীটি 'রাগ মাঝকী বার' মধ্যে ১৮নং পৌড়ীর অব্যবহিত পূর্ব্বে ২নং শ্লোকে দ্বিতীয় গুরু অংগদের রচিত বাণীরূপে দেওয়া হইয়াছে। দুই স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন আছে। কেহ কেহ বলেন যে এটি গুরু অঙ্গদের রচিত, জপজীর সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বাণীর প্রথম দুই পংক্তি প্রায় একই কথায় গুরু শ্রীনানকজী রচিত অন্য একটি বাণীতে রহিয়াছে— রাগমারু, যোলহে নং ১, পদ ১০।

শ্রীজপজী সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

বঙ্গানুবাদ

রহিরাস

শ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবে জপজী সাহিবের পরেই "রহিরাস" নামক নয়টী বাণীর একটি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। জপজী সাহিব 'অমৃতবেলা' অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শিখগণ আবৃত্তি করিয়া থাকেন এবং "রহিরাস" সূর্য্যাস্তকালে। পঞ্চমগুরু শ্রীঅর্জ্জুনজীর সময় পর্য্যন্ত এই কয়টী বাণী রহিরাস রূপে আবৃত্তি হইত। পরে দশমগুরু শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহের সময়ে চৌপদী প্রভৃতি এবং দশম গুরুর বাণী ইহার সহিত সংযোজিত হয়। রহিরাস মধ্যে দুইটি স্তবক—বাণীর প্রথম পদ অনুসারে প্রথমটীর নাম "সোদর" এবং দ্বিতীয়টীর নাম "সোপুরখ"। প্রথমটীতে পাঁচটী বাণী, ইহার মধ্যে তিনটী গুরু শ্রীনানকজী রচিত, একটী গুরু শ্রীরামদাসজী এবং একটী গুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী রচিত। সোপুরখ স্তবকে একটী গুরু শ্রীনানকজী রচিত, দুইটী শ্রীরামদাসজী এবং একটী গুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী রচিত।

'সোদর' নামক স্তবকের প্রথম বাণীটির প্রথম শব্দ 'সোদর' অনুসারে এই স্তবক এবং এই বাণী উভয়ই সোদর নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। জপজী সাহিবের মধ্যেও ২৭নং পৌড়ীতে এই 'সোদর' নামক বাণীটি রহিয়াছে, তাহার সহিত কোথাও কোথাও সামান্য একটু পাঠান্তর আছে। এইরূপ কথিত আছে যে, গুরু শ্রীনানকজী 'অকালপুরুষ' অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরের অগ্রে উপস্থিত হইয়া যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহাই 'আশা' রাগে রহিরাস মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। পরে কোনও সময়ে নানকজীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিবি নান্‌কীজী তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ভাই, তুমি প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে যখন গিয়াছিলে সেখানে ঘর দরজা তুমি কিরূপ দেখিয়াছিলে ?" ইহার উত্তরে নানকজী যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাই জপজী মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, জপজীর অন্তর্ভুক্ত 'সোদর' সিদ্ধগণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনানকজী কহিয়াছিলেন এবং রহিরাসের অন্তর্ভুক্ত 'সোদর' বিবি নান্‌কীজীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন। দুইটী বাণীতে যে পাঠান্তর আছে তাহা অতি সামান্য। যথা, রহিরাসের বাণীতে "তেরে" এবং 'তুধনো' শব্দ অধিক রহিয়াছে। জপজীর 'গাবহি', 'জানহি', 'ইংদ', 'পৌণু', এই সকল পদের পরিবর্ত্তে রহিরাসে আছে 'গাবনি,' 'জাননি', 'ইংদ্র', 'পবন'। এইরূপ আরও অল্প কয়েকটী মাত্র সামান্য পাঠান্তর আছে ; ইহার কোনটীতেই অর্থের কোনও পার্থক্য হয় না। সুতরাং দুইটী বাণীই বস্তুতঃ এক।

রহিরাস

সোদর (১) রাগ-আশা, মহলা ১

১ওঁ সতিগুর প্রসাদি ॥

সোদরু তেরা কেহা সো ঘরু কেহা জিতু বহি সরব সমালে ॥
ৱাজে তেরে নাদ অনেক অসংখা কেতে তেরে ৱাৱণহারে ॥
কেতে তেরে রাগ পরীসিউ কহীঅহি কেতে তেরে গাৱণহারে ॥
গাৱনি তুধনো পৱণু পাণী বৈসংতরু গাৱৈ রাজাধরমু দুআরে ॥
গাৱনি তুধনো চিতুগুপতু লিখি জাণন লিখি লিখি ধরমু বীচারে ॥
গাৱনি তুধনো ঈসরো বরমাং দেৱী সোহনি তেরে সদা সৱারে ॥
গাৱনি তুধনো ইংদ্র ইংদ্রাসনি বৈঠে দেৱতিআ দরিনালে ॥
গাৱনি তুধনো সিধ সমাধী অংদর গাৱনি তুধনো সাধবীচারে ॥
গাৱনি তুধনো জতী সতী সংতোখী গাৱনি তুধনো ৱীর করারে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাৱনি তুধনো পংডিত পড়নি রখীস্বর জুগু জুগু ৱেদা নালে ॥
গাৱনি তুধনো মোহনীআং মনু মোহনি সুরগু মছু পইআলে ॥
গাৱনি তুধনো রতন উপাএ তেরে অঠসঠি তীরথ নালে ॥
গাৱনি তুধনো জোধ মহা বলসূরা গাৱনি তুধনো খাণী চারে ॥
গাৱনি তুধনো খংড মংডল ব্রহমংডা করি করি রখে তেরে ধারে ॥
সেঈ তুধনো গাৱনি জো তুধু ভাৱনি রতে তেরে ভগত রসালে ॥
হোরি কেতে তুধনো গাৱনি সে মৈ চিতি ন আবনি নানক
কিআ বীচারে ॥
সোঈ সোঈ সদা সচু সাহিবু সাচা সাচী নাঈ ॥
হৈভী হোসী জাই ন জাসী রচনা জিনি রচাঈ।
রংগী রংগী ভাতী করি করি জিনসী মাইআ জিনি উপাঈ ॥
করি করি দেখৈ কীতা আপণা জিউ তিসদী ৱডিআঈ ॥
জো তিসু ভাৱৈ সোঈ করসী ফিরি হুকমু ন করণা জাঈ ॥
সো পাতিসাহু সাহা পাতিসাহিবু নানক রহণু রজাঈ ॥১॥

অনুবাদ

হে প্রভু, তোমার সেই দ্বার কিরূপ, এবং সেই ঘর কিরূপ, যেস্থানে বসিয়া তুমি সমুদয় (চরাচর বিশ্বের) রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়া থাক।

হে প্রভু, বাজে তোমার দ্বারে নাদ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নানা প্রকার, সংখ্যাতীত, আর সব যন্ত্র বাজাইবার বাদকই বা কত !

তোমার দ্বারে কতই রাগিণীগণ সহিত রাগ সমূহের আলাপ হইতেছে ; আর তাহাদের গায়কই বা কত !

গায় তোমাকে পবন, গায় জল, গায় বৈশ্বানর অগ্নি, এবং স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তোমার দ্বারে তোমার যশোগান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায় তোমাকে চিত্রগুপ্ত যিনি জীবের সমুদয় গুপ্ত শুভাশুভ কর্ম্ম লিখিতে জানেন এবং যাঁহার লেখ অনুসারে ধর্ম্মরাজ জীবগণের বিচার করিয়া থাকেন।

গায় সর্ব্বদা তোমাকে তোমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট মহেশ্বর, ব্রহ্মা শোভমানা সৌন্দর্য্যময়ী দেবীগণ।

গায় তোমার দ্বারে দেবগণের সহিত ইন্দ্র ইন্দ্রাসনে সমাসীন হইয়া।

গায় তোমাকে সিদ্ধগণ সমাধিতে মগ্ন হইয়া এবং গায় তোমাকে বিচারবান্ মননশীল সাধুগণ।

গায় তোমাকে যতিগণ, সত্যনিষ্ঠ পুরুষগণ (অথবা পতিব্রতা নারীগণ), এবং সন্তোষবান, যথালাভ সন্তুষ্ট জনগণ, গায় তোমার যশঃ শক্তিশালী (অথবা করালাকৃতি) বীরগণ।

গায় তোমাকে যুগে যুগে প্রকাশমান বেদসমূহদ্বারা পণ্ডিতগণ, পাঠশীল বিদ্যার্থিগণ এবং ঋষিশ্রেষ্ঠগণ।

গায় তোমাকে মোহিনী রমণীগণ যাহারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে সর্ব্বমন মোহিত করে।

গায় তোমাকে তোমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট রত্নগণ, তাহাদিগের আকর উদধি, নদী, হ্রদ প্রভৃতিতে স্থিত অষ্টষষ্টি তীর্থগণের সহিত।

গায় তোমাকে মহাবল যোদ্ধৃগণ ও শূরবীরগণ এবং চতুর্বিধ খনিতে উৎপন্ন জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ জীবগণ তোমার যশোগান করে।

গায় তোমাকে নবখণ্ড মহাদেশসমূহ, ভূমণ্ডল এবং ব্রহ্মাণ্ডসমূহ যাহা তুমি রচনা করিয়া করিয়া আপন সত্তাতে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ।

গায় তোমাকে যথার্থ সেই রসিকভক্তগণ যাহারা তোমাতে অনুরক্ত হইয়া তোমাকে ভাবনা, প্রেম করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও কত কত জন তোমার যশোগান করিতেছে তাহা আমার চিত্তে আসিতেছেনা, স্মরণ হইতেছেনা, নানক কি প্রকারে তাহা বিচার করিবে, তাহার সংখ্যা স্মরণ করিয়া রাখিবে।

তিনিই, তিনিই, সর্ব্বদা সত্য প্রভু, তিনি সত্যস্বরূপ, সত্য তাহার নাম।

সেই সত্য প্রভু, যিনি সমস্ত সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, তিনি অতীত কালেও ছিলেন, বর্ত্তমান কালেও আছেন এবং ভবিষ্যৎ কালেও বর্ত্তমান থাকিবেন। তাঁহার সৃষ্টি চলিয়া যাইবে, কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবেন না।

বিভিন্ন রঙ্গের রঙ্গের এবং বিভিন্ন প্রকারের (মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি) নানা ভেদ করিয়া করিয়া যিনি মায়াদ্বারা বস্তুজাত সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি করিয়া করিয়া আপনার সৃষ্টি আপনিই দেখেন; এইরূপ তাঁহারই মাহাত্ম্য, তাঁহারই ইচ্ছা।

তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিবেন। তাঁহার উপরে কোনই হুকুম করা যায় না।

তিনি বাদসাহ, তিনি বাদসাহাদিগেরও বাদসাহ; নানক কহিতেছে তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতেই হইবে।

টীকা। জপজীর অন্তর্গত ২৭নং পৌড়ীর টীকা দ্রষ্টব্য। তাহার সহিত-ইহার কোনও পার্থক্য নাই।

সোদর ২। রাগ-আশা, মহলা ১

কোনও সময়ে গুরু শ্রীনানকজীর পিতা শ্রীকালুজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি যে প্রভুর ভজনা কর, তিনি কত বড়?" নানকজী প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে এই বিনতি নিবেদন করিয়া পিতার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।

সুণি ৰডা আখে সব কোই ॥ কেৰডু ৰডা ডীঠা হোই ॥
কীমতি পাই ন কহিআ জাই ॥ কহণেৰালে তেরে রহে সমাই ॥১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। (শাস্ত্র বাক্য) শুনিয়া শুনিয়া প্রভু পরমেশ্বরকে সকলেই বড় বলে, কিন্তু কেহ যদি তাঁহাকে দর্শন করে তবেই বলিতে পারে তিনি কত বড়, কত মহান্। হে প্রভু, তোমার মুল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না, কহিতেও পারা যায় না। যাঁহারা কহিবার লোক (অর্থাৎ যে সন্তগণ তোমার সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করিয়াছেন) তাহারাতো তোমাতেই সমাহিত হইয়া থাকেন।

টীকা। আখে=বলে। কেৱডু=কত। ডীঠা হোই=দৃষ্ট হইয়াছেন, কেহ দেখিয়াছেন। কীমতি=মূল্য।

বডে মেরে সাহিৰা গহির গংভীরা গুণী গহীরা ॥
কোই ন জাণৈ তেরা কেতা কেৱডু চীরা ॥১॥ রহাউ ॥

রহাউ ১। হে আমার মহান প্রভু, গভীর, গম্ভীর, সর্ব্বগুণের অতলস্পর্শ সমুদ্র তুমি। কেহই জানেনা তোমার অবধি, সীমারেখা কোথায় বা কত বড়।

টীকা। গহির, গহীর=গভীর। চীরা=সীমা।

সভি সুরতী মিলি সুরতি কমাঈ ॥
সভি কীমতি মিলি কীমতি পাঈ ॥
গিআনী ধিআনী গুর গুর হাঈ ॥
কহণ ন জাঈ তেরী তিলু ৱডিআঈ ॥২॥

২। সমুদয় শ্রুতিগণ অথবা জ্ঞাণীগণ সংমিলিত হইয়া যদি একাগ্রচিত্তে তোমার ভাবনা করে, যাহারা মূল্য বিচারে দক্ষ তাহারা সকলে মিলিত হইয়া যদি তোমার মূল্য বিচার করে, জ্ঞাণীগণ, ধ্যানীগণ, গুরু, গুরুর গুরু পরমগুরুগণ (অথবা অতি বড় গুরুগণ), ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যদি চেষ্টা করে, তথাপি তাহারা তিল-মাত্রও তোমার মহত্ত্বের পরিমাণ বর্ণনা করিতে পারিবেনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টীকা।

স্থরতী=শ্রুতিগণ, বেদপাঠকারীগণ। স্থরতি কমাঈ=একাগ্রচিত্তবৃত্তি হইয়া ভাবনা করে। ধিআনী=ধ্যানী, যোগী। গুর হাঈ=গুরুর গুরু অথবা বড় হইতেও বড় গুরু। 'হাঈ' শব্দ বহুবচনবাচক, এইস্থলে গৌরবে বহুবচন, অতি শ্রেষ্ঠ গুরুগণ (সরদার কাহন সিং প্রণীত গুরুশব্দরত্নাকর); গুরুর গুরু "শ্রীগুরু বাণী পরকাস", সোটী তেজা সিংজী প্রণীত ॥

সভি সত সভি তপ সভি চংগি আইআ ॥
সিধা পুরখা কীআ ৱডি আঈআ ॥
তুধ ৱিণু সিধী কিনৈ ন পাঈআ ॥
করমি মিলৈ নাহী ঠাকি রহাঈআ ॥৩॥

৩। সত্যবাদিতা প্রভৃতি সকল প্রকার গুণ, সমুদয় প্রকারের তপস্যা, সকল প্রকারের উত্তম গুণবত্তা, সিদ্ধ পুরুষগণের আয়াসলব্ধ শক্তি ও মহত্ত্ব, তোমা বিনা, তোমার কৃপাবিহনে, কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেনা ; তোমার কৃপাতেই সব মিলে ; তোমার কৃপা হইলে কিছুতেই বাধা দিতে পারে না (অথবা তোমার কৃপা না হইলে সবই বাধাপ্রাপ্ত হয়)।

আখণৱালা কিআ ৱেচারা।
সিফতী ভরে তেরে ভংডারা ॥
জিস্থ তূ দেহি তিসৈ কিআ চারা।
নানক সচু সৱারণ হারা ॥৪॥

৪। যে তোমার মহিমা বর্ণনা করিতে চাহে, সে বেচারা তুচ্ছ জীব, কি সে কহিতে পারে ? তোমার স্তুতির, গুণগাণের ভাণ্ডার (শাস্ত্রে এবং সন্তগণের হৃদয়ে) পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ; যাহাকে তুমি তোমার গুণগাণের অধিকার—শক্তি ও বুদ্ধি দাও, তাহার আর কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহায়তার প্রয়োজন হয়। নানক কহিতেছে, হে সত্যস্বরূপ তুমিই সমুদয় কার্য্যের সম্পাদনকর্ত্তা (যেরূপ তোমার ইচ্ছা তাহাই তুমি কর এবং তাহাই হইয়া থাকে)।

টীকা। আথনরালা=বক্তা বা যে মহিমা বর্ণনা করিতে চাহে। রেচারা=চারা অর্থাৎ সহায়হীন, অতি তুচ্ছ। চারা=সহায়তা, বল। সরারণহারা=সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ।

সোদর ৩। রাগ-আশা, মহলা-১

কথিত আছে যে মাতা তৃপ্তাজী একদিন শ্রীনানকজীকে বলিয়াছিলেন, "হে পুত্র, তুমি এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভজন কর, সকল সময়ে কেন পরমেশ্বরের নাম জপ করিতে থাক?" তাহাতে নানকজী এই বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

আখা জীৱা ৱিসরৈ মরি জাউ। আখণি অউখা সাচা নাউ ॥
সাচে নামকী লাগৈ ভূখ। উতু ভূখৈ খাই চলীঅহি দূখ ॥১॥

১। মাগো, যতক্ষণ আমি প্রভুর নাম কহিতে থাকি (জপ করি) ততক্ষণইতো আমি বাঁচিয়া থাকি, যখন আমি নাম ভুলিয়া থাকি তখনইতো আমি মরিয়া যাই (মৃত্যুকল্প ক্লেশ ভোগ করি)। পরন্তু এই সত্য নাম জপ করা বড় কঠিন (সকলে ইহা করিতে পারে না; যখন পূর্ব্বের বিশেষ সুকৃতি উদয় হয় তখনই নামে প্রীতি হয়)। যাহার সত্যনামের ক্ষুধা লাগে, (নামের জন্য মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে), সেই ক্ষুধার্ত্ত জনই নাম রস আস্বাদন করে এবং তাহাতে তাহার দুঃখ দূর হইয়া যায়।

টীকা। আখা=বলা, জপকরা। অউখা=কঠিন। উত=সেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সো কিউ ৱিসরৈ মেরী মাই। সাচা সাহিবু সাচৈ নাই ॥১॥ রহাউ ॥

রহাউ। তাঁহাকে কি করিয়া ভুলিগো আমার মা! সেই প্রভু সত্য, সত্য তাঁহার নাম।

টীকা। সাহিবু=সাহেব, প্রভু। নাই=নাম।

সাচে নামকী তিলু ৱডিআঈ। আখি থকে কীমতি নহী পাঈ ॥
জে সভি মিলি কৈ আখণ পাহি। ৱডা ন হোৱৈ ঘাটি ন জাই ॥২॥

২। সত্যনামের তিলমাত্র মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গেলে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার নামের মহিমার অন্ত পাওয়া যায় না। সমগ্র বিশ্বের লোক একত্র মিলিত হইয়া যদি নামী প্রভুর নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকে, তাহাতে নামের মাহাত্ম্য একটুকু মাত্রও বড় হয় না অথবা ছোট হইয়া যায় না।

টীকা। ৱডিআঈ=মাহাত্ম্য। থকে=ক্লান্ত হইয়া পড়ে, যেহেতু তাহার অন্ত পাইতে পারে না। কীমতি=মূল্য, মহিমা। ঘাটি ন জাঈ=ছোট অথবা কম হয় না।

না ওহু মরৈ ন হোৱৈ সোগু। দেদা রহৈ ন চুকৈ ভোগু ॥
গুণু এহো হোরু নাহী কোই। ন কো হোআ না কো হোই ॥৩॥

৩। না তিনি মরেন, না তাঁহার বিয়োগহেতু তাঁহার ভক্তগণকে শোক করিতে হয়। দান করিতে থাকেন তিনি জীবগণকে, তাহাদিগের পানভোজনাদি ভোগ বিষয়ে, কখনও তাঁহার ভুল হয় না। এইরূপ গুণবান অপর কেহ নাই। কখনও কেহ হয় নাই। কেহ কদাপি হইবে না।

টীকা। ন চুকৈ=ভুলেন না। হোরু=অপর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জেৰডু আপি তে ৰডু তেরী দাতি। জিনি দিনু করকে কীতী রাতি॥
খসমু ৱিসারহি তে কমজাতি। নানক নাৱৈ বাঝু সনাতি ॥৪॥৩॥

৪। হে প্রভো, যত বড় তুমি আপনি, তত বড় তোমার দান। যেমন দিন সৃষ্টি করিয়া আবার তুমি রাত্রিও করিয়াছ। এইরূপ স্বামী তোমাকে যাহারা ভুলিয়া যায় তাহারা অতি নীচ। নানক কহিতেছে, নামবঞ্চিত জীবগণ প্রেত তুল্য।

টীকা। দাতি=দান। দিনু করকে ইত্যাদি=রাত্রি না থাকিলে জীবগণ বিষয়ের ধাঁধাঁয় মরিয়া যাইত। এইজন্য জীবের প্রতি কৃপালু হইয়া পরমেশ্বর রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন। কমজাতি=ছোট জাতি। অতি নীচ। বাঝু=বিনা, ব্যতীত। সনাতি=সঙ্কীর্ণ জাতি, অতিহীন, প্রেততুল্য।

সোদর ৪। রাগ-গুজরী, মহলা ৪

এই বাণীটি চতুর্থ গুরু শ্রীরামদাসজী রচিত। তাঁহার জন্মস্থান লাহোর। তাঁহার নাম রামদাস হইলেও তাঁহার ডাক নাম ছিল জেঠা। তৃতীয় গুরু শ্রীঅমরদাসজী তাঁহার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী ভানীকে জেঠার হস্তে সম্প্রদান করিবেন বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। জেঠা লাহোর হইতে আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুবর্গ পরিবৃত হইয়া শ্রীঅমরদাসজীর ভবনে বরবেশে সমাগত হইলে গুরু শ্রীঅমরদাসজী তাহাকে কহিলেন, "বৎস জেঠা, আমাদিগের সোঢ়ী-বংশের এই কুলপ্রথা আছে যে, বিবাহের সময়ে বর নিজ অভিলাষ অনুসারে কিছু চাহিবে, এবং তাহাই তাহাকে দিতে হইবে। তুমি যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।" তখন জেঠা অর্থাৎ রামদাসজী যাহা বলিলেন তাহাই এই বাণীটিতে নিবদ্ধ হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিজে জন্নু সতিগুর সতিপুরখা বিনউ করউ গুর পাসি ॥
হাম কীরে কিরম সতিগুর সরণাঈ করি দইআ নামু পরগাসি ॥১॥

১। হে হরির জন, হরির পরম ভক্ত, সদ্‌গুরু সৎপুরুষ, আপনার নিকটে আমার এই বিনীত নিবেদন জানাইতেছি; আমি অতি তুচ্ছ জীব, ক্রিমিকীট মাত্র, আপনার শরণ লইতেছি, দয়া করিয়া আমার হৃদয়ে নাম প্রকাশ করুন।

টীকা। বিনউ=বিনতি, বিনীত নিবেদন। কীরে=কীড়া, পোকা। কিরম=ক্রিমি, তুচ্ছ জীব।

মেরে মীত গুরদেব মো কউ রাম নামু পরগাসি।
গুরমতি নামু মেরা প্রান সখাঈ হরি কীরতি হমরী রহরাসি
॥১॥ রহাউ ॥

রহাউ। হে আমার (মিত্র) ইহকাল পরকালের পরম বান্ধব গুরুদেব, আমার হৃদয়ে রামনাম প্রকাশ করুন। (গুরু মতি) হে গুরুদেব আপনার শিক্ষানুগত নামজপ আমার প্রাণসখা, প্রাণের অতিপ্রিয় বস্তু হউক, এবং হরিনাম কীর্ত্তন করি ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

টীকা। মীত=মিত্র। গুরুমতি=গুরুশিক্ষা অনুসারে যে চলে। কীরতি =কীর্ত্তন। রহরাসি=বিনয়, প্রার্থনা।

হরিজনকে বড ভাগ বডেরে জিনি হরি হরি সরধা হরি পিআসি ॥
হরি হরি নামু মিলৈ ত্রিপতাসহি মিলি সংগতি গুণ পরগাসি ॥২॥

২। হে গুরুজী, আপনার কৃপাতে আমি জানিয়াছি যে, (হরিজনের) হরিদাসের, হরির ভক্তজনের, বড়ই সৌভাগ্য—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসৌভাগ্য তাহাদের, যাহাদের হরি হরিনামের প্রতি শ্রদ্ধা এবং হরি হরি নাম জপের জন্য পিপাসা জন্মিয়াছে। গুরুর নিকট হইতে হরি হরি নাম মিলিলে তাহারা অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া যায় ; এবং সাধু সঙ্গ মিলিলে হরির গুণ, মহিমা, প্রকাশিত হইয়া যায় তাহাদের নিকটে।

টীকা। ৱডেরে=অত্যন্ত বড়। পিআসি=পিপাসা। তৃপতাসহি=তৃপ্ত হইয়া যায়।

জিনি হরি হরি হরি রসু নামু ন পাইআ তে ভাগহীণ জম পাসি ॥
জো সতিগুর সরণি সংগতি নহি আএ ধ্রিগু জীৱে ধ্রিগু জীৱাসি ॥৩॥

যাহারা হরি হরি হরি নামের রস পায় নাই, হরি নামের রসাস্বাদন করে নাই, তাহারা ভাগ্যহীন, তাহারা যমরাজের পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। যে সদগুরুর আশ্রয় এবং সঙ্গ লাভ করে নাই, ধিক্ তাহার জীবনে, ধিক তাহার জীবনের আশয়।

জিন হরিজন সতিগুর সংগতি পাঈ তিন ধুরি মস্তকি
লিখিআ লিখাসি ॥
ধংনু ধংনু সতিসংগতি জিতু হরি রসু পাইআ মিলি জন
নানকনামু পরগাসি ॥৪॥

৪। যে গুরুমুখী হরিজনগণ, হরির দাসগণ, সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করিরাছে, তাহাদিগের মস্তকে, ললাটলিপিতে পূর্ব্ব হইতেই এই পরম সৌভাগ্যের লেখ লিখিত আছে। নানক কহিতেছে, হে গুরুজী ধন্য ধন্য আপনার সৎসঙ্গ যাহা হইতে হরি রস লাভ হইয়াছে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাসের হৃদয়ে নামের প্রকাশ হইয়াছে (অতএব হে প্রভো, আমাকে নামই দান করুন)।

টীকা। ধুরি=পূর্ব্বেই। মস্তকে=ললাট লিপিতে, অদৃষ্টে।

সোদর ৫। রাগ—গূজ্‌রী, মহলা ৫

শ্রীঅর্জ্জুনজী পঞ্চম গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক সময়ে তাহার লংগরখানায় অর্থাৎ ভোজনশালায় অর্থের অভাব হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার পূজনীয় গুরুভ্রাতা ভাই গুরুদাসজী লংগরের দুরবস্থা দেখিয়া অর্থাগমের জন্য কিছু চেষ্টা উদ্যম করিয়াছিলেন; ভাই গুরুদাস ছিলেন সকলেরই সম্মানের পাত্র। তাঁহাকে পূর্ব্বতন গুরু রামদাসজী ধর্ম্মপ্রচারার্থ নানাস্থানে পাঠাইতেন। ভাই গুরুদাস আসিয়া গুরু শ্রীঅর্জ্জুনজীকেও অর্থাগম নিমিত্ত উদ্যম চেষ্টা করিতে প্রেরণা দিতে লাগিলেন। তখন গুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া এই বাণী উচ্চারণ করিলেন।

কাহে রে মন চিতৱহি উদমু জা আহরি হরিজীউ পরিআ ॥
সৈল পথর মহি জংত উপাএ তাকা রিজকু আগৈ করি
ধরিআ ॥১॥

১। কেনরে মন আহার্য্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা উদ্যম করিতে এত চিন্তা করিতেছ, যখন জীবের খাদ্য আহরণের জন্য উদ্যমে হরিজী আপনিই পড়িয়া রহিয়াছেন। পর্ব্বতের প্রস্তরের মধ্যেও কীট ইত্যাদি প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগের জীবিকা পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে রাখিয়াছেন।

টীকা। চিতৱহি=চিন্তা করিতেছ। সৈল=পর্ব্বত। উপাএ=সৃষ্টি করিয়াছেন। রিজকু=জীবিকা, খাদ্যবস্তু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেরে মাধউজী সত সংগতি মিলে সু তরিআ।
গুর পরসাদী পরম পদু পাইআ সূকে কাসট হরিআ ॥ রহাউ ॥

রহাউ। হে আমার মন, আমার মাধবজীর সৎসঙ্গ যাহার মিলে, সে সংসার সমুদ্র তরিয়া যায়। গুরু কৃপাতে সে পরমপদ মোক্ষ লাভ করে। শুষ্ক কাষ্ঠবৎ কঠিন হৃদয় হরিদ্বর্ণ, সরস হইয়া যায়, শুষ্ক কাষ্ঠ মঞ্জুরিত হয়।

টীকা। সূকে=শুষ্ক। হরিআ=হরিদ্বর্ণ অর্থাৎ সরস।

জননি পিতা লোক সুত বনিতা কোই ন কিসকী ধরিআ ॥
সিরি সিরি রিজকু সংবাহে ঠাকুরু কাহে মন ভউ করিআ ॥২॥

২। মাতা, পিতা, লোকজন (বন্ধুবান্ধব), সুত, বনিতা, কেহই কাহারও অবলম্বন নহে; মাথা মাথা জন জন হিসাবে প্রতি জীবের নিমিত্ত জীবিকা পৌঁছাইয়া দেন ঠাকুর স্বয়ং, কেনরে মন ভয় করিতেছ ?

টীকা। সিরি সিরি=প্রতি মাথা পিছু। সংবাহে=পৌঁছাইয়া দেন।

ঊড়ে ঊড়ি আবৈ সৈ কোসা তিসু পাছৈ বচরে ছুরিআ ॥
তিন কবণু খলাবৈ কবণু চুগাবৈ মন মহি সিমরণু করিআ ॥৩॥

৩। কুংজং বিহঙ্গ জননী তাহার শাবকদিগকে পশ্চাতে নীড়ে ছাড়িয়া উড়িতে উড়িতে চলিয়া যায় শত শত ক্রোশ, কে তাহাদিগকে খেলা দেয়, লালন পালন করে, কে তাহাদিগকে ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া খাওয়াইয়া দেয়, কুংজং মাতা আপনার মনের মধ্যে শাবকদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মরণ করিতে থাকে (তাহাতেই তাহাদিগের পালন হইতে থাকে), হে মন তুমি কেন ভয় করিতেছ ?

টীকা। সৈ=শত। বচরে=বাচ্চা। করণু=কে। খলারৈ=খেলাদেয়। চুগারৈ=ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া খাওয়াইয়া দেয়।

সভি নিধান দস অসট সিধান ঠাকুর করতল ধরিআ ॥
জন নানক বলি বলিসদ বলি জাঈঐ তেরা অংতু ন
পারাৱরিআ ॥৪॥৫॥

৪। সমুদয় (পদ্মাদি) নিধি সমূহ এবং অষ্টাদশ সিদ্ধি ঠাকুর করতলেই রাখিয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহার ভক্তগণকে দান করিতে ক্ষণ মাত্রও বিলম্ব হয় না)। দাস নানক কহিতেছে, —এইরূপ প্রভুর সর্ব্বদা, বার বার বলিহারী যাই। হে প্রভু তোমার অন্ত কিংবা সীমা নাই। তুমি অনন্ত এবং অসীম।

টীকা। নিধান=নিধিসমূহ, নবনিধি ; ইহাদিগের নাম, পদ্ম, মহাপদ্ম, শংখ, মকর, কচ্ছপ, মুকুংদ, কুংদ, নীল এবং বর্চ অথবা খর্ব্ব। সভি নিধান=সমুদয় ধনসম্পদ।

দশ অসট সিধান=অষ্টাদশ সিদ্ধি। অষ্ট সিদ্ধি (১) অণিমা=যথেচ্ছ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিবার শক্তি। মহিমা=যথেচ্ছ বৃহৎ শরীর ধারণের শক্তি। লঘিমা=লঘু অর্থাৎ হালকা শরীর ধারণের শক্তি ; গরিমা=যথেচ্ছ গুরু অর্থাৎ ভারী শরীর ধারণের ক্ষমতা ; প্রাপ্তি=যথেচ্ছ গমণের শক্তি : প্রাকাম্য—ইচ্ছামত বস্তুলাভের শক্তি ; ঈশিত্ব=সকলের উপরে স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠার শক্তি। বশিত্ব=যাহাকে ইচ্ছা বশ করিবার শক্তি। আরও দশটী শক্তি এইরূপ। (১) অনুরমি=ক্ষুধাতৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হওয়া। (২) দূর শ্রবণ ; (৩) দূর দরশন ; (৪) মনোবেগ=মনের তুল্য বেগে গমন। (৫) কামরূপ=ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ। (৬) পরকায়প্রবেশ। (৭) স্বচ্ছন্দ মৃত্যু=ইচ্ছামৃত্যু ; (৮) সুরক্রীড়া =দেবীগণের সহিত ক্রীড়া করিবার শক্তি ; (৯) সংকল্প সিদ্ধ=যাহা কিছু সংকল্প করা যায় তাহাই পূর্ণ করা। (১০) অপ্রতিহত গতি=যথেচ্ছ বিচরণ শক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সো পুরখ (১) রাগ-আশা, মহলা ৪

সো পুরখু নিরংজনু হরি পুরখু নিরংজনু হরি অগমা অগম অপারা ॥
সভি ধিআৱহি সভি ধিআৱহি তুধু জী হরি সচে সিরজন হারা ॥
সভি জীঅ তুমারেজী তূঁ জীআ কা দাতারা ॥
হরি ধিআৱহু সংতহু জী সভি দুখ ৱিসারণ হারা ॥
হরি আপে ঠাকুরু হরি আপে সেৱকু জী কিআ নানক জংত
ৱিচারা ॥১॥

১। সেই বিরাট পুরুষ হরি নিরঞ্জন—মায়ার অঞ্জন, মল বিরহিত, শ্রীহরি নিরঞ্জন পুরুষ, শ্রীহরি মনোবচনের অগম্য, মন অথবা বাক্যদ্বারা তাঁহাকে ধারণা করিতে পারা যায় না, শ্রীহরি অগম্য এবং অপার, অন্তহীন। হে হরি, হে সত্য স্থষ্টিকর্ত্তা, সকলেই ধ্যান করে, ধ্যান করে সকলেই তোমাকে, হে প্রভু! সমুদয় জীব তোমারই স্থষ্টি, হে হরি, তুমি সমুদয় জীবের (ভোগ এবং মোক্ষের) দাতা। হে সন্ত জনগণ, যিনি সমুদয় দুঃখ দূর করিয়া দিবার কর্ত্তা, সেই হরিকে ধ্যান কর। হে সন্তগণ! শ্রীহরি আপনিই ঠাকুর (সেব্য= স্বামী প্রভু), হরি আপনিই সেবক। নানক বেচারা তুচ্ছজীব, কি শক্তি আছে তাহার (শ্রীহরির যশোগান করিতে)।

টীকা। এই বাণীটির প্রথম পদ "সো পুরখু" ইহাতে সমগ্র বাণীর এবং পাঁচটি বাণী সংবলিত এই গুচ্ছের নাম হইয়াছে—"সো পুরখ" "সো পুরখু"=সেই পুরুষ, অর্থাৎ বিরাট পুরুষ পরমেশ্বর। নিরংজন=যাঁহার অঞ্জন অর্থাৎ মায়ার মলা নাই। অগমা, অগম=অগম্য, অবোধ্য; বার বার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তিনি সর্ব্বকালেই অগম্য, অবোধ্য; তিনি অতীতকালেও অগম্য ছিলেন, বর্ত্তমান কালেও অগম্য রহিয়াছেন, ভবিষ্যৎ কালেও অগম্য থাকিবেন। এইরূপ 'ধি আবহি', ধ্যান করে, এই পদ বার বার বলিবারও ভাব এই যে ভূত, বর্ত্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই সকলে শ্রীহরিকে ধ্যান করে। সিরজন হারা=স্মৃষ্টি কর্ত্তা। জীঅ=জীব। ৰিসারণ হারা=বিস্মরণকারী ; যিনি দুঃখ ভুলাইয়া দেন। ঠাকুরু=স্বামী, প্রভু। জংত=জন্তু, তুচ্ছ জীব।

তূ ঘট ঘট অংতরি সরব নিরংতরি জী হরি একো পুরখু সমাণা ॥
ইকি দাতে ইকি ভেখারী জী সভি তেরে চোজ ৰিডাণা ॥
তূঁ আপে দাতা আপে ভুগতা জী হউ তুধু বিনু অৱর ন জাণা ॥
তূঁ পারব্রহমু বেঅংত বেঅংত জী তেরে কিআ গুণ আখি ৰখাণা ॥
জো সেৱহি জো সেৱহি তুধু জী জনু নানক তিন কুরবাণা ॥২॥

২। হে হরি, বিরাট পুরুষ, তুমি সমুদয় ঘটে ঘটে, প্রতি জীবের অন্তরে, সর্ব্বত্র অবিচ্ছিন্ন ভাবে, একমাত্র তুমিই সমুদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ। এই সংসারে কেহ বা দাতা, কেহ বা ভিখারী, হে প্রভু, সবই তোমার আশ্চর্য্য লীলা। তুমি আপনিই দাতা, আপনিই ভোক্তা, হে প্রভু, আমি তুমি বিনা অপর কাহাকেও জানিনা। তুমি পরব্রহ্ম, অনন্ত হে প্রভু, অন্তহীন তুমি (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিন কালেই তুমি অন্তঃরহিত)। আমি মুখের কথায় তোমার গুণ কি বর্ণনা করিতে পারি! যাহারা সেবা করে, সেবা করে যাহারা তোমাকে, হে প্রভু, দাস নানক তাহাদিগের বলিহারী যাইতেছে।

টীকা। নিরংতরি=নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। সমাণা=সমাহিত রহিয়াছে। চোজ=কৌতুক, তামাসা। ৰিডাণা=আশ্চর্য্য।

হরি ধিআৱহি হরি ধিআৱহি তুধু জী সে জন জুগ মহি সুখ ৰাসী ॥
সে মুকতু সে মুকতু ভএ জিন হরি ধিআইআ জী তিন তূটী জমকী ফাঁসী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিন নিরভউ জিন হরি নিরভউ ধিআইআ জী তিনকা ভউ সব
গৱাসী ॥
জিন সেৱিআ জিন সেৱিআ মেরা হরিজী তে হরি হরি রূপ সমাসী ॥
সে ধংনু সে ধংনু জিন হরি ধিআইআ জী জনু নানকু তিন
বলিজাসী ॥৩॥

৩। হে হরি, যাহারা তোমাকে ধ্যান করে, মনোবচনক্রমে ধ্যান করে তোমাকে যাহারা, সেই ভক্তজনগণ যুগে যুগে সর্ব্বকাল সুখে বাস করে। যাহারা শ্রীহরিকে ধ্যান করে, তাহারা মুক্ত, মুক্ত হইয়া যায় তাহারা, আসা যাওয়া (জন্ম মরণ) রূপ যমের ফাঁস ছিন্ন করিয়া ফেলে তাহারা। যাহারা নির্ভয় প্রভু, ভয় রহিত হরিজীকে ধ্যান করে, তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার ভয় চলিয়া যায়। আমার প্রভু হরিজীকে যাহারা সেবা করে, হরিজীকে মনোবচন কর্ম্মে সেবা করে যাহারা, তাহারা হে হরিজী, তোমার ত্রিতাপ হরণকারী হরিরূপে সমাহিত হইয়া যায়। তাহারাই ধন্য, ধন্য তাহারা, যাহারা শ্রীহরিকে ধ্যান করে। দাস নানক তাহাদিগের বলিহারী যাইতেছে।

টীকা। তূটী=ছিঁড়িয়া ফেলা। গৱাসী=চলিয়া যাইবে। সমাসী=সমাহিত হইবে।

তেরী ভগতি তেরী ভগতি ভংডারজী ভরে বিঅংত বিঅংতা ॥
তেরে ভগত তেরে ভগত সলাহনি তুধু জী হরি অনিক অনেক
অনস্থা ॥
তেরী অনিক তেরী অনিক করহি হরি পূজা জী তপতাপহি জপহি
বেঅংতা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেরে অনেক তেরে অনেক পড়হি বহু সিম্রিতিসাসত জী
করি-কিরিআ খট্‌করম করংতা ॥
সে ভগত সে ভগত ভলে জন নানক জী জো ভাৱহি মেরে হরি
ভগৱংতা ॥৪॥

৪। হে অনন্তস্বরূপ হরিজী, তোমার ভক্তি, তোমার ভক্তির ভাণ্ডার, পূর্ণ, অন্তবিহীন হইয়া রহিয়াছে সর্ব্বকাল (ভক্ত হৃদয়ে)। হে অনন্ত হরিজী, তোমার ভক্তগণ, অনেক অনেক তোমার ভক্তগণ স্তব করিতেছে তোমাকে (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিনকালে)। হে অনন্তহীন হরিজী, (তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত) বহু বহু পূজারী তোমার পূজা করে, অনেক আকারে, তোমার তপস্যা করে, তোমার নাম জপ করে। হে প্রভু! তোমার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে এইরূপ যে বহু বহু স্মৃতি এবং শাস্ত্র গ্রন্থ আছে, তাহা অনেক অনেক তোমার ভক্তগণ পাঠ করে, অনেকে হোম যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে, অনেকে ষট্‌কর্ম্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান করে। দাস নানক কহিতেছে, হে আমার হরি ভগবান্, সেই ভক্তগণ, সেই ভক্তগণই ভাল, যাহাদিগকে তোমার ভাল লাগে।

টীকা। সলাহনি=স্তব স্তুতি করে। কিরিআ=যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। খট্‌করম=যোগ শাস্ত্র মতে ষট্‌ কর্ম্ম=ধৌতি, নেতি, নৌলি, বস্তি, ত্রাটক, ভস্ত্রা। স্মৃতি শাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণের ষট্‌ কর্ম্ম—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ। তন্ত্রশাস্ত্রে অন্যপ্রকার বর্ণনা আছে। ভাৱহি=তোমার ভাল লাগে, যাহাদিগের প্রতি তুমি প্রীত হও।

তূং আদি পুরখু অপরংপর করতা জী তুধু জেৱডু আৱরু ন কোঈ ॥
তূং জুগু জুগু একো সদা সদা তূং একোজী তূং নিহচলু করতা
সোঈ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুধু আপে ভাবৈ সোঈ ৱরতৈ জী তূং আপে করহি সু হোঈ ॥
তুধু আপে সৃষ্টি সব উপাঈ জী তুধু আপে সিরজি সভ গোঈ ॥
জনু নানক গুণ গাবৈ করতে কে জী-জো সভসৈ কা জাণোঈ ॥৫॥১।

৫। হে অকালপুরুষ, তুমি সকলের আদি, অপরংপর অপরের সহায়তা—নিরপেক্ষ সৃষ্টি কর্ত্তা তুমি, তোমার সমকক্ষ বড় অপর কেহ নাই। হে হরিজী তুমি যুগ যুগান্তরে একই থাক, তুমি নিরন্তর সর্ব্বদা এক অদ্বিতীয় স্বরূপ, তুমি নিশ্চল, অপরিবর্ত্তনীয় কূটস্থ কর্ত্তা পুরুষ। হে পরমেশ্বর, তুমি আপনি যাহা ইচ্ছাকর তাহাই ঘটিয়া থাকে, তুমি আপনি যাহা কর তাহাই হয়। তুমি আপনি সমুদয় সৃষ্টি রচনা করিয়াছ, তুমি আপনি সৃষ্টি করিয়া আপনাতেই লয় করিয়া থাক, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই একমাত্র কর্ত্তা। নানক কহিতেছে, হে কর্ত্তা পুরুষ, তুমি সকলেরই (অন্তর বাহির) সমুদয় জান, তোমার দাস আমি তোমার গুণ গান করিতেছি।

টীকা। অপরংপর=যাহার অন্যের সহায়তা প্রয়োজন হয় না ; করতা=সৃষ্টিকর্ত্তা, অপরংপর করতা, অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে যিনি অন্যের সাহায্য চাহেন না ; এক অদ্বিতীয় স্বাধীন সৃষ্টি কর্ত্তা। জেৱডু=তিনি যত বড় তত বড় আর কেহ নাই। ৱরতৈ=ঘটিয়া থাকে। গোঈ=আপনাতে লয় করিয়াছেন।

সোপুরখু ২। রাগ-আশা, মহলা ৪

তূং করতা সচি আরু মৈডা সাঁই ॥
জো তউ ভাবৈ সোঈ থীসী জোতূ দেহি সোঈ হউ পাঈ॥১॥ রহাউ॥

রাহাউ। হে কর্ত্তাপুরুষ তুমিই সত্য আমার স্বামী, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই হয়, যাহা তুমি দাও তাহাই আমি পাই।

টীকা। মৈডা=আমার। সাঁঈ=স্বামী, প্রভু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভ তেরী তূং সভনী ধিআইআ ॥
জিস্‌নো ক্রিপা করহি তিন নাম রতনু পাইআ ॥
গুরমুখি লাধা মনমুখি গৱাইআ ॥
তুধু আপি ৱিছোড়িআ আপি মিলাইআ ॥১॥

১। সমুদয় সৃষ্টি তোমার এবং সকলেই তোমার ধ্যান করে। পরন্তু যাহাদিগের উপরে তুমি কৃপা কর, তাহারাই গুরুর নিকট হইতে নাম রতন পায়। তোমার কৃপাপ্রাপ্ত গুরুমুখী জনগণ নাম রতন লাভ করে, এবং কৃপাবঞ্চিত মনোমুখী জনগণ নাম রতন হারাইয়া ফেলে। তুমি আপনিই মনমুখীগণকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখ, এবং গুরুমুখীগণকে তোমার সহিত মিলাইয়া লও।

টীকা। লাধা=লাভ করে। গবাইয়া=হারাইয়া ফেলে। ৱিছোড়িআ=বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখ।

তূ দরীআউ সভ তুঝ হী মাহি ॥
তুঝ বিনু দূজা কোঈ নাহি ॥
জীঅ জংত সভি তেরা খেলু ॥
ৱিজোগি মিলি ৱিছুড়িআ সংযোগী মেলু ॥২॥

২। হে পরমেশ্বর, তুমি নদস্বরূপ, আর সমুদয় প্রপঞ্চ তোমারই মধ্যে তরঙ্গ স্বরূপ। জীব জন্তু সমুদয়ই তোমার খেলা মাত্র। যাহারা সৎসঙ্গে বিমুখ তাহারা তোমার সহিত মিলন হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; যাহাদের গুরুমুখীজনগণের সৎসঙ্গ লাভ হইয়াছে তাহারা তোমাতে সংযুক্ত অর্থাৎ মিলিত হয়।

টীকা। দরীআউ=নদ, সমুদ্র। বিজোগী=বিযুক্ত। সংযোগী=সংযুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিস্‌নো তুং জানাইহি সোঈ জনু জাণৈ।
হরিগুণ সদহী আখি ৰখাণৈ ॥
জিন হরি সেবিআ তিনি সুখু পাইআ ॥
সহজে হী হরি নামি সমাইআ ॥৩॥

৩। হে ভগবন্! তুমি গুরুরূপে যাহাকে জানাইয়া দাও, সেই জনই তোমাকে এইরূপ জানে এবং সে সর্ব্বদাই তোমার গুণরাশি ব্যাখ্যা অর্থাৎ কীর্ত্তন করিতে থাকে। হে হরি, যাহাকে তুমি এইরূপে তোমার সেবক করিয়া লও, সেই সুখরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। হে নামী হরি, সে স্বভাবতঃই তোমার নামে সমাহিত হইয়া থাকে।

তূ আপে করতা তেরাকীআ সভু হোই।
তুধু ৰিনু দূজা অৰরু ন কেই ॥
তূ করি করি ৰেখহি জাণহি সোই।
জন নানক গুরুমুখি পরগটু হোই ॥৪॥২॥

৪। হে কর্ত্তাপুরুষ, তুমি আপনি স্বতন্ত্র কর্ত্তা, সবকিছু তোমা কর্ত্তৃক কৃত; তুমি বিনা দ্বিতীয় আর কেহ কর্ত্তা নাই। তুমি সমুদয় সৃষ্টি রচনা করিয়া করিয়া পুনরায় তাহা দেখিয়া থাক, এবং সেই তুমিই সমুদয় রচনা তত্ত্ব জান। দাস নানক কহিতেছে, তুমি গুরুদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাক (অথবা গুরুদ্বারা এই সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়)।

টীকা। কীআ=কৃত। পরগটু=প্রকট, প্রকাশ।

সোপুরখু ৩। রাগ-আশা, মহলা ১

তিতু সরৰরড়ৈ ভঈ লে নিৰাসা পাণী পাৰকু তিনহি কীআ ॥
পংকজু মোহ পগু নহী চালৈ হম দেখা তহ ডূবী অলে ॥১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। হে মন, তুমি এইরূপ সংসার সরোবর মধ্যে তোমার নিবাসস্থল করিয়াছ, যাহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অর্থাৎ ভোগের বিষয় সমূহ হইতেছে জল, তৃষ্ণা হইতেছে অগ্নি (সমুদ্রজলে বাড়বাগ্নির ন্যায়) মোহরূপ পঙ্ক (কর্দ্দম) যাহাতে বাধিয়া গিয়া বুদ্ধিরূপ চরণ পরমেশ্বরের দিকে চলিতে পারে না, সেই সরোবরের মধ্যে মনমুখরূপ তোমাকে ডুবিতে দেখিতেছি।

টীকা। তিতু=সেই। পগু=পা। ডূবীঅলে=ডুবিয়া যাইতেছে।

মন একু ন চেতসি মূড় মনা ॥
হরি বিসরত তেরেগুণ গলিআ ॥১॥ রহাউ ॥

রহাউ। হে আমার মন, মূঢ় মন আমার তুমি অনন্যচিত্ত হইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করনা, হরিকে বিস্মৃত হইয়া থাকাতে তোমার যাহাকিছু গুণ ছিল, তাহা গলিয়া, ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

টীকা। ন চেতসি=চিন্তা করনা অর্থাৎ স্মরণ করনা।

না হউ জতী সতী নহী পড়িআ মূরখ মুগধ জনমু ভাইআ ॥
প্রণৰতি নানক তিনকী সরণা জিন তূ নাহী ৰীসরিআ ॥২॥৩

২। হে মন, তুমি এই প্রকার নিবেদন কর প্রভুর নিকট—হে প্রভু, আমি যতি, যম নিয়মাদিশীল সম্পন্ন, সতী সত্যনিষ্ঠ পবিত্র চিত্ত নহি, না আমি করিয়াছি শাস্ত্র পাঠ, পরন্তু মূর্খ মূঢ় আমার জন্ম নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। নানক নিবেদন করিতেছে, যাহাদিগকে তুমি ভুলিয়া যাওনা, সেই সন্তগণের আশ্রয়ে আমি পতিত হইতেছি।

টীকা। জতী=যম নিয়মাদি অনুষ্ঠানশীল। সতী=সত্যনিষ্ঠ, পবিত্রচিত্ত।

সোপুরখু ৪। রাগ-আশা, মহলা ৫

ভঈ পরাপতি মানুখ দেহুরীআ ॥
গোবিংদ মিলণকী হইতেরী ঘরীআ ॥
আৰরি কাজ তেরৈ কিতৈ ন কাম ॥
মিলু সাধ সংগতি ভজু কেৰল নাম ॥১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। হে ভাই এই যে মনুষ্য দেহ তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহাই তোমার গোবিন্দের সহিত মিলনের উৎকৃষ্ট অবসর। অপর যে সকল কার্য্য তুমি করিতেছ তাহা তোমার কোনও কাজেই আসিবে না। সুতরাং সাধু সঙ্গে মিলিত হইয়া কেবল নামকেই ভজন কর।

টীকা। পরাপতি=প্রাপ্তি। দেহুরীআ=দেহ, শরীর।

সরংজামি লাগু ভবজল তরণকৈ ॥
জনমু ব্রিথা জাত রংগি মাইআ কৈ ॥১॥ রহাউ ॥

রহাউ। ভাই হে, ভবজলধি তরিয়া যাইবার জন্য উদ্যম, বন্দোবস্ত কর। জন্ম তোমার বৃথা কাটিয়া যাইতেছে মায়ার প্রতি আসক্তিতে।

টীকা। সরংজামি=উদ্যম, বন্দোবস্ত। রংগি=ক্রীড়া, আসক্তি।

জপু তপু সংজমু ধরমু ন কমাইআ ॥
সেৱা সাধ ন জানিআ হরি রাইআ ॥
কহু নানক হম নীচ করংমা ॥
সরণি পরে কী রাখহু সরমা ॥২॥৪

২। হে প্রভু, আমি জপ করি নাই, তপস্যা করি নাই, ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ সংযমও করি নাই, না করিয়াছি কোনও ধর্ম্ম সঞ্চয়, না আমি করিয়াছি সাধুজনের সেবা। হে হরি রায়, আমি তোমাকেও জানি নাই। নানক কহিতেছে আমি নীচকর্ম্মশীল, তোমার শরণে পড়িতেছি, আমার লজ্জা রক্ষা কর।

টীকা। সংজমু=ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ সংযম। ন কমাইআ=অর্জ্জন করি নাই।

রহিরাস সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

বঙ্গানুবাদ

সোহিলা।

সোহিলা শব্দের অর্থ 'মঙ্গল গান' 'আনন্দের গান'। বিশেষ অর্থ 'পরমেশ্বরের যশোগান'। শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থসাহেবে পাঁচটি বাণী সংবলিত এই গুচ্ছটীর নাম সোহিলা। শিখদিগের পক্ষে প্রাতঃ সময়ে 'জপজী', সায়ংকালে 'রহিরাস' এবং শয়নবেলায় 'সোহিলা' পাঠ করার নিয়ম। আদিগুরু শ্রীনানকজীর সময়ে তাঁহার রচিত তিনটী শবদ একত্রিত করিয়া তাহা সেহিলা নামে আবৃত্তি হইত। পরে পঞ্চমগুরু শ্রীঅর্জ্জুনজী তাহার সহিত চতুর্থ গুরু শ্রীরামদাসজীর রচিত একটি এবং স্বরচিত একটি শবদ যোগ করিয়া এই সোহিলা গুচ্ছ গ্রথিত করেন। ইহা আবৃত্তি করিলে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে ইহা তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে পঞ্চশবদাত্মক এই সোহিলা শিখগণ শয়নকালে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

সোহিলা ১। রাগ-গৌড়ী দীপকী ; মহলা ১

১ওঁ সতিগুর প্রসাদি।

জৈ ঘরি কীরতি অখীঐ করতে কা হোই বীচারো।
তিতু ঘরি গাৱহু সোহিলা সিৱরিহু সিরজণ হারো ॥১॥

১। যে সৎসঙ্গরূপ ঘরে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু পরমেশ্বরের যশোগাথা কীর্ত্তিত হয়, এবং কর্ত্তা পুরুষের গুণ সমূহের বিচার—আলোচনা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবনা, মনন, ধ্যান প্রভৃতি হয়, সেই সৎসঙ্গরূপ ঘরে তুমিও যাইয়া প্রভুর যশোগাথা গান কর এবং সৃষ্টিকর্ত্তাকে একচিত্ত হইয়া স্মরণ কর।

টীকা। কীরতি=কীর্ত্তি, যশ। বীচার=আলোচনা, মনন, ধ্যান প্রভৃতি। সিরিহু=স্মরণ করা।

তুম গাবহু মেরে নিরভউ কা সোহিলা।
হউ বারী জিতু সোহিলৈ সদা সুখু হোই ॥১॥ রহাউ ॥

রহাউ। হে ভাইগণ, তোমরা গাও আমার নির্ভয় স্বরূপ প্রভুর সোহিলা, যশোগাথা। আমি বলিহারী যাই সেই সোহিলার যাহা গান করিলে সর্ব্বদা সুখ, নিত্যসুখ অর্থাৎ আত্মানন্দ লাভ হয়।

টীকা। বারী=বলিহারী যাই।

নিত নিত জীঅড়ে সমালী অনি দেখৈগা দেবণ হারু ॥
তেরে দানৈ কীমতি না পাবৈ তিসু দাতে কবণু সুমারু ॥২॥

২। যিনি নিত্য নিত্য জীবগণকে দর্শন অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সেই দানের কর্ত্তা তোমার প্রতিও কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন। হে প্রভু তোমার দানের মুল্যইতো বুঝিতে পারা যায় না। সেই অপরিমিত দানের কর্ত্তা তোমার মূল্য কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

টীকা। জীঅড়ে=জীবগণকে। সমালীঅনি=সম্ভালকন, রক্ষণাবেক্ষণ। কীমতি=মূল্য। সুমারু=হিসাব অর্থাৎ মূল্য। ইহার অপর অর্থ হইতে পারে—যদি তুমি নিত্য নিত্য চিত্তে প্রভুকে স্মরণ কর তাহা হইলে দানের কর্ত্তা প্রভু পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে পারিবে। তোমার প্রতি তাঁহার যে দান তাহারই মূল্য বুঝিতে পারনা, কিরূপে সেই দাতার মূল্য তুমি জানিতে পারিবে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে সমালীঅনি—স্মরণ করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংবতি সাহা লিখিআ মিলি করি পাৱহু তেলু ॥
দেহু সজণ অসীসড়িআ জিউ হোৱৈ সাহিব সিউ মেলু ॥৩॥

৩। (প্রভুর সহিত) বিবাহের সংবৎ, বৎসর, এবং যাহা শুভলগ্ন লিখিত, নির্দ্ধারিত হইয়া আছে অর্থাৎ প্রভুর সহিত মিলনের শুভ মুহূর্ত্ত স্থির হইয়াই আছে। হে বন্ধুগণ! তোমরা আমার গায়ে তেল মাখাইয়া দাও। এবং স্বজনগণ, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন স্বামী প্রভু পরমেশ্বরের সহিত আমার মিলন হইয়া যায়।

টীকা। সংবতি=সংবৎ, বৎসর। সাহা=বিবাহের শুভকাল, লগ্ন। লিখিআ=লিখিত হইয়াছে, স্থির হইয়াছে। পাৱহু তেলু=বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ তেল হলুদ মাখাইয়া দেওয়া হয় সেইরূপ পরমেশ্বরের সহিত মিলনের পূর্ব্বে আমাকে বৈরাগ্যাদিরূপ তেল মাখাইয়া প্রস্তুত কর। অসীসড়িআ= আশীর্ব্বাদ কর যেন স্বামী পরমেশ্বরের সহিত মিলন হয়।

ঘরি ঘরি এহো পাহুচা সদড়ে নিত পৱংনি ॥
সদণহারা সিমরীঐ নানক দে দিহাআৱংনি ॥৪॥১॥

৪। প্রতি ঘরে ঘরে এই বিবাহের নিমন্ত্রণ, প্রভুর সহিত মিলনের আহ্বান পৌঁছিতেছে, সর্ব্বদা, নিত্য নিত্য ইহা আসিতেছে। নানক কহিতেছে, আহ্বানকারী প্রভুকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখ, সেই আহ্বান, মিলনের দিন তোমারও আসিতেছে।

টীকা। এহো=এই ডাক, মিলনের দিনের আহ্বান। পাহুচা=পৌঁছিতেছে, সদড়ে=সর্ব্বদা। পৱংনি=আসিতেছে, সদণহারা=আহ্বান কারী। দিহ=দিবস। আৱংনি=আসিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোহিলা ২। রাগ-আশা ; মহলা ১

ছিঅ ঘর ছিঅ গুর ছিঅ উপদেস ॥
গুরু গুরু একো ৱেস অনেক ॥১॥

১। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্র, ছয়টি ঘর অর্থাৎ সম্প্রদায় এবং ছয়জন ইহাদিগের গুরু অর্থাৎ শাস্ত্রকর্ত্তা,—গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি এবং বাদরায়ণ, যথাক্রমে এই ছয়জন আচার্য্য এবং তাঁহাদিগের উপদেশ ছয় প্রকারের। কিন্তু সমুদয় গুরুর গুরু এক কর্ত্তা পুরুষ পরমেশ্বর, কিন্তু তাঁহার বেশ অনেক প্রকার। সমুদয় উপদেশই তাঁহাকে লাভের পথ, যদিও ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যখ্যা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপী 'বেশ' একমাত্র অকাল পুরুষই বটে।

বাবা জৈ ঘরি করতে কীরতি হোই ॥
সো ঘরু রাখু ৱডাঈ তোই ॥১॥ রহাউ ॥

রহাউ। বাবা, হে ভাই, যে ঘরে (অর্থাৎ যে সম্প্রদায়েই হউক) কর্ত্তা পরমেশ্বরের যশঃকীর্ত্তন হয়, সেই ঘরেই তুমি আপনাকে রাখ, তাহাতেই তোমার মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ হইবে।

ৱিসুএ চসিআ ঘড়ীআ পহরা থিতী ৱারী মাহু হোআ ॥
সূরজু একো রুতি অনেক ॥ নানক করতে কে কেতে ৱেস ॥২॥

২। [একেরই অনেক ভেদ কি প্রকার তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।] যেরূপ ১৫ বার নেত্রনিমীলন কাল অর্থাৎ ১৫ নিমেষকে 'বিসা' নাম দেওয়া হয়, তাহার ১৫ বিসার নাম 'চসা', ৩০ চসাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পল', ৬০ পলে এক ঘড়ি (দণ্ড), ৮ ঘড়িতে এক প্রহর, অষ্ট প্রহরে দিন, তাহা ছাড়া ১৫ তিথি, ৭ বার, ১২ মাস, ৬ ঋতু রহিয়াছে, পরন্তু সূর্য্য এক কিন্তু তাহার ভেদ অনেক। নানক কহিতেছে, সেইরূপ কর্ত্তা পুরুষ এক, কিন্তু তাঁহার 'বেশ' অর্থাৎ প্রকাশ ভেদ বা ভাব কত প্রকার হইয়া থাকে।

সোহিলা ৩। রাগ-ধনাসরী, মহলা ১

গুরু শ্রীনানকজী শ্রীজগন্নাথধাম পুরীতে গিয়াছিলেন। তথায় একদিন শ্রীজগন্নাথদেবের আরতির সময়ে তিনি উঠিয়া দাঁড়ান নাই। তাহাতে তথাকার পণ্ডিতগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনি বসিয়া রহিলেন, আরতিতে যোগদান করিলেন না কেন? তাহাতে শ্রীনানকজী এই বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

গগন মৈ থালু রবি চংদু দীপক বনে তারিকামংডল জনক মোতী ॥
ধূপু মলআনলো পৱণু চৱরো করে সগল বনরাই ফলংত জোতী ॥১॥

১। হে ভবখণ্ডন প্রভু, গগন, আকাশ তোমার আরতির থালা, তাহাতে রবি ও চন্দ্র দুইটী দীপ জ্বলিতেছে আর তারকামণ্ডলকে জান (মনে কর) তাহাতে যেন মুক্তা বসান রহিয়াছে (অথবা মুক্তা জড়িত, খচিত রহিয়াছে)। মলয়জ চন্দনগন্ধ তোমার ধূপ, তাহাই লইয়া, বহন করিয়া পবন তোমাকে চামর ব্যজন করিতেছে। হে জ্যোতিঃ-প্রকাশস্বরূপ সমুদয় পুষ্পসমৃদ্ধিমণ্ডিত বনরাজি, বনস্পতিগণ তোমার আরতির ফুল।

টীকা। জনক শব্দের দুইটী অর্থ টীকাকারগণ দিয়াছেন: (১) জনক=জান, মনে কর; (২) জনক=জড়িত, খচিত। মলআন=মলয়জ চন্দন। লো=লইয়া। চৱরো=চামর। বনরাই=বনস্পতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈসী আরতী হোই ভৱখংডনা তেরী আরতী ॥
অনহতা সবদ ৱাজংত ভেরী ॥১॥ রহাউ ॥

রহাউ। হে ভবখণ্ডন, জন্মমরণ নাশকারী প্রভু, কিরূপ আরতি হইতেছে তোমার, অনাহতধ্বনি বাজিতেছে তোমার ভেরী, তোমার আরতির বাদ্য।

টীকা। ভৱখণ্ডনা=ভব, জন্ম, তাহা খণ্ডন অর্থাৎ নাশকারী পরমেশ্বর; ভেরী=অল্পসময়ের জন্য বাজে, কিন্তু অনাহত ধ্বনি একরস অবিশ্রান্ত বাজে।

সহস তৱ নৈন নন নৈন হহি তোহি কউ
সহস মূরতি ননা এক তোহী ॥
সহস পদ বিমল নন এক পদ গংধ বিনু
সহস তৱ গংধ ইৱ চলত মোহী ॥২॥

২। বিরাটরূপে সহস্র তোমার নয়ন, না, না, নাই তোমার নয়ন একটিও নির্গুণরূপে; বিরাটরূপে সহস্র তোমার মূর্ত্তি, নির্গুণে নাই তোমার মূর্ত্তি একটিও; হে বিমল নির্ম্মল শুদ্ধস্বরূপ, বিরাটরূপে তোমার সহস্র চরণ, নির্গুণরূপে নাই তোমার একটিও পদ; বিরাটরূপে সহস্রপ্রকারে তোমার গন্ধ গ্রহণ করে সকলে, আর নির্গুণরূপে তুমি গন্ধ রহিত। তোমার আশ্চর্য্য চরিত্রলীলা দেখিয়া বুদ্ধি মোহিত হইয়া থাকে।

টীকা। ন ন অথবা ন না=না, না। গংধু বিনু=গন্ধ-রহিত।

সভ মহি জোতি জোতি হৈ সোই ॥
তিসদৈ চানণিসভ মহি চানণু হোই ॥
গুরসাখী জোতি পরগটু হোই ॥
জো তিসু ভাৱৈ সু আরতী হোই ॥৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। সমুদয় পদার্থের মধ্যে যে জ্যোতি, তাহা তোমারই জ্যোতি। তাঁহার জ্যোতি প্রকাশে, তাঁহার আলোকে (চন্দ্র, সূর্য্য, তারাগণাদি) সমুদয় প্রকাশ, আলোকিত হইতেছে। গুরু সাক্ষী হইলে, গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিলে, অন্তঃকরণে জ্যোতি প্রকাশিত হয়। হে প্রভু! যাহা তোমাকে প্রীত করে তাহাই শ্রেষ্ঠ আরতি।

টীকা। চাননি=প্রকাশ, উজ্জ্বল, আলোকিত। তুলণীয়=তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বামিদং বিভাতি।

হরি চরণ কৱল মকরংদ লোভিতমনো অনদিনু মোহিআহী পিয়াসা॥
ক্রিপাজলু দেহি নানক সারিংগ কউ হোই জাতে তেরৈ নাই ৱাসা॥
৪॥৩॥

হে হরি, তোমার চরণ কমলের মকরন্দে লুব্ধ আমার মনোভ্রমর অনুদিন পিপাসিত হইয়া রহিয়াছে। নানক কহিতেছে, হে প্রভু, কৃপাজল দাও এই নানক চাতককে, যাহাতে তোমার নামেই আমার বাসা, বাসস্থান হইয়া যায় (আর্থৎ অন্যদিকে যেন কখনও না যায়)।

টীকা। কৱল=কমল। মকরন্দ=মধু। আহি=আছে। সারিঙ্গ= চাতক। নাই=নামে।

সোহিলা ৪। রাগ-গৌড়ী পূরবী ; মহলা ৪॥

কামি করোধি নগরু বহু ভরিআ মিলি সাধু খংডল খংডাহে॥
পূরবি লিখত লিখে গুরু পাইআ মনি হরি লিৱ মংডল মংডাহে॥১॥

১। কাম ক্রোধ ইত্যাদি বিকার এই দেহরূপ নগরে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সাধু অর্থাৎ গুরু মিলিলে এই বিকার সমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে লিখিত লেখ, অদৃষ্ট লিপি, অনুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু লাভ হয় এবং তখন হরি প্রীতির রাজ্যে প্রেমে মণ্ডিত, ভূষিত হইয়া থাকে।

টীকা। করোধি=ক্রোধ। ভরিআ=পূর্ণ হইয়া। সাধূ=সাধু অর্থাৎ গুরু। খংডল=বিকার সমূহ। খংডা=খংডন হইয়া, খংড খংড হইয়া যায়। লিৱ=প্রীতি, প্রেম, লিৱ মংডল=প্রীতির রাজ্য। মংডাহে=মণ্ডিত অর্থাৎ ভূষিত হয়।

করি সাধূ অংজুলী পুনুৱডা হে ॥
করি ডংডউত পুনু ৱডাহে ॥১॥ রহাউ ॥

রহাউ। কর সাধুর, গুরুর নিকটে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক প্রণতি, ইহা বড়ই পূণ্য হে। কর গুরুর অগ্রে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ, ইহা অতিবড় পূণ্য হে।

টীকা। মস্তক, দুই হস্ত, বক্ষঃস্থল, দুইপদ, মন ও বচন এই অষ্টাঙ্গদ্বারা প্রণাম-দণ্ডবৎ।

সাকত হরিরস সাদু ন জাণিআ তিন অংতরি হউমৈ কংডাহে ॥
জিউ জিউ চলহি চুভৈ দুখু পাৱহি জমকালু সহহি সিরি ডংডাহে ॥২॥

২। সাকত, মনমুখী জন হরিরসের স্বাদ জানিতে পারে না। যেহেতু তাহার অন্তরে রহিয়াছে "আমি আমি" এই অভিমান কণ্টক। যত যতই সে চলিতে থাকে অর্থাৎ গুরু-অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে, স্বেচ্ছানুসারে নানারূপ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক বিচরণ করে ততই অহঙ্কার কণ্টক তাহাকে পীড়া দেয় ও সে দুঃখ ভোগ করে, এবং অবশেষে, অনন্তকালে তাহার মস্তকোপরি যমকালের দণ্ডাঘাত সহ্য করিতে হয়।

টীকা। সাকত=পতিত জন, ভক্তিহীন, মনমুখী। কংডা=কণ্টক। চুভৈ=বিদ্ধ হয়, ক্লেশ দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিজন হরি হরি নামি সমাণে দুখু জনম মরণ ভৱ খংডাহে ॥
অবিনাসী পুরখু পাইআ পরমেসরু বহু সোভ খংড ব্রহমংডাহে ॥৩॥

৩। হরিজন, হরিরদাস, হরির ভক্তগণ হরি হরি নামে সমাহিত হইয়া থাকে, তাহাদের বার বার জন্মমরণরূপ এই সংসারের দুঃখ খণ্ডিত হইয়া কাটিয়া যায়, অবিনশ্বর পুরুষ পরমেশ্বরকে তাহারা লাভ করে, এবং তাহাদের এই নবখণ্ড পৃথিবীতে এবং ব্রহ্মাণ্ডে তাহাদের পরম শোভা হয়।

টীকা। ভৱ=সংসার। খংডাহে=খণ্ডিত হয়, দূর হইয়া যায়। খংড=নবখণ্ড পৃথিবী।

হম গরীব মসকীন প্রভতেরে হরি রাখু রাখু ৰড ৰডাহে ॥
জন নানক নামু অধারু এক হৈ হরি নামে হী সুখু মংডাহে ॥৪॥

৪। হে হরি, আমি তোমার, হে প্রভু গরীব, অতি দীন দাস। হে হরি, তুমি বড়, অতি বড়—মহতো মহীয়ান্। রক্ষা কর আমাকে (ভব সংসার হইতে)। নানক কহিতেছে, এই দাসের নামই একমাত্র আশ্রয় এবং অবলম্বন, হরিনামে সমাহিত হইয়া আমি সুখে, আনন্দে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছি।

টীকা। মসকীন=দীন দাস। মংডা=মণ্ডিত।

সোহিলা ৫। রাগ-গৌড়ী পূরবী, মহলা ৫।

করউ বেনংতী সুণহু মেরে মীতা সংত টহল কী বেলা ॥
ঈহা খাটি চলহু হরি লাহা আগৈ বসনু সুহেলা ॥১॥

১। বিনীত নিবেদন করিতেছি, শোনহে আমার মিত্রগণ, সন্তগণের সেবা করিবার এইত সময়, এই মানব দেহই সাধুসেবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপযোগী। এই মানুষদেহে হরিনাম জপরূপ লাভ অর্জ্জন করিয়া যদি চলিতে থাক, তাহা হইলে অগ্রে, পরলোকে বাস তোমার সুখকর হইবে।

টীকা। টহল=সেবা, চাকরী। খাটি=উপার্জ্জন করিয়া। সুহেলা=সুখে।

অউধ ঘটে দিনসু রৈণারে॥ মন গুর মিলি কাজ সৱারে॥১॥ রহাউ॥

রহাউ। হে মন, আয়ু প্রতিদিবস এবং রজনী ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আপন কার্য্য সমাধান করিয়া লও।

টীকা। অউধ=আয়ু। ঘটৈ=ক্ষয় হইতেছে। রৈণা=রজনী। সৱারে=সারিয়া লও।

ইহু সংসারু বিকারু সংসে মহি তরিও ব্রহমগিআনী॥
জিসহি জগাই পীআৱৈ ইহু রসু অকথ কথা তিনি জানী॥২॥

২। এই সংসারের বিষয় বিকার এবং সংশয়ের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী তরিয়া যায়। যাহাকে সদ্‌গুরু মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিয়া পান করাইয়া দেন এই হরিনামামৃতরস, সেই বাক্যের অগোচর সেই অকাল পুরুষের কথা জানিতে পারে; তাহারই উহা অনুভব হয়।

টীকা। সংসে=সংশয়। অকথ কথা=বাক্যের অগোচর প্রভুর কথা বা তত্ত্ব।

ডাকউ আএ সোঙ্গ বিহাঝহু হরিগুরতে মনহি বসেরা॥
নিজ ঘরি মহলু পাৱহু সুখ সহজে বহরি ন হোইগো ফেরা॥৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। যে জন্য তুমি জগতে আসিয়াছ সেই হরিনাম ধন গুরুর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লও। হরিনাম গুরুকৃপাদ্বারে মনে বসাইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লও। তাহা হইলে তোমার আপন ঘরে যে আত্মানন্দ বর্ত্তমান তাহা সহজে লাভ করিবে। পুনরায় তোমাকে ফিরিয়া আসিতে, জন্ম মরণের অধীন হইতে হইবে না।

টীকা। বিহাঝহু=ক্রয় করিয়া লও। নিজ ঘরি=আপন হৃদয়ে। বহরি =পুনরায়। ফেরা=ফিরিয়া আসা, জন্মগ্রহণ করা।

অন্তরজামী পুরখ বিধাতে সরধা মনকী পূরে ॥
নানক দাসু ইহৈ সুখু মাগৈ মোকউ করি সংতন কী ধূরো ॥৪॥৫॥

৪। হে অন্তর্য্যামী বিধাতা পুরুষ, মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া দাও। দাস নানক এই সুখ মাগিতেছে, যে আমাকে সাধুগণের পদধূলি করিয়া দাও।

টীকা। সরধা=শ্রদ্ধা, আকাঙ্ক্ষা। ধূরি=ধূলি।

সোহিলা সমাপ্ত

LIBRARY
No. .. .. ..
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS. ....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাপক শ্রীহারান চন্দ্র চাকলাদার এম্-এ,

অনূদিত

(শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহেবের)

পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক

২য় "শ্রীরাগ" খণ্ড

যথাশীঘ্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুস্তকাকারে
প্রকাশের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

যথাসময়ে ভি, পি, ডাকে পাইবার জন্য পূর্ব্বেই
নিম্ন ঠিকানায় জানাইয়া রাখুন—

Kaviraj M. C. Chakladar
Vedic Research Institute
P. O. Berhampur
Dt. Ganjam (Orissa)

LIBRARY
No.............
Shri Shr· ...ee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi